উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৫৭৬.২৪ (-৬০৪.৭২)
নিফটি : ২৫,৬৮৩.৩০ (-১৯৩.৫৫)

একা অনুশীলনে ব্যস্ত বিরাট পরে এলেন রোহিত ১৪

মোদি ফোন না করায় ভেস্তে গিয়েছে চুক্তি! ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৪° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৩° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন

কোনও শক্তি আমায় থামাতে পারবে না ৩

২৫ পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 January 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 232

খেলা ঘোরানোর খেলা

সাদা চোখে সাদা কথায়

চিত্রনাট্য বদল ছাড়া আর উপায় ছিল না যে

গৌতম সরকার

পিঠেপার্বণের মাস। মেলার-খেলার মাস। 'ঘরেতে যে আজ কে রবে গো খোলো খোলো দুয়ার খোলো...।' রবীন্দ্রনাথ পৌষে গেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা ১৪৩২-এর পৌষে জনতার দুয়ার খুলবে কি না, তা নিয়ে ধন্দের শেষ নেই ক্ষমতার কারবারিদের। তাঁদের অবস্থা যেন 'কোন পথে যে চলি/ কোন কথা যে বলি/ তোমায় সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই/ মনের চোরাগলি...।' যদিও সেই কবে মান্না দে'র গানে তাঁদের ভবিতব্য ঠিক হয়ে আছে, 'সেই গলিতেই ঢুকতে গিয়ে/ হোঁচট খেয়ে দেখি...।'

কোনও গলিই আর সুবিধার হচ্ছে না। এ গলি, সে গলি... 'ক্লান্ত চরণ আকুল আঁধারে/পথ শুধু খুঁজে মরে...।' 'জিতবে আবার বাংলা' স্লোগানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ভিড় উপচে পড়ে বৈকি। কিন্তু ইভিএমে ঘাসফুলের বাটন ভরে উঠবে কি না, নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না যে। শেষে এই পৌষের এক সকালে পথ বদলের সুযোগটা এনে দিল ইডি। তৃণমূলের প্রাণভোমরা (এমনই তো মনে হচ্ছে, তাই না?) আইপ্যাক-এর প্রধানের বাড়িতে সাতসকালে তল্লাশি।

অমনি নতুন গলি খুলে গেল। 'ন্যাস্টি' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর একক অভিযান। সরকারি তদন্ত সংস্থার তল্লাশি চলাকালীন ফাইল, ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক অকুস্থল থেকে তুলে নিলেন তিনি। আইপ্যাক-এর অফিস থেকেও ফাইলের পর ফাইল গাড়িতে চড়িয়ে পাচার। তার কিছুক্ষণের মধ্যে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ গর্জন। এতেই যেন হবে 'বিরোধীদের বিসর্জন'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিত্রনাট্য বদলের বাকি বিস্তারিত বলার আগে বিপক্ষের তত্ত্বতালাশ করা যাক। এসআইআর এখন বিজেপির 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না' দশা। আশা ছিল, রোহিঙ্গা-মুসলিম মিলে দু'কোটি ভোটার হাপিস হয়ে যাবে। তাতে ধাই-কিরিকিরি জয় সময়ের অপেক্ষা। সেই রোহিঙ্গা, মুসলিম নিয়ে এখন মুখে টুঁ শব্দটি নেই। ঘটনাচক্রে কোচবিহারে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে

এরপর দশের পাতায়

ইডি'র হানার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্না দেওয়ায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। ফাইল ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ যুব মোর্চার। শুক্রবার।

শুক্রবার দিনভর

- কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাড়ির সামনে বিক্ষোভে তৃণমূল সাংসদরা
- দিল্লি পুলিশ দ্রুত তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মহুয়া মৈত্র ও শতাব্দী রায়দের চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তোলার ছবি ভাইরাল
- দুপুরে জোড়া মামলার শুনানি থাকায় কলকাতা হাইকোর্টে তুমুল হট্টগোল
- আইনজীবীদের বাদানুবাদের জেরে এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যান বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ

সব ফাঁস করে দেব : মমতা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : ইডি অভিযানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে দিল্লিতে দলের সাংসদদের দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্না এবং পুলিশের হাতে আটক হওয়ার ঘটনার মাধ্যমে জাতীয় স্তরে আওয়াজ তোলা, আর অন্যদিকে কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে মিছিল করে বুঝিয়ে দেওয়া যে, লড়াইয়ের ময়দানে তিনি এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। হাজরা মোড়ের সভা থেকে মমতা এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'আমায় আঘাত করলে আমার পুনর্জীবন হয়।' একইসঙ্গে ইডি ও বিজেপিকে পালটা চাপে ফেলে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, 'আমার কাছেও পেনড্রাইভ আছে। সব ফাঁস করে দেব।' সব মিলিয়ে শুক্রবার দিনভর কলকাতা থেকে দিল্লি, টানটান রাজনৈতিক নাটকের সাক্ষী থাকল দেশ।

আইপ্যাকের দপ্তর ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার প্রতিবাদে এদিন যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন মমতা। মিছিলে হাঁটার সময়ই তিনি বুঝিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতিসক্রিয়তাকে তিনি বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলেই মনে করছেন। হাজরার সভায় দাঁড়িয়ে ইডি'র তল্লাশি চলাকালীন প্রতীক জৈনের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেন তিনি। মমতা বলেন, 'কাল (বৃহস্পতিবার) যা করেছি, তৃণমূলের চেয়ারম্যান হিসাবে করেছি। কোনও অন্যায় করিনি। ওরা অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছে। এখন বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে।'

এরপর দশের পাতায়

এজলাসে তুমুল হট্টগোল, শুনানি স্থগিত

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর প্রায় ২টো। কলকাতা হাইকোর্টের এজলাস কক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ। তিলধারণের জায়গা নেই। আইপ্যাক কাণ্ড নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল সকাল থেকেই। কিন্তু শুনানি শুরু হওয়ার আগেই নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার সাক্ষী থাকল হাইকোর্ট। স্লোগান, হট্টগোল এবং আইনজীবীদের একাংশের তুমুল বাদানুবাদের জেরে এজলাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ফলে শুক্রবার দিনভর যে 'হাইভোল্টেজ' আইনি লড়াইয়ের অপেক্ষা করছিল রাজ্য রাজনীতি, তা কার্যত শুরু হওয়ার আগেই থমকে গেল। আপাতত মামলার পরবর্তী শুনানি পিছিয়ে গেল ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

কলকাতা হাইকোর্টে সুরাহা না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ইডি। শনি ও রবিবার ছুটি থাকায় দ্রুত শুনানি চেয়ে অনলাইনে আবেদন করা হচ্ছে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই অনলাইনে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে রাজ্য সরকার।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবারের নাটকীয় 'অপারেশন' ঘিরে। আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে ইডি হানার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি এবং সেখান থেকে 'সবুজ ফাইল' ও ডিজিটাল নথি 'বাজেয়াপ্ত' করে নিয়ে আসার

ঘটনা এখন আদালতের দরজায়। শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে এই সংক্রান্ত পৃথক মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। ইডি'র তরফে দায়ের করা মামলায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধার অভিযোগ আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তে গিয়ে তারা বাধার মুখে পড়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী 'অবৈধভাবে' বাজেয়াপ্ত নথি ও ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জি জানিয়েছে ইডি। অন্যদিকে, তৃণমূল ও প্রতীক জৈনের তরফে পালটা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, তদন্তের

এরপর দশের পাতায়

বুনোশুয়োরের হামলায় মৃত্যু

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে নজিরবিহীন ঘটনা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাতিপাড়া গ্রামে বুনোশুয়োরের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম রাতিয়া ওরাওঁ (৪৮)। ঘটনায় আরও দুজন আহত হন। তাঁদের একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও অন্যজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর থেকে বন দপ্তরের ভূমিকায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

এলকার বাসিন্দা জগদীশ রায় বলেন, 'বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে প্রায় প্রতিদিনই হাতি কিংবা চিতাবাঘ বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে। বহুবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এই প্রথম বুনোশুয়োরের হামলায় কারও প্রাণ গেল। বন দপ্তর সচেতনভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করলে কখনোই এমন ঘটনা ঘটত না।' ঘটনার জেরে তাঁরা খুবই আতঙ্কিত বলে জগদীশ জানিয়েছেন।

রাতিয়া ওরাওঁয়ের বাড়িতে প্রতিবেশীদের ভিড়। শুক্রবার।

বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার পাল বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে একটি সরকারি চাকরি এবং পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল লাগোয়া রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এতদিন পর্যন্ত হাতি, চিতাবাঘ সহ নানা বন্যপ্রাণের হানাদারির ঘটনা ঘটেছে। তবে বুনোশুয়োরের হানাদারিতে প্রাণহানির ঘটনা এই প্রথম। বৃহস্পতিবার রাতিয়ারা তিনজনে মিলে বাগানে কাজের পর বেলা আড়াইটা সময় বাগানের পাশে রাস্তায় গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিলেন। সেই সময় গৌরিকোন বাতাসিভিটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটি বুনোশুয়োর ওই তিনজনের ওপর হামলা চালায়। আহত তিনজনকে তড়িঘড়ি বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

কুয়াশামাখা সর্ষেখেতে একাকী। বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুরে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি। শুক্রবার।

কোটি টাকার চাকরিপ্রাপ্তি

নজির জলপাইগুড়ি গভ: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়ার

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : বার্ষিক বেতন ১ কোটি টাকা! লিংকডইনে চাকরি পেলেন জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইনফরমেশন টেকনলজি (আইটি) বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সুমন বেরা। লিংকডইন ইন্টারনেট জগতে পেশাদারদের পরিচিতিলাভ ও নবাগতদের চাকরি খোঁজার একটি প্ল্যাটফর্ম। কীভাবে সেখানে চাকরি পেলেন সুমন? তাঁর কথায়, '২০২৫ সালে অনলাইনে ইন্টারভিউ হয়েছিল। ওই ইন্টারভিউ পাশ করার পর বেঙ্গালুরুতে লিংকডইনের অফিসে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাই। সেখানে তিন মাস ইন্টার্নশিপ করার পর প্রি-প্লেসমেন্ট অফার লেটার আসে।' সুমন চলতি বছর জুন মাসে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজে যোগদান করবেন সংস্থার বেঙ্গালুরুর অফিসেই। তিনি আরও বলেন, 'আমি মূলত অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করব, যা বিজ্ঞাপন পার্টনারদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি সহ মার্কেটিং সলিউশনে সাহায্য করবে।'

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে সুমন বেরা।

এই সাফল্যের নেপথ্যে কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের অবদান অনস্বীকার্য বলেও সুমন জানান।

সুমনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের বাড়বাগী গ্রামে। তাঁর বাবা অচলকুমার বেরার জমি থাকলেও বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তা লিজে দিয়েছেন। সেখান থেকে যা টাকা আসে, তা দিয়েই চলে সংসার। তবে সুমনের পড়াশোনার ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতা কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রতিটি স্তরেই মেধার জোরে পেয়েছেন স্কলারশিপ। জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের কলেজের নাম সুমনের সাফল্যে উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল।' ইনফরমেশন টেকনলজি বিভাগের প্রধান আদিত্যকুমার সামন্তের কথায়, 'আগে কেউ ১ কোটি টাকার প্যাকেজ পায়নি। সুমন বরাবর টার্গেট নিয়ে এগিয়েছে।'

মাদকমুক্ত পাহাড়ের বার্তা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : দেশ-বিদেশের পর্যটকের ভিড়কে সঙ্গী করেই শুরু হল ইয়েলবং অ্যাডভেঞ্চার ফেস্টিভাল। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রচারে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তিনদিনব্যাপী এই আয়োজন। মাদকমুক্ত পাহাড়ের বার্তা দিয়ে সাইকেল র‍্যালি হয় শুক্রবার সকালে। বাগ্রাকোট লুপ পুল থেকে ইয়েলবং গ্রাম পর্যন্ত সাইকেল আরোহীরা প্রায় ২৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত

ইয়েলবং ফেস্টিভাল

ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা। এছাড়াও ছিলেন জিটিএ'র দুই সভাসদ সঞ্চবীর সুব্বা ও হেমন্ত থুলুং। গ্রামীণ পর্যটনের প্রসার ও কালিম্পং জেলার ইয়েলবংয়ে চালু হওয়া দুঃসাহসিক কার্যকলাপ দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে তুলে ধরাই লক্ষ্যে এই উৎসবের। ইয়েলবং ফেস্টিভালের সঙ্গে যুক্ত ফ্যান্সিস রাই বলছিলেন, 'এই তিনদিন গ্রামের স্থানীয় সংস্কৃতি, হস্তশিল্প ও খাবারের বৈচিত্র্যতা তুলে ধরা হবে।'

উদ্যোক্তাদের দাবি, এই ফেস্টিভাল সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত। স্থানীয় তরুণরা খাবার ও হস্তশিল্পের স্টল দিয়েছেন। সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন অ্যালবার্ট কাবো। স্থানীয় শিল্পীরা লিম্বু, সিলি ও লেপচা নাচ পরিবেশন করেছেন। ফেস্টিভালের দ্বিতীয়দিনে রিভার ক্যানিয়ন, হাইকিং ছাড়াও বার্ড ওয়াচিং হওয়ার কথা।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জনসভার প্রস্তুতি তুঙ্গে

মোদির সঙ্গে সফরের সুযোগ পড়ুয়াদের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৯ জানুয়ারি : আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই সফর ঘিরে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরাতন মালদা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় নানা প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জনসভার ময়দানে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কিছু ভিনরাজ্যের লরি দাঁড়িয়ে। লরিগুলি থেকে লোহা আর কাঠের তৈরি জনসভা মঞ্চের পরিকাঠামো নামানো হচ্ছে। আবার মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের নিজস্ব ফাঁকা লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামে অস্থায়ী হেলিপ্যাড গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৭ জানুয়ারি দুপুর ২টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে সেখানে পৌঁছোবেন। সেখান থেকে সড়কপথে আসবেন মালদা টাউন স্টেশনে। সড়কপথের পুরো রাস্তাটিতে পিচের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। আর দফায় দফায় এলাকা পরিদর্শন করছেন মালদা ডিভিশনের রেলকর্তারা।

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্তা বলেন, 'আগামী ১৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মালদায় আসছেন। সেদিন স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোনও নির্দেশিকা আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি।' তবে শুক্রবার স্পষ্ট হয়েছে, কেবল সবুজ পতাকা নেড়ে মালদা টাউন স্টেশন থেকে নরেন্দ্র মোদি স্লিপার বন্দে ভারতের সূচনা করবেন তা-ই নয়, সেখান থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত তিনি ওই ট্রেনে যাত্রাও করবেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হবে একঝাঁক খুদে পড়ুয়া। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা করার সুযোগ পাবে যারা, সেসব খুদে পড়ুয়াদের বেছে নিতে শুক্রবার থেকে মালদার বেশ কয়েকটি স্কুলে ছবি আঁকা, লেখার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া পড়ুয়াদের নিয়ে আবার জেলা স্তরে প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে সফল ৩০ জন পড়ুয়াকে বাছাই করা হবে।

রেলের তরফে জেলার ১৮টি স্কুলে প্রতিযোগিতার নির্দেশাবলি পৌঁছে গিয়েছে। মালদার ঐতিহ্যবাহী বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার বলছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে স্কুল পড়ুয়ারা সময় কাটাবে, তিন ধরনের

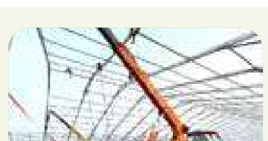

- প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে পুরাতন মালদা বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে
- লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামে অস্থায়ী হেলিপ্যাড গড়ে তোলা হচ্ছে
- মোদি স্লিপার বন্দে ভারতে মালদা টাউন স্টেশন থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত যাত্রা করবেন

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের বেছে নেওয়া হবে। ছবি আঁকা, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে বলা হয়েছিল। আমরা স্কুলের জুনিয়ার ও সিনিয়ার ছাত্রীদের মধ্যে পৃথক দুটি ভাগে এদিন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।' প্রতিযোগিতার বিষয় হিসাবে বিকশিত ভারত, বিকশিত বাংলা, নেক্সট জেনারেশন ট্রেন, এবং আত্মনির্ভর ভারত ইত্যাদি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মালদা অক্রুরমণি করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কৃষ্ণ রায় জানাচ্ছেন, রেলের তরফে পড়ুয়াদের ছবিগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়দের বক্তৃতার ভিডিও-ও করা হয়েছে।

ইতিহাসে সেরা নিবন্ধ সুমনের

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনে সেরা নিবন্ধের জন্য 'ধনঞ্জয় দাশ স্মারক পুরস্কার' পেলেন রাজগঞ্জের সুমন রায়। শুক্রবার ১২৫ বছরের ঐতিহ্যময় বাঁকুড়ার খ্রিস্টান কলেজে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ অধিবেশনের মূল মঞ্চে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। চলতি বছর উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র সুমনকেই এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। 'অর্ধ শতকের শোক বর্ষ : ইতিহাস ও সাহিত্যে' শীর্ষক নিবন্ধের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

সুমন ফাটাপুকুর সারদামণি উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক এবং জলপাইগুড়ির 'কিরাত ভূমি' পত্রিকার সম্পাদক। পুরস্কার পেয়ে সুমনের বক্তব্য, 'এই সম্মান আমি উত্তরবঙ্গের সমস্ত মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। এটা শুধু আমার একার প্রাপ্তি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি, এটা উত্তরবঙ্গের সম্মান।' সারদামণি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ সুমন্ত বাগচী বলেন, 'সুমনবাবু শুধু আমাদের বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেননি, তিনি গোটা উত্তরবঙ্গের নাম উজ্জ্বল করেছেন।'

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপিইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি২; তারিখ: ০৫-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং. : এপিইএল-টিআরডি-১৯-২৫-২৬-আরটি২; কাজের নাম: "শামুকতলা রোড - শামুকতলা রোড ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ দ্বারা পিএসআর-এর রিলাক্সেশন" কাজের জন্য শামুকতলা রোড স্টেশন ইয়ার্ডে কার্ভ সরানোর জন্য ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭১,৪৮,৮১৯.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৪৫,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবা

Abridge Copy of e-Tender for Notice being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No- 17/APD/WBSRDA/DPR/2025-26, Dated-08.01.2026** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV

NIT No. DDP/N-68/2025-26 Dtd. 09/01/2026

e-Tender for 1(one) no. of work under XV FC Health Grant (2024-25) Fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of Submission is 30/01/2026. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ ফর টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৯৬, তারিখ ০৮.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি- ই-টেন্ডার-০৯৬ কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে বিদ্যমান ঘাট লাইনের নবীকরণ ও পরিষ্কার করার কাজ সমেত সকরিগলি ঘাট লাইনে একটি অতিরিক্ত সম্পূর্ণ বোঝাই করার ক্ষমতাযুক্ত লাইনের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওএইচই-র কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,৭৩,৬৫,৫৩৯.৫০ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৩৬,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ১৬.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরিউক্ত টেন্ডার-এর ক্ষেত্রে হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-287/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. : ১৭৬, ১৭৯, ১৮১-১৮৩, তারিখ ০৬.০১.২০২৬ [সিভিল অ্যান্ড পি.ওয়ে ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. : ১; টেন্ডার নং : ১৭৬-এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/মালদার অধীনে মালদা ডিভিসনে মুরাহরা - বাঁকা স্টেশনের মধ্যে কিলোমিটার ৪৭/৫- ৪৮/৫-এ ব্রিজ ৩৮ (স্প্যান ৩৭ x ১৮.৩) -এর ইন্সপেকশন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৯৩,৩৩,৭৬২.৮৫ টাকা। ক্র. নং. : ২; টেন্ডার নং : ১৭৯-এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদার মালদা ডিভিসনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ মালদা-র অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ মালদার শাখায় ইয়ার্ডগুলিতে মালদা ইয়ার্ড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৮,২৪,৪৬,৮১৩.৪৮ টাকা। ক্র. নং. : ৩; টেন্ডার নং : ১৮১-এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I -এর আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বড়হরওয়া -র শাখায় ইয়ার্ডগুলিতে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৮,৮৫,১৬,১৫৭.৯৮ টাকা। ক্র. নং. : ৪; টেন্ডার নং : ১৮২-এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I -এর আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/ পি.ওয়ে/জঙ্গীপুর-এর শাখায় ইয়ার্ডগুলিতে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৬,৭৪,৩৬,৫৪৬.৬০ টাকা। ক্র. নং. : ৫; টেন্ডার নং : ১৮৩-এমএলডিটি- ২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I -এর আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/ পি.ওয়ে/নিউ ফারাক্কা-এর শাখায় ইয়ার্ডগুলিতে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,৫১,১৪,৩৬০.২৭ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৭.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১, ৩, ৪ ও ৫-এর জন্য। ২২.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ২-এর জন্য। ওয়েবসাইট-এর বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps. gov.in এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার- এর অফিস, মালদা টাউন। MLD-286/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Soumitra Paul, son of Sri Sunil Paul, Resident of C/o - Banashree, Siliguri, ward no 22 of SMC ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB73 20100286070 আমার নামের বানান ভুল থাকায় গত 09/01/2026 Notary Public Siliguri Court এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা Soumitra Paul এবং Saumitra Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলাম। (C/119960)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 36(2025-26) Memo No-01/PS & eNIT No-. 37(2025-26) Memo No 02/PS, last date of submission is 14.01.2026 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG

NOTICE

It is publicly notified that the below mentioned landed property has been sold by the owner Smt. Pinki Lohra, W/o Sri Nitai Mandal, D/o Sri Tulshidas Lohra, resident of Paschim Satali, P.O. Dakshin Satali, P.S. Jaigaon, Dist. Alipurduar through her constituted attorney Raja Ghosh, Son of Jiban Ghosh, resident of Netaji Pally, Uttar Latabari, P.O. Hamiltonganj, P.S. Kalchini, Dist. Alipurduar, Pin- 735214, vide POA Deed No. 1828 dated 24.03.2025 which was executed before ADSR, Alipurduar to the Purchaser Smt. Pinki Lohara, W/o Sri Nitai Mandal, D/o Sri Tulshidas Lohara, resident of Paschim Satali, P.O. Dakshin Satali, P.S. Jaigaon, Dist. Alipurduar on 21.04.2025 which was executed and registered before the DSR, Alipurduar vide Deed No. I-2457 dated 21.04.2025.

If any party has any claim or disputes regarding the property may communicate with Raja Ghosh to address their disputes, if any.

Schedule of land

Dist. Alipurduar, P.S. Kalchini, Mouza- Uttar Latabari, J.L. No. 14, Khatian No. 1298, Dag No. 355, land measuring 04 decimals.

Partha Raj Das
Advocate
Alipurduar Court

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে সেলসের কাজের জন্য কাজ জানা স্থানীয় পুরুষ/মহিলা কর্মী চাই। (M) 9832063621. (C/119761)

কিডনি চাই

O+ কিডনি প্রয়োজন। কোন সহৃদয় ইচ্ছুক ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। 7439609036/ 9647797068. (S/M)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 05/01/2026 তারিখে মহাকাল হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড জমির দলিল (নং - 4274/1997 এবং 2809/1991) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি মহাকাল হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড পররপার, তপসীখাতা, আলিপুরদুয়ার। ফোন- 9635222520/ 9434005918. (C/119962)

অ্যাফিডেভিট

কোচবিহার 4 উত্তরবিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের তালিকা - 2002, অংশ নং 141, ক্রমিক নং 12 আমার নাম ভুল থাকায় গত 07-01-26, J.M. 1st class, 3RD court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Dulan Aditya এবং Susmita Aditya, স্বামী প্রয়াত নন্দদুলাল আদিত্য, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার সঠিক নাম Dulan Aditya প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। শ্যামা প্রসাদ পল্লী, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ী ক্লাব বাই লেন, ওয়ার্ড নং - 01, থানা : কোতোয়ালি, পো : + জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/118985)

•

By Affidavit EM- JAL on 5/1/26, I Sachin Toppo, S/o- Late Etoya Toppo declare that Etoya Toppo & E Toppo (DL) is same & identical person. (C/119963)

•

আমি Rajendra Dhanraj Zade, ঠিকানা- Plot No-79, Flat 301, Gorewada Chowk, Borgaon Gokul Society, Amara Apartment, Katol Road, Nagpur-440013, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার রেজিঃ নং B/2023/246148, dt- 15/02/2023. মেয়ের নাম Rajvi Zade থাকায় গত 08/01/26 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Rajvi Zade থেকে Rajvi Rajendra Zade করা হইল।
(C/119964)

আজ টিভিতে

শীতের বিকেলে পিকনিকের আমেজে জমে উঠবে জি বাংলা রান্নাঘর। **রান্নাঘর** বিকেল ৪.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ক্রিমিনাল, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ যুদ্ধ, রাত ১০.১৫ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ অচেনা অতিথি, দুপুর ১.৪৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.৪৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ১১.০০ হিরোগিরি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভূমিপুত্র, সন্ধে ৭.৩০ অরণ্যের অধিকার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.১৯ নসীব, দুপুর ২.০৬ মিস্টার আজাদ, বিকেল ৪.৫৫ রং, সন্ধে ৭.৫০ অনাড়ি, রাত ১১.১৫ জুর্ম

জি বলিউড : বেলা ১১.০৬ নো এন্ট্রি, দুপুর ২.২২ নসীব অপনা অপনা, বিকেল ৫.২০ ডঙ্কি, সন্ধে ৭.৫৯ ডন, রাত ১১.২৪ পুলিশ অওর মুজরিম

জি ক্লাসিক : বেলা ১১.৩৬ সংগম, বিকেল ৩.৩৫ আখরি রাস্তা, সন্ধে ৬.৫৯ মর্দ, রাত ১০.২৩ ইয়ে ওয়াদা রহা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৫ দিল কা রিস্তা, বিকেল ৩.২০ হম তুমহারে হ্যায় সনম, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব, রাত ১০.০০ ট্যাঙ্গো চার্লি

জওয়ান সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

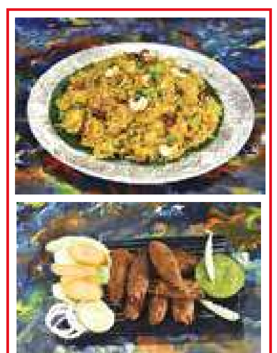
জয়া সামতানি রাঁধবেন **দিওয়ানি লোটাস স্টেম এবং কালো চানা কাবাব। রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৩ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ২.০৬ ক্রু, বিকেল ৪.১২ কৃশ, সন্ধে ৭.৩০ জওয়ান, রাত ১০.৪২ ফরেন্সিক

দে কল হিম ওজি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ **স্টার গোল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন সম্পত্তি কেনাবেচায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে আজ আইনের কাগজপত্র ভালো করে দেখে রাখুন। বৃষ : পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে আজ চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মিথুন : গুরুজনদের পরামর্শে সংসারের সমস্যা দূর হবে। ব্যক্তিগত কারণে কর্মস্থান বদল করতে হতে পারে। কর্কট : পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে। কন্যা : মনের মধ্যে কিছু লুকিয়ে না রেখে প্রকাশ করলে স্বস্তি পাবেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে জড়িতরা চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নপূরণ হবে আজ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহারে মানসিক চাপ। পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবে। মকর : পারিবারিক সমস্যা মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানের চেষ্টা করুন। আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও খরচের বহরও বাড়বে। কুম্ভ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মীন : পারিবারিক কারণে কর্মক্ষেত্রে বদলি নিতে হতে পারে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আজ চালু করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ পৌষ, ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ২৫ পুহ, সংবৎ ৭ মাঘ বদি, ২০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। শনিবার, সপ্তমী দিবা ১১।২৫। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৬।৪৮। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৮।১৯। ববকরণ দিবা ১১।২৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৬।৪৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১১।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১১।২৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৪৫ মধ্যে ও ১।৫ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।৪৫ গতে ৫।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৫ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৬।২৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৪৫ গতে ১১।২৫ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।৫ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৬ গতে ২। ৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫৪ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাঁবুতে আগুন

শুক্রবার ভোরে গঙ্গাসাগরে তিনটি অস্থায়ী তাঁবু অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। ওই তাঁবুগুলি রাজ্য পুলিশ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বজরং সোসাইটির জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

হস্তক্ষেপ নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরকালীন সুযোগসুবিধায় আগামী ৬ মাস কোনও হস্তক্ষেপ করবে না রাজ্য। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাল উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

উত্তর হুমায়ুনের

ফুরফুরা শরিফে বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর দেখা পেলেন না জোট নিয়ে আশাবাদী বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। নৌশাদ জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পেলে আলোচনা হতে পারে। চিঠি দিয়ে জোট হবে না, উত্তর হুমায়ুনের।

জেল হেপাজত

মেসি কাণ্ডে শতদ্রু দত্তকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ফের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের হিসেব দেখিয়েছেন সরকারি আইনজীবী।

সেটিং তত্ত্ব খারিজেই কি হানা?

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট। পরিবর্তনের রথে সওয়ারি বিজেপি। আর তার আগে বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে সবথেকে চর্চিত শব্দ— 'সেটিং'। কিন্তু ইডি, সিবিআইয়ের ভূমিকায় তৃণমূল-বিজেপির সেটিং তত্ত্ব ফের জোরালো হচ্ছে শুধু রাজ্যবাসীর মনেই নয়, বিজেপির অন্দরেও। সেই কারণেই আচমকা সক্রিয় ইডির নিশানায় তৃণমূলের আইপ্যাক? চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতি, গত কয়েক বছরে বারবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'ব্যর্থতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ বিজেপি কর্মীরাই। শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া একাধিক ডেডলাইন ফস্কে যাওয়ার পর রাজ্যবাসীর মনে দানা বেঁধেছিল তৃণমূল-বিজেপি তলায় তলায় আঁতাতের তত্ত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই অস্বস্তিকর 'সেটিং' তকমা ঝেড়ে ফেলতেই কি এবার সরাসরি ঘাসফুল শিবিরের রণকৌশল মস্তিষ্ক অর্থাৎ 'আইপ্যাক' এর অন্দরে হানা দিল ইডি?

রাজ্যে একাধিক দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সাফল্য এখনও অধরা। তদন্তকারী সংস্থার এই ব্যর্থতার পাশাপাশি তাদের দক্ষতার প্রশ্নে সন্দিহান রাজ্যবাসীর সঙ্গে বিজেপিও। গত লোকসভা ভোটের আগে কয়লা পাচার তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারির ব্যাপারে বিজেপির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা শুভেন্দু অধিকারী দিনক্ষণ ঘোষণা করেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী মেলাতে পারেননি। বাস্তবে অভিষেকের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি ইডি, সিবিআই। এতে শুধু শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের ওপর দলীয় কর্মীরা আস্থা হারিয়েছেন তাই নয়, বাম, কংগ্রেস সহ রাজ্যবাসীদের তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে তলায় তলায় আঁতাত নিয়ে জল্পনা আরও প্রবল হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে দলীয় সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই, ইডির ভূমিকা নিয়ে শা-র কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দলীয় সাংসদ-বিধায়করা। প্রাক্তন বিচারপতি তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্নীতি ইস্যুতে মুখ খুলতে গেলে কার্যত তাঁকে থামিয়ে দেন শা। তবে প্রাক্তন বিচারপতির মুখ বন্ধ করলেও সম্ভবত শা বুঝতে পেরেছিলেন ২৬-এর নির্বাচনে পরিবর্তনের ডাক দিলেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে তৃণমূলকে প্রকৃতই হারাতে চান, সে বিষয়ে রাজ্যে দলের

- অতীতে অভিষেকের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি
- ফলে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের প্রতি জনগণেরই শুধু আস্থা নষ্ট হয়নি, সেটিং তত্ত্ব আরও জোরালো হয়েছিল
- সেইসঙ্গে দলের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে বাড়ছিল অসন্তোষ

> **ইডি যে পিটিশন ফাইল করেছে, সেখানে একনম্বর রেসপনডেন্ট করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপর তো রাজ্যের মানুষের ইডি'র প্রতি আস্থা শতগুণ বেড়ে গেল**
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

নেতা-কর্মীদের মনে আস্থা জাগাতে না পারলে এবারেও বাংলা জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সেই কারণেই সম্ভবত প্রাক্তন বিচারপতিকে থামিয়ে দিয়ে শা বলেছিলেন, কোথাও কোনও সংশয় রাখবেন না। তৃণমূলকে এবার উৎখাত করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে ঝাঁপাচ্ছি। আর দু'দিনের রাজ্য সফর সেরে দিল্লি ফিরে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তৃণমূলের নির্বাচন কুশলী আইপ্যাকের দপ্তরে হানা দিল ইডি। যার জল গড়িয়েছে এখন আদালতেও। এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'ইডি যে পিটিশন ফাইল করেছে, সেখানে এক, দুই, তিন করে যা চেয়েছে এবং তার একনম্বর রেসপনডেন্ট করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি সরাসরি বাধা দিয়েছেন। এরপর তো রাজ্যের মানুষের ইডির প্রতি আস্থা শতগুণ বেড়ে গেল। বাকিটা তো কোর্ট বলবে।'

অতীতে রাজীব কুমারের গ্রেপ্তারি কাণ্ড ছাড়া সারদা, নারদ থেকে শুরু করে সন্দেশখালির শাহজাহান, গোরু পাচার কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী স্নেহধন্য অনুব্রত মণ্ডল (কেষ্ট) গ্রেপ্তার হলেও দুর্নীতির কালি সরাসরি এভাবে লাগিয়ে দেওয়া যায়নি মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে। ২৬-এর পরিবর্তনের লড়াইয়ে রাজ্যের দুর্নীতিকে ইস্যু করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি প্রধান অন্তরায় বিজেপির কাছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আইপ্যাক হানায় সেই উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে বলে মনে করছে বিজেপি। এদিন দিল্লি থেকে রবিশংকর প্রসাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, 'এই আচরণ প্রমাণ করে যে তদন্তের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীর গভীর যোগাযোগ রয়েছে।' শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলেও বিজেপির দাবিকে পোক্ত করা গিয়েছে। রবিশংকর প্রসাদের কথায়, 'দেশের মানুষের কাছে আমরা এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ শুধু নিন্দনীয় নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার।' নির্বাচনের আগে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

পেট বড় বালাই... ঘন কুয়াশার মধ্যেই কাজে নেমে পড়েছেন শ্রমিকরা। নদিয়ার একটি ইটভাটায়।

মতুয়া-গড় ঠাকুরনগরে হুঁশিয়ারি

নাগরিকত্ব দিন প্রধানমন্ত্রী : অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে গিয়ে নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, 'নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিন। সিএএ নিয়ে আপনাদের মিথ্যাচার মানুষ ধরে ফেলেছে।' মতুয়া অধ্যুষিত উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার পিছনে বিজেপি সরকার ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা দায়ী বলে সরাসরি তোপ দাগলেন অভিষেক। শুক্রবার নদিয়ার তাহেরপুর ও উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে কর্মসূচি ছিল অভিষেকের। ঠাকুরনগরের কর্মসূচি কোনও রাজনৈতিক নয়। সেখানে পুজো দেওয়ায় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকেও নিশানা করলেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ২০২৩ সালে আমাকে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাকুর হরিচাঁদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। এর পর পঞ্চায়েত ভোটে তার ফল বাংলার মানুষ দিয়েছে। মতুয়াদের জন্য বিজেপি কিছুই করেনি বলে দাবি করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বলেন, 'সাহস থাকলে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিন স্থানীয় প্রতিনিধি কী কাজ করেছেন তার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীও জানেন, এই রিপোর্ট কার্ড তিনি দিতে পারবেন না।'

এদিকে ঠাকুরনগর ছাড়তেই মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় গোবরজল দিয়ে ধুয়ে দিলেন শান্তনু ঠাকুর। অভিষেককে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'উনি যা নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে এসেছিলেন, তা প্রধানমন্ত্রীরও থাকে না। আসলে বাংলায় শাহাজাদা এসেছেন। এত নিরাপত্তারক্ষী না থাকলে কার কোথায় পোস্টিং হয়ে যাবে কেউ জানে না। পা চাটা আর দালালির চরম সীমায় পৌঁছেছে বাংলার পুলিশ। অভিষেক কোনও ফ্যাক্টরই নয়।'

তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়তে ছাড়েননি অভিষেকও। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, 'হাঁটতে পারছেন না, ৮০-৮৫ বছর বয়স। তাঁদেরও শুনানিতে ডেকে পাঠিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। নাগরিকত্বের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।'

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নাগরিকত্ব নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় মতুয়াদের মধ্যে যখন তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তখন মতুয়া ভোটের ভাঙন ধরাতেই নাগরিকত্ব ইস্যু ঠাকুরনগরে গিয়ে তুলেছেন অভিষেক। কারণ অভিষেক জানেন, মতুয়ারা বিজেপির নিশ্চিত ভোটব্যাংক। সেখানে ভাঙন ধরাতে পারলে আসন বাড়ানো যাবে। তাই পরিকল্পিতভাবে মতুয়াগড়কেই বেছে নিয়েছেন দলের দুই শীর্ষ নেতা-নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতুয়া গড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অভিষেকের। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

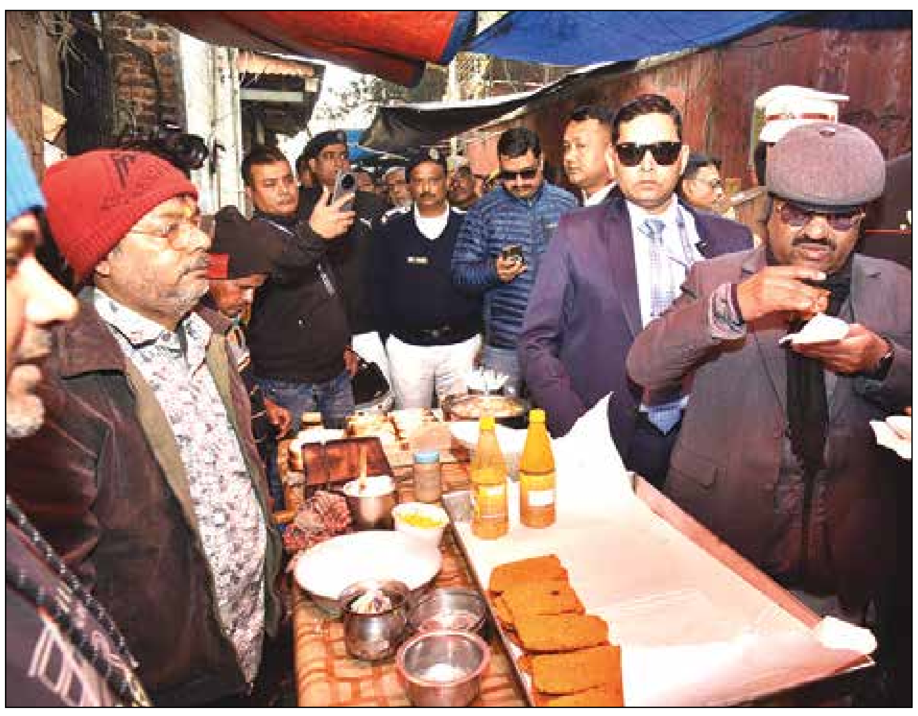

ডেকার্স লেনে 'একলা চলো' রাজ্যপালের। প্রাতরাশ সারলেন বিখ্যাত চিত্তবাবুর দোকানে। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

কারা টেট অনুত্তীর্ণ, তালিকা বানাচ্ছে শিক্ষা দপ্তর

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : কোন রাজ্যে কত টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষক রয়েছে, তা জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এই নির্দেশিকা মেনে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশন খতিয়ে দেখছে, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কতজন টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এই রাজ্যে এরকম শিক্ষকের সংখ্যা ৯৫ হাজারেরও বেশি। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশকে যদি মান্যতা দেওয়া হয়, তাহলে এক ১ লক্ষের কাছাকাছি শিক্ষকের চাকরি ফের বাতিল হতে পারে। শিক্ষামন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে বার বার কর্মরত শিক্ষকদের তথ্যকে যাচাই করা হচ্ছে, যাতে কোনওরকম ভুল পরিসংখ্যান না থাকে। একইসঙ্গে বিকল্প আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করে দিয়েছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, সারা দেশে প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকরা টেট উত্তীর্ণ না হলে চাকরি ছাড়তে হবে অথবা বাধ্যতামূলক অবসরের জন্য আবেদন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রকের সাম্প্রতিক চিঠির ভিত্তিতে শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রশ্ন, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে রাজ্য কী ভাবছে? ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তর শিক্ষকদের বিকল্প আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবতে শুরু করেছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের কিঙ্কর অধিকারীর কথায়, 'পুরো ভ্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক। রাজ্যকেও দায়সারা ভাব কাটিয়ে কেন্দ্রের কাছে শিক্ষকদের সুরক্ষার জন্য বার্তা পাঠাতে হবে। শুধু আইনি পদক্ষেপ নয়, অর্ডিন্যান্স জারি করা হোক।'

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, '২০১০-এর আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই নিয়ম প্রয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু অনেকেই ওই সময় পরীক্ষা দিলেও নিযুক্ত হয়েছেন পরে। প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের গাফিলতির কারণে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে কর্মরত। তাঁদেরকে অব্যাহতি দেওয়া নিয়ে স্পষ্ট নীতি জারি করা হোক।' শিক্ষকদের আবেদন, এই বিষয়গুলিকে নির্দিষ্ট করে শিক্ষামন্ত্রকের কাছে বিস্তারিত তথ্য পাঠাক শিক্ষা দপ্তর।

খুনের হুমকি উড়িয়ে পথে রাজ্যপাল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : রাজ্য রাজনীতি যখন ইডি-তৃণমূল দ্বন্দ্বে উত্তাল, ঠিক তখনই খোদ সাংবিধানিক প্রধানকে 'খুনের হুমকি' ঘিরে শোরগোল পড়ে গেল বাংলায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে ইমেল করে 'উড়িয়ে' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। কিন্তু সেই হুমকিকে কার্যত তোয়াক্কা না করে শুক্রবার সকালে কলকাতায় নজিরবিহীন 'একলা চলো' কর্মসূচিতে নামলেন রাজ্যপাল। কোনো রাজকীয় কনভয় বা বিশেষ নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই ধর্মতলার ডেকার্স লেনে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে প্রাতরাশ সারলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাতে রাজভবনে আসা সেই বার্তায় রাজ্যপালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। খবর জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। নবান্ন থেকে দিল্লি— সর্বত্র খবর পাঠানো হয়। তড়িঘড়ি ৬০-৭০ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করে রাজভবনের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করা হলেও, রাজ্যপাল নিজে ছিলেন অন্য মেজাজে। এদিন সকালে সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলানো থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের চকোলেট বিলি— নাগরিকের 'রক্ষাকবচ'-এই যেন ভরসা রাখলেন আনন্দ বোস। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে এমন হুমকি আসতেই পারে, কিন্তু কোনও শক্তিই আমাকে থামানোর ক্ষমতা রাখে না।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। সল্টলেক থেকে এক সন্দেহভাজনকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। তবে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য রাজ্য সরকারকে বিঁধে লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে খোদ রাজ্যপালই নিরাপদ নন, আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।' পালটা রাজভবন রবীন্দ্রনাথের 'একলা চলো' গানেই অবিচল থাকার বার্তা দিয়েছে। সিভি আনন্দ বোসের কথায়, 'রাজ্যপালের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সব কাজই মানুষের জন্য। আমি হুমকি মেলকে পাত্তা দিই না। এই ধরনের হুমকি আমাকে মানুষের জন্য কাজ করা থেকে বিরত করতে পারবে না।'

ওলো সই... শুক্রবার বোলপুরে। তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

এবার কমিশনের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : নিয়োগ দুর্নীতির জট যেন কিছুতেই কাটছে না। এবার গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদের অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে পড়ল স্কুল সার্ভিস কমিশন। অভিযোগ উঠেছে, কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে পদ্ধতিগত ভুল রয়েছে এবং অনেক 'প্রকৃত অযোগ্য' ব্যক্তির নাম আড়াল করা হয়েছে। শুক্রবার এই মামলায় কমিশনের কাছে হলফনামা আকারে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ।

গত নভেম্বর মাসে কমিশন অযোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, ওই তালিকায় ব্যাপক অসঙ্গতি রয়েছে। মামলাকারীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী—র‌্যাংক জাম্প করা, ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দেওয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পাওয়া এবং প্যানেলের বাইরে থেকে নিয়োগ হওয়া ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই অবৈধ। অথচ অভিযোগ উঠেছে, কমিশন তার প্রকাশিত তালিকায় এই বিশেষ 'ক্যাটিগোরি' বা কারণগুলো স্পষ্ট করেনি। ফলে কারা ঠিক কী কারণে অযোগ্য, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে যে, কোন প্রার্থী কোন ক্যাটিগোরির অধীনে অযোগ্য। বিশেষত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে কতজন নিয়োগ পেয়েছেন এবং তাঁদের নাম এই তালিকায় আছে কি না, তা সবিস্তারে উল্লেখ করতে হবে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এই বিভাজন করা সম্ভব হয়, তবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন করা হয়নি, সেই প্রশ্নও উঠতে পারে।

এদিন আদালতে কমিশনের আইনজীবী দাবি করেন যে, প্রকাশিত তালিকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ হওয়া কোনও প্রার্থীর নাম নেই। এই মন্তব্যের পরই বিতর্কের মোড় ঘোরে। মামলাকারীদের আইনজীবীদের

অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকাতেও ত্রুটি

প্রশ্ন, যদি তাঁরা না থাকেন, তবে প্রকৃত অযোগ্যরা গেলেন কোথায়? এই টানাপড়েনের মাঝেই আদালত নির্দিষ্ট ক্যাটিগোরি ভিত্তিক রিপোর্টের নির্দেশ দিয়েছে।

কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী এই মামলার রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে আদালতের এই হস্তক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মাধ্যমিকে টোকাটুকি রুখতে কড়া পর্ষদ

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : টোকাটুকি রুখতে ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত জেরক্স বা ফোটোকপি করার দোকান পরীক্ষা চলাকালীন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষার সময় কোনওরকম অসাধু উপায় অবলম্বন করলে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে পর্ষদ। নিয়ম ভাঙলে নেওয়া হবে কঠোর আইনি ব্যবস্থাও। প্রয়োজনে বাতিল করা হতে পারে পরীক্ষাও।

প্রশ্নপত্র পরিবহণ থেকে শুরু করে উত্তরপত্র সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পরীক্ষা চলবে ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষা শুরুর তিনদিন আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় লাউডস্পিকার বাজানোর ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কড়া নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে। কোনও পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। কেন্দ্রগুলিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে বিশেষ পরিবহণের ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টারও শুরু হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার দিনগুলিতে পর্ষদ ও সংসদের তরফে নির্বাচিত কর্মী ও পুলিশ আধিকারিকরা প্রশ্নপত্রগুলি পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

বোসের হস্তক্ষেপ দাবি পদ্মের

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : আইপ্যাকে ইডি তদন্তে মুখ্যমন্ত্রীর বাধা দেওয়ার ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চাইল রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার লকেট চট্টোপাধ্যায়, শিশির বাজোরিয়া সহ বিজেপি নেতারা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে এ ব্যাপারে স্মারকলিপি দিয়েছেন। চিঠিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা দেওয়া ও দুর্নীতি আড়াল করতে পুলিশ প্রশাসনকে অপব্যবহার করার জন্য রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে বিজেপি।

এদিকে আইপ্যাকে ইডি হানার প্রতিবাদে তৃণমূলের পথে নামার দিনেই রাস্তায় নেমে পালটা বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাতেই দলের কোর কমিটির বৈঠকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে রাজ্য বিজেপিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সেই নির্দেশের জেরেই শুক্রবার ধর্মতলা সহ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির যুব ও মহিলা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। সদ্য রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক হওয়া বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-র নেতৃত্বে ধর্মতলার চৌরঙ্গিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ফাইল হাতে মুখ্যমন্ত্রীর আইপ্যাক দপ্তরের সামনের ছবিকে পোস্টার করে মমতা চোর, মুখ্যমন্ত্রী চোর বলে স্লোগান দেয় বিজেপি। পরে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। একইভাবে কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির পাদদেশে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলা মোর্চার কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে যেভাবে প্রকাশ্যে ফাইল চুরি করেছেন, তাতে বাংলার মর্যাদা ধুলোয় মিশে গিয়েছে।

বাজেটে নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : একদিকে এসআইআর আতঙ্ক, অন্যদিকে ইডির সাঁড়াশি অভিযান— রাজ্য রাজনীতি যখন এই জোড়া ফলায় বিদ্ধ, ঠিক তখনই ২০২৬-এর নির্বাচনী রণকৌশল সাজাতে ব্যস্ত নবান্ন। ভোট ঘোষণা হতে এখনও মাস দুয়েক বাকি, তার আগেই আগামী আর্থিক বছরের (২০২৬-'২৭) বাজেটের রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুক্রবার অর্থ দপ্তরের এক জরুরি সার্কুলারে সমস্ত দপ্তরকে আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে তাদের সম্ভাব্য ব্যয়ের খতিয়ান জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল সুপ্রিমো যখন কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছেন, ঠিক তখনই প্রশাসনিক স্তরে এই তৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবান্নের লক্ষ্য স্পষ্ট— ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই জনমুখী প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করে রাখা। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিটি দপ্তরকে জানাতে হবে তাদের কোন খাতে কত বরাদ্দ প্রয়োজন। বর্তমান অর্থবর্ষের (২০২৫-২৬) বরাদ্দের

নিরিখেই আগামী বছরের আর্থিক চাহিদা বিচার করা হবে।

আইনত, ফেব্রুয়ারির শেষে ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে ৩১ মার্চের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এপ্রিল থেকে জুন—এই তিন মাসের জন্য রাজ্য সরকারকে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বা অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করতে হবে। পরবর্তী সরকার গঠনের পরই পূর্ণাঙ্গ বাজেট আসবে। তবুও নবান্নের এই আগাম সক্রিয়তা দেখে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, অন্তর্বর্তী বাজেটেও একগুচ্ছ নতুন চমক বা জনমোহিনী প্রকল্পের ঘোষণা থাকতে পারে, যা সরাসরি ভোটারদের প্রভাবিত করবে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বরাদ্দের তুলনায় কত বৃদ্ধি প্রয়োজন, তার যুক্তি দিতে হবে দপ্তরগুলিকে। অর্থ দপ্তরের নির্দেশের পরেই মন্ত্রী ও সচিবরা দফায় দফায় বৈঠক শুরু করেছেন। নতুন সরকার আসার আগেই পরিকাঠামো ও উন্নয়নের গতি ধরে রাখা সরকারের লক্ষ্য। তবে বিরোধী শিবির অবশ্য এই তৎপরতাকে 'নির্বাচনী গিমিক' হিসেবেই দেখছে। তবে নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের দাবি, এটি রুটিন প্রক্রিয়া হলেও চলতি বছরের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে।

ভয় দেখিয়ে দলে টানায় মর্মাহত খোকন

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ময়নাগুড়ি-১ ব্লকের সভাপতি ছিলেন খোকন পাল। রাজ্যে দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনি ক্রমেই কোণঠাসা। মানুষকে ভয় দেখিয়ে দলে টানা যায় না বলে বিশ্বাস করেন তিনি। দলের পরিবর্তিত রাজনীতি তাঁকে আঘাত করেছে।

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : একসময় সাইকেলে চেপে গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করতেন নেতা-কর্মীরা। এই ক্ষেত্রে সবার আগে যাঁর নাম আসে, তিনি ময়নাগুড়ির খোকন পাল। সংগঠন গড়তে ময়নাগুড়ি-১ নম্বর ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত তিনি ঘুরেছেন বারবার। প্রার্থী না পেলে নিজেই প্রার্থী হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আদর্শের রাজনীতিতেই বিশ্বাস ছিল তাঁর। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাজনীতির ছবিটা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। দীর্ঘদিন বিরোধী দলের যাঁদের সঙ্গে রাজনীতির লড়াই ছিল, তাঁরাই একে একে দলে জায়গা পেতে থাকেন। সেইসঙ্গে ব্রাত্য হয়ে পড়েন পুরোনো কর্মীরা। একদিকে অন্য দলের নেতাদের দলে এনে বড় দায়িত্ব, অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা- দুইয়ের টানাপোড়েনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্নে দলের ময়নাগুড়ি ব্লক-১'এর সভাপতির দায়িত্বে থাকা খোকন পাল আজ প্রায় দলীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ময়নাগুড়ি শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডে, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পেরিয়ে রাজ্য সড়কের ধারে ছোট্ট বাড়িতেই তাঁর দিন কাটে। আগাগোড়া কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত খোকনবাবু ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর সেই দলে যোগ দেন। দলের সাংগঠনিক ময়নাগুড়ি-১ ব্লকের সভাপতির দায়িত্ব পান। দলকে শক্তিশালী করে তুলতে খামতি রাখেননি খোকনবাবু। সাইকেলে চেপেই সংগঠনের কাজ করতে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তাঁর কথায়, 'সেসময় সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংগঠনের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশমতো কাজ করে গিয়েছি। কখনোই ভীতি প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষকে দলে টানা যায় না- এই আদর্শেই আমি বিশ্বাস করতাম।' তবে, ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর দলের কিছু সিদ্ধান্ত তাঁকে হতচকিত করে বলে জানান খোকনবাবু। ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। কয়েক বছর আগে পরপর দুটি দুর্ঘটনায় হাঁটার ক্ষমতা অনেকটাই হারান। বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে আক্ষেপের সুরে খোকনবাবু বলেন, 'শারীরিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে দলের এই পরিবর্তিত রাজনীতি আমাকে আরও একা করে দিয়েছে।'

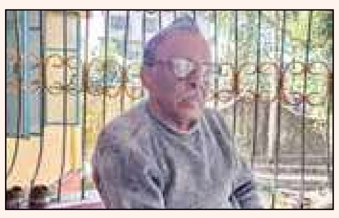

খোকন পাল।

যদিও দলের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিশু সেন, মনোজ রায় ও ঝুলন সান্যাল নিয়মিত তাঁর খোঁজ নেন বলেও জানান খোকনবাবু। তবে দলের এখন মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে না পেরে তিনি নিজেকেই আড়ালে সরিয়ে রেখেছেন। কথাপ্রসঙ্গে আবেগঘন হয়ে পড়েন তিনি। চোখের কোণ মুছতে মুছতে বলেন, 'হাঁটাচলার ক্ষমতা কমে গেলেও তৃণমূলের মিছিল গেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।' দলকে ভালোবাসেন, কিন্তু আদর্শের মিল না হওয়ায় দূরত্ব বজায় রেখেই চলছেন এক সময়ের ময়নাগুড়ির তৃণমূল রাজনীতির এই পরিচিত মুখ।

রেললাইনে বিএলও'র দেহ

কোচবিহার, ৯ জানুয়ারি : কোচবিহারে ফের আরেক বিএলও'র মৃত্যু। এবার রেললাইনে মিলল মৃত বিএলও'র দেহ। শুক্রবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে নিউ কোচবিহার লাগোয়া পেস্টারঝাড় এলাকায়। অসমের ধুবড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে তিনি কাটা পড়েন বলে অনুমান। পরিবার জানিয়েছে, মৃতের নাম মাধবী রায় (৫৮)। তাঁর বাড়ি গুড়িয়াহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুরহাটের নীলকুঠির খড়িমালা খাগড়াবাড়ির নিউ চার্চ কলোনিতে। তিনি শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাপুরহাটের রায়পাড়া এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। এসআইআর-এর কাজে স্কুল সংলগ্ন ৪-১৫২ বুথের বিএলও ছিলেন। তবে এটি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা, সেনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, এসআইআর-এর কাজের চাপেই এই পরিণতি বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন বয়স্ক বিধবা বিএলও। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

রেলের তরফে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে নিউ কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়।

বিএলও'র মৃত্যুতে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বাড়ি বাবুরহাট এলাকায় ও স্কুল শুকটাবাড়ির টাপুরহাট এলাকায় হলেও শুক্রবার ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি কেন নিউ কোচবিহার লাগোয়া পেস্টারঝাড় এলাকায় গেলেন? কেনই বা রেলে কাটা পড়লেন, সেই রহস্য তৈরি হয়েছে। এদিন মর্গে উপস্থিত মৃতার ছেলে সুপ্রিয় রায় বলেন, 'এই নিয়ে আমি কিছু জানি না। এখন কিছু বলব না।' জিআরপি'র নিউ কোচবিহারের আইসি মন্টু বর্মন বলেন, 'এ বিষয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পাড়ায় মিশুকে হিসাবেই পরিচিত ছিলেন মাধবী। তাঁর স্বামী রেলে চাকরি করতেন। বছর তিনেক আগে মারা যান। বিশালাকার দোতলা বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তিনি।

তবে এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে আত্মহত্যার তত্ত্বেই জোর দিচ্ছে তৃণমূল। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'বৃহস্পতিবার এসআইআর-এর কাজ শেষের পর ওই মহিলা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন নির্বাচন কমিশন ওই ভদ্রমহিলাকে আরও ৪০০ ভোটারের তালিকা দেন। যাঁদের আবার নোটিশ করে শুনানি করতে বলা হয়। এই চাপ তিনি আর নিতে পারেননি। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন, আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'এসআইআর-এর আতঙ্ক তৃণমূলকে গ্রাস করেছে। তাই যে কোনও মৃত্যুকেই তারা এসআইআর-এর কারণে আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইছে।'

'অপদার্থ বিধায়ক'

ধূপগুড়ির সভায় কৃষ্ণের সামনে বিতর্কিত সম্বোধন

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : খাতায়-কলমে, পোস্টার-ব্যানারে ছিল তৃণমূলের এসসি-ওবিসি সেলের কর্মীসভা। আর দলের কানাঘুষো অনুসারে শুক্রবার ধূপগুড়িতে পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত মঞ্চের সভা ছিল দলের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তথা স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো এবং শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ। সেই সভামঞ্চে দলের এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের উপস্থিতিতে দলের জয়হিন্দ বাহিনীর টাউন ব্লক সভাপতি তাপস কর তার বক্তব্যে ধূপগুড়িতে নিজের দলের বিধায়ককে 'অপদার্থ' বলে সম্বোধন করেন। এতে হলঘরে হাততালি যেমন পড়েছে, তেমনই আলোচনাও শুরু হয়েছে।

ধূপগুড়ি পুণ্যশ্লোক মঞ্চে তৃণমূলের এসসি-ওবিসি সেলের কর্মীসভা। শুক্রবার।

তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসও পরবর্তীতে নিজের বক্তব্যে তাপসের সেই 'অপদার্থ' মন্তব্যকে খণ্ডন করেননি। নিজের বক্তব্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়ি আসনে দলের জয় সুনিশ্চিত করার কথাই বারবার শোনা গিয়েছে এদিনের কর্মীসভার প্রধান বক্তা কৃষ্ণ দাসের মুখে।

সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কৃষ্ণ বলেন, 'দলের পোড়খাওয়া কর্মীরা যাতে নিজেদের মনের কথা, আবেগ খুলে বলতে পারেন এবং সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ মিটিয়ে আগামীদিনের জয় সুনিশ্চিত করা যায় সেজন্যেই এই কর্মীসভা।'

এদিনের সভায় দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার ও প্রশাসক অশোক বর্মন, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা বর্তমান জেলা সম্পাদক অরূপ দে সহ একাংশ সক্রিয় ছিলেন। আবার সভার আশপাশেও দেখা যায়নি দলের দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যান শৈলেনচন্দ্র রায় এবং ভারতী বর্মন, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং, টাউন ব্লক কোর কমিটির পাঁচ সদস্য বা বিধায়ককে। সভায় গরহাজির ছিলেন দলের ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক নেতৃত্বও। ভিড় উপচে পড়া সভার শেষে ধূপগুড়ি পুর ফুটবল ময়দানে এলাহি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

দলেরই শাখা সংগঠনের কর্মীসভায় তাঁকে 'অপদার্থ বিধায়ক' সম্বোধন প্রসঙ্গে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'কে কোথায় কী বলেছে তা বলতে পারব না। এসআইআর হিয়ারিংয়ের নামে যেসব মানুষ চরম বিপদে- তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই দলের নির্দেশে দিনভর ছুটে বেড়িয়েছি।'

বিধায়ক বা তৃণমূল নেতাদের বড় অংশ এদিনের সভা বা সেখানকার আলোচনা এবং বক্তব্য নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও দলের ভেতর পরিস্থিতি থমথমে বলেই খবর। শুক্রবার রাতে শহরের এক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন তৃণমূলের জনা কুড়ি নেতা। এদিনের এসসি-ওবিসি সেলের কর্মীসভার পালটা খুব তাড়াতাড়ি বড় কিছু কর্মসূচি নেওয়ার আলোচনা হয়েছে সেখানে। তার পাশাপাশি 'অপদার্থ বিধায়ক' প্রসঙ্গও দলের শীর্ষ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে শুক্রবারের সভায়।

> কে কোথায় কী বলেছে তা বলতে পারব না। এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ের নামে যেসব মানুষ চরম বিপদে- তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই দলের নির্দেশে দিনভর ছুটে বেড়িয়েছি।
>
> **নির্মলচন্দ্র রায়**
> ধূপগুড়ির বিধায়ক

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একটু আরাম।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের কাশিয়াডাঙায় ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।*

প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবি

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিতে লটারির বদলে প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবিতে সরব হয়েছে আদিবাসীদের একাংশ। বুধবার নাগরাকাটার আবাসিক একলব্য মডেল স্কুলে লটারির মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হয়। এতে মেধার সঙ্গে আপস করা হচ্ছে বলে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে দাবি ওঠে।

নতুন শিক্ষাবর্ষে লটারিতে মোট ৭০ জন পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হয়। মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৪৩৩ জন। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর পরিচালিত তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের ইংরেজিমাধ্যম সরকারি স্কুলে প্রতিবছর ভর্তির চাপ থাকে। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক প্রবীণ লামা বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। এতে আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। স্কুলের মূল লক্ষ্য কিন্তু সেটাই।'

এদিকে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের নাগরাকাটার সমাজসেবী সুখবীর সুব্বা বলেন, 'লটারির মাধ্যমে ভর্তির অর্থ হল মেধার সঙ্গে আপস। আমরা চাইছি, আগের মতো প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হোক। এজন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সম্প্রতি দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্য প্রান্তের একলব্য স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।' তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস-এর গাইডলাইনেও ভর্তির সময় পরীক্ষা পদ্ধতির কথাই বলা আছে।

বাস পরিষেবা

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে মেটেলিতে চা বাগানের শিশু সাথীর বাস পরিষেবা শুরু হল। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্যা স্নোমিতা কালান্দি, জোশেফ মুন্ডা। ইনগু চা বাগানের ফ্যাক্টরি পাহাড় লাইন থেকে এই বাস প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসবে মেটেলি রাষ্ট্রভাষা, মেটেলি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মডেল স্কুল পর্যন্ত। আরও একটি বাস শীঘ্রই পথে নামবে। এদিন বাসে ওঠার সময় ছাত্রছাত্রীদের চকোলেট দেওয়া হয়।

বন্ধুনগরে ভাঙচুরে প্রশ্ন পুলিশের ভূমিকায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভোরের আলো থানার অন্তর্গত বন্ধুনগর এলাকায় একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি নেওয়া শোরুমে ঢুকে ভাঙচুরে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ শুধুমাত্র মামলা রুজু করে দিয়েই ক্ষান্ত বলে ওই শোরুমের কর্ণধার বিশাল আগরওয়ালের অভিযোগ। মারধরের পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা গাড়ি ভাঙচুর করছে বলে সিসি ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। মূল গেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তালা দিয়ে কর্মীদের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে সেই ফুটেজও রয়েছে। এরপরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে বরং অভিযুক্তপক্ষের মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শোরুমের কর্ণধারের বিরুদ্ধেই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ৩ জানুয়ারি ঘটনার সময় পুলিশকে বারবার ফোন করা হলেও প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে ভোরের আলো থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থল থেকে থানায় ফোন করে কোনও কাজ না হওয়ায় এসিপি, ডিসিপি এমনকি পুলিশ কমিশনারের দপ্তর পর্যন্ত ফোন করতে হয়েছে। তবেই পুলিশ সক্রিয় হয় বলে বিশালের দাবি।

অন্যদিকে, ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। গ্রেপ্তারের পর ধৃতদের আদালতে পাঠানো হলেও সেদিনই অবশ্য তাঁদের জামিন হয়ে যায়। তবে কি পুলিশ ইচ্ছে করেই এই ঘটনায় লঘু ধারায় মামলা দায়ের করেছিল বলে প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ভাঙচুরের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। সেটা আদালতে মেটাতে হবে। তাই বলে কেউ তো মারপিট করতে পারে না। পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করছে।'

শিলিগুড়ির বন্ধুনগর এলাকায় একটি গাড়ির শোরুম রয়েছে। ওই শোরুমের মালিকের দাবি শোরুম সংলগ্ন জমি তাঁর নামে রয়েছে। অন্যদিকে, স্থানীয় এক ব্যক্তির দাবি ওই জমি তাঁর। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে। ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। অভিযোগ, গত ৩ জানুয়ারি একপক্ষ এসে হঠাৎই শোরুমের মালিকের খোঁজ শুরু করে। তাঁকে সামনে না পেয়ে লাঠিসোঁটা হাতে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানো হয়। একাধিক গাড়ি, সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলা হয়। শোরুমের কর্মীদের বেধড়ক মারধর করা হয়। পাশাপাশি গেটে তালা মেরে কর্মীদের আটকে রাখা হয়। ঘটনার সময় একাধিকবার পুলিশে ফোন করেও লাভ হয়নি। প্রায় ঘণ্টাতিনেক বাদে পুলিশ এসে তালা খুলে সংস্থার কর্মীদের উদ্ধার করে বলে অভিযোগ। সংস্থার কর্ণধার ঘটনার রাতেই ভোরের আলো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর পক্ষও পালটা অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ, পুলিশ অপরপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে শোরুমে মালিকের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। কিন্তু যারা ভাঙচুর করল তারা পরের দিনই ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযুক্ত পক্ষের রফিক হুসেনের বক্তব্য, 'ওখানে আমার মায়ের নামে জমি রয়েছে। সেটা শোরুম কর্তৃপক্ষ দখল করে রেখেছে। সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে।'

চাষের জমিতে সভা বিপ্লবের

মালকানির সভায় বিপ্লবকুমার দেব। শুক্রবার।

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : বড় মাঠে সভা করার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। বাধ্য হয়ে চাষের জমিতে সভা করতে হল ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে। তবে প্রতিবেশী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এ নিয়ে আক্ষেপ নেই। বরং শুক্রবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মালকানির প্রভুপাড়ায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি মাঠে নেমেই রাজনীতি করে। যে মাটিতে জন্ম, সে মাটির মানুষদের পাশে থাকতে চায় তাঁর বিজেপি।' আগ বাড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যেও উত্তরপ্রদেশের মতো দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হবে। সিন্ডিকেট ব্যবস্থার পতন হবে।'

বিপ্লব সভায় এসে অন্য রাজ্যের তুলনা টেনে ফিরিস্তি গাইছেন। এদিন তিনি বলেন, 'বালি, পাথর, কয়লা থেকে রাজ্যের কোষাগারে কিছুই যায় না। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর কাছে চলে যায়। অথচ সেই টাকা রাজ্যের কোষাগারে গেলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যয় করা যেত।' তাঁর আরও দাবি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে সর্বপ্রথমে উত্তরবঙ্গের মানুষের হাতের কাছে উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে এইমস প্রতিষ্ঠা করা হবে।' তাঁর কথায়, 'তৃণমূল সরকার বাঙালির জন্য কোনও কিছুই করছে না। রাজ্যে দিকে দিকে বাংলামাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলামাধ্যমে চাকরি করার জন্য ভাবী শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে ধর্না দিয়ে যাচ্ছেন।'

এদিকে, বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অথচ রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে এত দুর্নীতি করেছে, যে টাকার হিসেব দেওয়ার ভয়ে নিজে সেই প্রকল্প চালু করার কথা বলছে। সাংসদ জয়ন্ত রায় সভা থেকে উদাহরণ হিসেবে খারিজা বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃক্ষরোপণ প্রকল্পের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন।

এদিন বিজেপিতে যোগদান করেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি সদর ব্লক কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শংকর রায়। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিপ্লবকুমার দেব। শংকর রাজ্য ও জেলা কমিটির বিভিন্ন পদে, খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সহ জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতাও ছিলেন। শংকরের অভিযোগ, তৃণমূল পারিবারিক দলে পরিণত হয়েছে। আদি তৃণমূলরা দলে ব্রাত্য। এ ব্যাপারে তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সভাপতি অনির্বাণ দে বলেন, শংকরবাবু দীর্ঘদিন দল থেকে দূরে ছিলেন। তৃণমূলের ক্ষতি হবে না।

> তৃণমূল সরকার বাঙালির জন্য কিছুই করছে না। রাজ্যে দিকে দিকে বাংলামাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলামাধ্যমে চাকরি করার জন্য ভাবী শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে ধর্না দিচ্ছেন।
>
> **বিপ্লবকুমার দেব**
> প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

বাড়তি নজর

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে এবারে প্লাবনকবলিত এলাকা নিয়ে বাড়তি নজর দিল প্রশাসন। গত মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'শীতের ভেলায় জল পেরিয়ে তাঁবুতে ফেরা' শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। প্লাবনকবলিত এলাকায় বাসিন্দাদের ভেঙে যাওয়া ঘর এবং গর্ত হয়ে যাওয়া জায়গাগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করেনি প্রশাসন। এতে বিপদে পড়েন ক্ষতিগ্রস্তরা। এর মধ্যে ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্তরা পেয়েছেন। এবারে প্রশাসন যদি গর্ত ভরাট না করে, তাহলে বাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন না বাসিন্দারা। যদি তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে গর্ত ভরাট করতে যান, তাহলে খরচের চাপে বাড়ি নির্মাণ করতে পারবেন না। এতেই আক্ষেপ প্রকাশ করেন ক্ষতিগ্রস্ত চম্পক নাগ এবং আলো নাগের মতো বাসিন্দারা। ধূপগুড়ি ব্লক ও মহকুমা শাসক এলাকায় খোঁজ শুরু করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, দ্রুত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খাদ্য উৎসব

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি উত্তর খাগড়াবাড়ি বিএফপি স্কুলে স্টুডেন্টস উইক উপলক্ষ্যে শুক্রবার খাদ্যমেলার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়। উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি উত্তর মণ্ডলের স্কুল পরিদর্শক নবনিতা মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

তিনদিনের উৎসব

রাজগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে শুরু হল জলপাইগুড়ি জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব-২০২৬। শোভাযাত্রার মাধ্যমে পাবলিক ক্লাব ময়দানে উৎসবের সূচনা হল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন।

বেলাকোবা গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রাজবংশী, আদিবাসী ও অন্যান্য লোকসংস্কৃতির শিল্পীরা এই শোভাযাত্রায় পা মেলান। রাজবংশী বৈরাগী নৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, স্থানীয় ব্যান্ডের বাদ্য মানুষের মন জয় করে। এই উৎসব তিনদিন চলবে। এডিএম রাজেশ রাঠোর বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে জেলার লোকশিল্পীদের একটি মঞ্চ দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক স্বরূপ বিশ্বাস।

পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরছেন টোটোরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ জানুয়ারি : তোর্ষা নদী থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে টোটোদের নতুন ঠিকানা নুবিগ্রাম। বর্তমানে যা কুয়াপানি নামে পরিচিত। এখানে একসময় টোটোদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন। ২০২২ সালের পর টোটোরা এখানে অনেকেই টংঘরের আদলে বাড়ি তৈরি করেছেন। তবে, পূর্বপুরুষের জমির দখল নিলেও সেই জমির পাট্টা পাননি টোটোরা।

টোটোদের তরফে প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার ভক্ত টোটো জানিয়েছেন, একসময় বন দপ্তর থেকে অবৈধভাবে টোটোদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাতির পিঠে চড়ে বনকর্মীরা এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁদের। বন দপ্তরের ধারণা ছিল ওই জমি তাদের। প্রায় ৭০ বছর পর সেই জমি পুনরুদ্ধার করে বসবাস শুরু করেছেন টোটোরা।

ভক্ত জানিয়েছেন, গত ২০১৭ সালে শুরু হয়েছিল প্রথম জমি পুনরুদ্ধার। সেই সময় টোটোদের একজন কুয়াপানিতে কিছুটা জায়গা নিয়ে ঘর বাঁধেন, চাষ শুরু করেন। ২০২২ সালের সমীক্ষার পর টোটোরা জানতে পারেন এই জমি বন দপ্তরের নয়, বরং খাসজমি। এরপর থেকেই টোটোরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে আবার বসতি স্থাপন করা শুরু করেছেন। বর্তমানে প্রায় ৭০টি টোটো পরিবার ঘর বেঁধে এখানে বসবাস করছেন। সেইসঙ্গে তাঁরা জমিতে ধান, ভুট্টা, মারুয়া চাষ করছেন। এছাড়াও গরু, ছাগল, শুয়োর ও মুরগি পালন করে বিকল্প রোজগারের পথ তৈরি করছেন।

কাঠের ঘরেই বসবাস টোটোদের।

ভক্ত বলেছেন, 'টোটোদের আর্থসামাজিক অবস্থার চরম অবনতি শুরু হয়েছে। নিজেদের জমি থাকলেও টোটোদের প্রায় কারও জমির পাট্টা নেই। তবে, নতুন গ্রাম টোটোদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনবে। কারণ এখানকার মাটি চাষবাসের উপযোগী।'

২০২২ সালের সমীক্ষার পর এই গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তিনটি পানীয় জলের টিউবওয়েল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। টোটোপাড়ায় প্রবেশের আগে হাউড়ি নদী পেরিয়ে পূর্বদিকে দুই কিলোমিটার এগোলেই এই গ্রাম। যোগাযোগের জন্য রাস্তা এখনও তৈরি হয়নি। হাউড়ির ওপর সেতু না থাকায় নদী দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। তাই ভরা বর্ষায় হাউড়ি ফুঁসে উঠলে বন্দি থাকেন তাঁরা।

গ্রামের বাসিন্দা দিলরঞ্জন টোটোর বয়স এখন প্রায় ৬৩ বছর। তিনি জানালেন, এই কুয়াপানিতে একসময় তাঁদের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল। তাঁর বাবা হরনা টোটোর কাছে শুনেছেন, এখন থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে হঠাৎই একদিন বনকর্মীরা হাতির পিঠে চেপে এসে হানা দেয় টোটোদের গ্রামে। বাবা ও ঠাকুরদার ভিটে জ্বালিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সেই জমি থেকে। এরপর বহু বছর সেখানে বন দপ্তরের ভয়ে কেউ যেতেন না। তবে বাবার কাছে তিনি জানতে পেরেছিলেন, ওই জমি তাঁদেরই।

গ্রামে গিয়ে দেখা গেল জমিতে আলু লাগিয়েছেন গুসরে টোটো। বললেন, 'জমিতে ধান, আলু, ভুট্টা দুর্দান্ত হচ্ছে। তবে ভয়ে আছে হাতির।' মূলত হাতির ভয়েই ছোট ছোট টংঘর তৈরি করে টোটোরা রয়েছেন।

সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি হচ্ছে।

উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : আগামী ১৭ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনে দেশের আইন মহলের ভিভিআইপি-রা হাজির থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশের পাঁচটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিরা এবং সুপ্রিম কোর্টের আরও কয়েকজন বিচারপতির হাজির থাকার কথা। তার আগে অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে ১৫ জানুয়ারি জলপাইগুড়িতে চলে আসতে পারেন। সূত্রের খবর, শেষমুহূর্তে প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে তিনি আরও একবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নিরাপত্তার বিষয়ে বৈঠক করতে পারেন।

উদ্বোধনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে প্রশাসনিক তৎপরতা। ইতিমধ্যে নিরাপত্তার কথা ভেবে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি। লোহার স্ট্রাকচার দিয়ে মঞ্চ ও অতিথিদের বসার জায়গা তৈরি হচ্ছে। এদিন দুপুরে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের সামনের এলাকা পরিদর্শনে যান। মূলত অনুষ্ঠানের দিন অতিথিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয় নিজে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন উদ্বোধনের দু'দিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আসতে পারেন শহরে। এর আগেও ১৯ ডিসেম্বর সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের চূড়ান্ত পর্বের কাজের পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন তিনি। ওইদিন জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চ, অতিথিরা কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন তা চূড়ান্ত করেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী উদ্বোধনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

- আগামী ১৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনে দেশের আইন মহলের ভিভিআইপি-রা হাজির থাকবেন
- যাবতীয় খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অনুষ্ঠানের দু'দিন আগে জলপাইগুড়িতে আসতে পারেন

ছাগলবেড়ের সমাবেশে শমীকের মন্তব্যে বিতর্ক

জাল কার্ডের কারখানা শিলিগুড়ি

শিবশংকর সূত্রধর

পুণ্ডিবাড়ি, ৯ জানুয়ারি : দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধরা পড়া অবৈধ বাংলাদেশিদের কাছ থেকে যে জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি শিলিগুড়ি থেকে তৈরি করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূলই সেগুলি তৈরি করে অনুপ্রবেশকারীদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। শুক্রবার কোচবিহার-২ ব্লকের ছাগলবেড়-এ বিজেপির সংকল্প সমাবেশে অংশ নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ বাংলাদেশিরা ধরা পড়েছে। তাদের থেকে যে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি জাল। তারা কোথা থেকে পাচ্ছে সেগুলি? শিলিগুড়িতে সেগুলি পাওয়ার নতুন কেন্দ্র শুরু হয়েছে। আগে এগুলো বারাসতে তৈরি হত। তৃণমূল কংগ্রেস এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেও তারা ভোটে জিততে পারবে না।'

শমীক আরও বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা, জেহাদিরা এখানে ঢুকে পড়েছে। এসআইআর শুরুর পর এখন কলকাতা শহরে পরিচারিকার খোঁজ নেই, উধাও হয়ে গিয়েছে। সব বাংলাদেশি তৃণমূলের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।'

ছাগলবেড়ে বিজেপির সংকল্প সমাবেশে শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বাংলাদেশি ধরা পড়ছে। এর আগে কোচবিহারেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছিল। যাদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড সহ বিভিন্ন কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। এগুলি কোথায় তৈরি করা হয়েছে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন জায়গায় চর্চা হয়।

এই পরিস্থিতিতে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাঝেই শমীকের বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে। তবে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশিদের জন্য তৃণমূল জাল আধার কার্ড তৈরির সেন্টার খুলেছে বলে তিনি দাবি করলেও শিলিগুড়ির কোথায় তা খোলা হয়েছে তা নিয়ে শমীক কোনও মন্তব্য করেননি।

- উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বাংলাদেশি ধরা পড়ছে
- এদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড সহ বিভিন্ন কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে
- জাল কার্ড নিয়ে শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যে শোরগোল পড়েছে

যদিও শমীক ভুল অভিযোগ করছেন বলে তৃণমূলের দাবি। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের। যদি কোথাও অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে তার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। এখন তাদের দায় এড়ানোর জন্য ভুল বকছেন শমীকবাবুরা। জাল কাগজপত্র তৈরির মতো কোনও ঘটনায় তৃণমূল জড়িত নয়।'

এসআইআর-এ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গে ভাষণ দিতে গিয়ে শিলিগুড়ির প্রসঙ্গ তুললেন শমীক। ছাগলবেড়ের জনসভায় শমীক কোচবিহারে তৃণমূলের হামলার প্রসঙ্গে দলীয় কর্মীদের বলেছেন, খুনের বদলা খুন নয়, আক্রমণের বদলা আক্রমণ নয়। দলীয় কর্মীদের তিনি বলেন, 'আর দুটো মাস মুখ বুজে সহ্য করুন। নির্বাচন ঘোষণা হতে দিন। ওঁরা পাতালে ঢুকলেও সেখান থেকে বের করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে, ওই মঞ্চে ভাষণ রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের দাবি, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রতিটি বিধানসভা থেকে অন্তত ৫০-৬০ হাজার নাম বাদ যাবে।'

বিজেপির দাবি, রাজ্য পুলিশ নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত চালালেই শিলিগুড়ি, বারাসতের মতো জায়গা থেকে জাল আধার কার্ড তৈরির সেন্টার ও তার পেছনে থাকা প্রভাবশালীদের নাম প্রকাশ্যে চলে আসবে।

নগেনকে ট্র্যাকে ফেরাতে বৈঠক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ জানুয়ারি : তিনি কখনও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তানি বলেন, কখনও দলের রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন। আবার বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়কে 'ট্র্যাকে' ফেরাতে শুক্রবার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। নগেনবাবুর সঙ্গে নৈশভোজ সারেন। তাতেও বেসুরো নগেনের মন কতটা ভরেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, বৈঠক শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকদের সামনে কোনও কথাই বলতে চাননি গ্রেটার নেতা।

যদিও কোচবিহার-২ ব্লকের বড়গিলায় নগেন রায়ের বাসভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা একই দলের সদস্য। উনি নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজনীতির বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। বীর চিলারায় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত দেখলে ইতিহাসের পাতা থেকে অনেক কিছু মুছে দেওয়া হয়েছে। এগুলি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।'

> **আমরা একই দলের সদস্য। উনি নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজনীতির বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**
> *রাজ্য সভাপতি, বিজেপি*

নগেন মাঝেমধ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। এমনকি শুক্রবার ছাগলবেড়ে শমীকবাবুর সভাতেও অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলেও রাজ্য বিজেপির সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নগেন বারবার পৃথক কোচবিহার রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলে সরব হয়েছেন। এই দাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে শমীক বলেছেন, 'এটা নিয়ে আলোচনার মতো কোনও এক্তিয়ার আমার নেই। তবে উনি কিছু বক্তব্য জানিয়েছেন। তা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেব।'

কোচবিহার তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজনীতিতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন রায় যে উল্লেখযোগ্য নাম, তা পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদরা ভালোভাবে জানেন। এখানকার রাজবংশী ভোটারদের একটি বড় অংশই নগেনের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন। ফলে তাঁকে কাছে পেতে চায় শাসক-বিরোধী, দুই পক্ষই। এর আগে নগেনের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিজেপির রাজনাথ সিং পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হলেও নগেনের দাবি না মেটায় তিনি মাঝেমধ্যেই বেসুরো হয়ে যান। বিধানসভা নির্বাচন আসছে। তাই তাঁকে আবার কাছে পেতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব।

জলপাইগুড়ি জেলায় পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

ছয় বছরেও অধরা ১৮ কোটির প্রকল্প

বানারহাট, ৯ জানুয়ারি : ছয় বছরেও শেষ হল না বিন্নাগুড়ির প্রায় ১৮ কোটি টাকার পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ। অভিযোগ, কাজ ধীরগতিতে চলছে। ফলে সেই কাজ কবে শেষ হবে, বাসিন্দারা তা নিয়ে সন্দিহান।

বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ২০১৯ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্প চালু হলে বিন্নাগুড়ি এলাকা সহ চারটি চা বাগানের বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা মিটবে। এতদিনে পানীয় জলের ট্যাংক ও জলের হাউস কানেকশন অর্ধেকের বেশি হয়েছে। তবে বিন্নাগুড়ি হাটখোলা তেলিপাড়া, ডিএস কলোনি বিন্নাগুড়ি ও হলদিবাড়ি চা বাগান এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজ অর্ধেকের বেশিও হয়নি। যেসব এলাকায় বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে নল দিয়ে সুতোর আকারে জল পড়ছে। বাসিন্দাদের দাবি, এত টাকা ব্যয়ে জলপ্রকল্পের এমন দশায় ক্ষোভ বাড়ছে বিন্নাগুড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে।

বিন্নাগুড়ি ডিএস কলোনির পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ রাম বলেন, আমার এলাকায় জলপ্রকল্পের কাজ অর্ধেকেরও কম হয়েছে। বেশিরভাগের পাইপলাইনের কাজ হয়নি। আমাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।

বিন্নাগুড়ি জলপ্রকল্পের দায়িত্বে থাকা জলপাইগুড়ি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ রায় মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়ে দেন। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা মুন্ডা বলেন, আগের বোর্ডের সময় এই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেই বোর্ড কাজে এগোতে পারেনি। তবু আমরা জলপ্রকল্পের কাজ চারভাগের তিনভাগ শেষ করতে পেরেছি। আশাকরি সমস্যা মিটিয়ে বাকি কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি বিজয় প্রসাদ বলেন, কাজ চলছে ধীরগতিতে। তবে আগের থেকে বোর্ডের সময়ে কাজে গতি এসেছে।

জলের সমস্যা মেটাতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। এই টাকায় রিজার্ভার, পাইপলাইন জলের কল বসানো হবে। ছয় বছর পার হলেও সেই কাজ শেষ হয়নি। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন জানান, বিন্নাগুড়ি জলপ্রকল্পের বিষয়টি নজরে রয়েছে। আমরা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে শীঘ্র কাজ শুরু করার কথা জানাব।

পাইপ বসলেও জলহীন ৭ গ্রাম

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন বসেছে। কিন্তু, জল পান না সাতটি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা। কুয়ো এবং হ্যান্ডটিউবওয়েলের জল খেতে হচ্ছে তাঁদের। এই নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় বছরখানেক আগে জল জীবন মিশন প্রকল্পে পেলকুগছ, কুয়ালিগছ, গাডরা বালাবাড়ি, কুতাবগছ, পাগলারহাট, জামাদারগজ এবং ঘোষপাড়ায় পাইপলাইন বসানো হয়। বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল বসানো হয়। কিন্তু তারপরও প্রায় এক বছর হতে চলল, বাসিন্দারা পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারুহাট, বিহারু কলোনি, কোয়ালিগছ, গাডরা থেকে পাম্পের মাধ্যমে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হত। বেশিরভাগ গ্রামে এই পানীয় জল সরবরাহ করা হত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে। পরবর্তীতে সেই প্রকল্পের পাইপলাইন তুলে জল জীবন মিশন প্রকল্পে নতুন করে পাইপলাইন এবং বাড়িতে জলের ট্যাপকল বসানো হয়। কিন্তু, পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন বসানো হলেও গাডরায় জলের রিজার্ভার বানানোর কাজ সম্পন্ন হয়নি। ফলে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭টি গ্রামের মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না।

গাডরা বালাবাড়ির বাসিন্দা মোস্তাক আহমেদ বলেন, পাইপলাইন বসানোর পর একবছর ধরে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ। প্রায় ৭টি গ্রামের মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে এই এলাকাগুলিতে লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং হেপাটাইটিস-এ'র মতো জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তারপরও হুঁশ ফেরেনি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। পেলকুগছের সঞ্জীব রায় বলেন, পিএইচই-র খামখেয়ালি মনোভাবের জন্য আমরা একবছর ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছি না। যাঁদের টাকা আছে, তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। তবে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের ভরসা কুয়োর জলই।

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুবা খানম বলেন, 'বিষয়টি বুধবার রাজগঞ্জ ব্লক দপ্তরের মিটিংয়ে তুলেছিলাম। গাডরা এলাকায় জলের রিজার্ভার তৈরি না হওয়ায় এই সমস্যা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে বিকল্প উপায়ে জলের ব্যবস্থা করার।' এই প্রসঙ্গে রাজগঞ্জের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাস্তুকার শ্রেয়সী রায় বলেন, 'রিজার্ভার নির্মাণের জটিলতা দেখা দেওয়ায় আমরা চেষ্টা করছি অন্য জায়গা থেকে ওই এলাকায় জল সরবরাহ করতে।' বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বলেন, 'কী অগ্রগতি হয়েছে এই মুহূর্তে জানা নেই, তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

বাড়িতে বাড়িতে বসানো জলের ট্যাপ।

> **পিএইচই-র খামখেয়ালি মনোভাবের জন্য আমরা একবছর ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছি না। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের ভরসা কুয়োর জলই।**
>
> **সঞ্জীব রায়** পেলকুগছের বাসিন্দা

কর্মবিরতি

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : দু'মাস ধরে বেতন দিচ্ছে না এজেন্সি। ফলে শুক্রবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করলেন শিলিগুড়ি সরকারি পলিটেকনিকের দুটি ক্যাম্পাসের মোট ২৫ জন অস্থায়ী কর্মী। এদিন ডাবগ্রামের মেইন ক্যাম্পাসে সিআইটিইউ অনুমোদিত দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড কো-ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই কর্মীরা। বেতন না পেলে কর্মবিরতি চলবে বলেও তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পলিটেকনিকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রদীপকুমার বসু বলেন, 'বিষয়টা খুবই দুঃখজনক। আমরা কলেজ থেকে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টে বিল পাঠিয়ে দিই। আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

বিজেপির বৈঠক

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি বিধানসভার বিজেপি নেতৃত্বকে নিয়ে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় সাংগঠনিক বৈঠক করলেন। শুক্রবার ময়নাগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত বিজেপির চারটি মণ্ডলের কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার মাল বিসিডিএ জোনের তরফে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়।

ছাব্বিশে ইটাহার মডেলেই প্রচার

রায়গঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : ইটাহারের রোড শোয়ে জনতার ভিড় দেখে এতটাই উজ্জীবিত অভিষেকের শিবির যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের নির্বাচনি প্রচারে এটাকেই মডেল করতে চাইছে তৃণমূল। জোড়াফুল শিবিরের এই ভোট স্ট্র্যাটেজি জানিয়েছেন ইটাহারের বিধায়ক তথা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হুসেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে এই মডেলেই রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও রোড শো করে ভোট প্রচারের ভাবনা রয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের।

মোশারফ বলেন, '২০২৩ সালে ইটাহারে নবজোয়ারের রোড শোতে মানুষের ঢল দেখে খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাশনাল মিডিয়াতেও ওই রোড শো হাইলাইটেড হয়েছিল। এই প্রচার কৌশলকে মডেল করার জন্যই বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মধ্যে ইটাহারেই প্রথম এইরকম রোড শো করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।' মোশারফের দাবি, বুধবারের রোড শোয়েই প্রচারের টেমপ্লেট সেট হয়ে গিয়েছে। এবার এই মডেলেই রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও বিধানসভা ভোটের প্রচার করবেন অভিষেক। আর খোদ অভিষেকই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে জানান মোশারফ। মানুষের ভিড় দেখে উজ্জীবিত ও আবেগে আপ্লুত অভিষেক ইটাহার থেকেই চতুর্থবার রাজ্য জয়ের খুঁটিপুজো করার কথা ঘোষণা করেন। জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কথায়, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীরা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।'

কলাবাড়িতে ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : সোমবারের পর শুক্রবার। কলাবাড়ি চা বাগানের বাঁধ লাইন লাগোয়া ১৬ নম্বর সেকশন থেকে ফের খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। বুনোদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠা বাগানটি থেকে গত জুন মাসের পর এনিয়ে সাতটি চিতাবাঘ ধরা পড়ল। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'কলাবাড়ি থেকে ধরা পড়া চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক মাদি। আপাতত সেটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ফের ওই বাগানটিতে নতুন খাঁচা পাতা হবে।'

গত ১৭ ডিসেম্বর কলাবাড়ির বাঁধ লাইনে প্রতিকা কুজুর নামে বছর পাঁচেকের এক শিশুকে চিতাবাঘ মুখে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে কয়েকজন প্রতিরোধ গড়ে তুললে সেদিন শিশুটি জখম হলেও প্রাণে রক্ষা পায়। তারপর বাগানজুড়ে বন দপ্তর আটটি খাঁচার চক্রব্যূহ গড়ে তোলে। তাতেই এই সাফল্য মিলেছে। কলাবাড়ির আশপাশের ১০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ধরলে গত ছয় মাসে ১৪টি চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। পরপর দুটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার পর কিছুটা হলেও সেখানে স্বস্তি ফিরেছে। তবে শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি। কারণ বাগানে আরও কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে।

এদিকে, চিতাবাঘের হামলায় এক মহিলা জখম হলেন। সুলকাপাড়ার খয়েরবাড়ি এলাকার যমুনাবুড়ি মোড়ের ঘটনা। জখম ওই মহিলার নাম মকলুবা মাঝি। এদিন মকলুবা তাঁর তিন ভাইবোনের সঙ্গে বাড়ি লাগোয়া একটি ছোট বাগানে চা গাছের ফুল তুলতে যান। সেসময় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি চিতাবাঘ অতর্কিতে ওই মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওই দৃশ্য দেখে মকলুবার ভাইবোনরা চিৎকার শুরু করলে বুনোটি চম্পট দেয়। আহত অবস্থায় মকলুবাকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। তাঁর ঘাড়ে ও হাতে চিতাবাঘটি থাবা বসায়।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। শুক্রবার।

সন্ধ্যার পর ব্যাহত জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ

শহুরে জাঁকজমক থেকে লক্ষযোজন দূরে যোলোঘরিয়া বনবস্তি। পরিবারের একমাত্র কর্মজীবী মানুষ কখন বাড়ি ফিরবে এই অপেক্ষায় ও উদ্বেগে পরিবারের দিন কাটে। ফসল পাহারা দিতে গিয়ে গ্রামের কত তরুণ ঘুমহীন রাত কাটান তার হিসেব নেই।

বনবাড়ির গল্প

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৯ জানুয়ারি : জমিয়ে শীত পড়েছে। ডুয়ার্সমুখী পর্যটকদের গাড়িগুলি ছুটে চলেছে ওদলাবাড়ির দিকে। সেই পথেই দিগন্তবিস্তৃত চা বাগান আনন্দপুর। বাগান পেরিয়ে চারদিক অরণ্যে ঘেরা বনবস্তি যোলোঘরিয়া। দুপুরের অলসতার মধ্যেও অদ্ভুত নান্দনিক এখানকার পথঘাট। ধানখেত পেরিয়ে বনাঞ্চল, শাল গাছের বৃহৎ আবছায়ায় লুকিয়ে ময়ূর।

তবে ছবির মতো এই গ্রাম যে শহুরে জাঁকজমক থেকে লক্ষযোজন ব্যবধানে রয়েছে সেকথা কেবল গ্রামবাসীরাই জানেন। সন্ধ্যার পর জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দ যেন এখানে থমকে দাঁড়ায়। পরিবারের একমাত্র কর্মজীবী মানুষ কখন বাড়ি ফিরবে এই অপেক্ষায় ও উদ্বেগে পরিবারের দিন কাটে।

কয়েক মাস আগের ঘটনা। বাবাকে হাতির পায়ে পিষ্ট হতে দেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়া রীতেশ ওঁরাও। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর রীতেশের বাবা রোহিত ওরাওঁ আপাতত সুস্থ। ছোট্ট রীতেশের মতো বনবস্তির খুদেরা জানে অদৃষ্টের এই নির্মম পরিণতির কথা।

যোলোঘরিয়া বনবস্তির রাস্তা।

এছাড়া ফসল তোলার মরশুমে বাড়ির পুরুষদের টংঘরে থাকতে হয়। না হলে ঘরে ফসল তোলা অসম্ভব। এভাবেই এলাকার কত তরুণ ঘুমহীন রাত কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ ওরাওঁ প্রশাসনের ওপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, 'এলাকায় উন্নয়ন কোথায় বলুন? কর্মসংস্থান থেকে শুরু এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুর বেহাল দশা। চাষবাস করার উপায় নেই। হাতি এসে ফসল নষ্ট করে। হাতি তাড়াতে গেলে পদপিষ্ট হতে হয়।'

রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া রিয়া ওরাওঁ, অনিশা শৈব, শ্রিয়া শৈব ও আলেক্স ওরাওঁ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। যোলোঘরিয়া বনবস্তির এক দরিদ্র চা শ্রমিকের সন্তান হওয়াই যেন তাঁদের 'অপরাধ'। অরণ্যঘেঁষা পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পৌঁছানো তাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ দু'চোখে শিক্ষকতার স্বপ্ন। কিন্তু উপায় নেই। বন্যপ্রাণীর কবল থেকে প্রাণে বাঁচতে হবে তো!

যোলোঘরিয়া বনবস্তি আপাতদৃষ্টিতে প্রাণচঞ্চল হলেও এখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। ফলে সন্ধ্যার পর গোটা এলাকা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা তথৈবচ। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল পৌঁছানোর উপায় নেই। এভাবে এলাকার অনেক অসুস্থ বাসিন্দা চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছেন। রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায়ের কথায়, 'এলাকার উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সব কাজ হবে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩২ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ পৌষ ১৪৩২

বেনজির দ্বৈরথ

ভোটের মরশুম পড়তেই বাংলায় সক্রিয়তা বাড়ল ইডি'র। তৃণমূলের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে চলা কয়লা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। এই অভিযানের খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে দুটি স্থানে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তা অতীতে কোনও রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে করতে দেখা যায়নি।

ইডি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সবুজ রংয়ের ফাইল ও ল্যাপটপ কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে প্রতীকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান মমতা। তারপর সোজা চলে যান আইপ্যাকের দপ্তরে। সেখানেও ইডি ও কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন। ইডির সঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর এই বেনজির দ্বন্দ্বের জের ইতিমধ্যেই আদালতে গড়িয়েছে। কিন্তু সেই আইনি লড়াইয়ের ঝুঁকি নিয়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলকে রাজ্য জুড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন মমতা। নিজেও কলকাতায় দীর্ঘ প্রতিবাদ মিছিলে হেঁটেছেন। দিল্লিতেও প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে তৃণমূলের একাধিক সাংসদ অমিত শা'র দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ।

বিজেপি এত বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনীতি করলেও তাঁকে যে এখনও চিনতে পারেনি, সেটা ভোটের মুখে ইডি'র অভিযানে স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বঙ্গ সফরে এসে বারবার দাবি করছেন, এবার তাঁরাই রাজ্যে সরকার গড়বেন। তার জন্য একের পর এক রণকৌশল তৈরি হচ্ছে, নেতাদের দিল্লি-কলকাতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

কিন্তু ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে সামনে রেখে ভোটের মুখে কিছু তল্লাশি বা গ্রেপ্তারির কৌশল এর আগেও সাফল্য পায়নি। এর আগে দিল্লি ও ঝাড়খণ্ডে ভোটের মুখে এজেন্সিগুলির সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। মোদি জমানায় ভোটের মুখে বিরোধীদের ভাতে মারার চেষ্টাও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু বারবার একই অস্ত্রের ব্যবহার ভোটারদের কাছে কার্যকারিতা হারাতে পারে। সারদা, নারদ, নিয়োগ, র‍্যাশন, কয়লা, গোরু পাচার ইত্যাদি তৃণমূল জমানায় দুর্নীতির অভিযোগের তালিকা বেশ লম্বা। কিন্তু এত কেলেঙ্কারির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও একটি মামলাতেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গত ১২ বছরে ভারতের কোনও রাজ্যে কোনও দুর্নীতির মামলাতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি সাফল্যের মুখ দেখেনি। অথচ ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থার হাতে তদন্তভার রয়েছে প্রচুর।

বিজেপি নিয়মিত কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধীদের দিকে দুর্নীতির আঙুল তোলে। কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর কীভাবে তাদের দলের তহবিল ফুলেফেঁপে উঠল, তার ব্যাখ্যা মেলে না গেরুয়া শিবিরের কাছে। সেই কোটি কোটি টাকার উৎস কী ও কেন বিজেপির দলীয় তহবিলে ঢুকল, তার তদন্ত ইডি, আয়কর দপ্তর কখনও করে না। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ কোনও বিরোধী নেতা পদ্ম শিবিরে যোগ দিলে তাঁদের অভিযোগগুলি নিয়েও এজেন্সিগুলিকে চুপ হয়ে যায়।

এতদিন চুপ থাকার পর বিধানসভা ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে কেন কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্ত হঠাৎ খবরের শিরোনামে চলে এল, কেন আইপ্যাক ও তাদের কর্ণধার ইডি'র আতশকাচের তলায় চলে এল আর কেন মুখ্যমন্ত্রী সদলবলে ইডি'র অভিযানের মধ্যে ঢুকে নিজের বিরোধী নেত্রী মার্কা ভাবমূর্তিকে জাগিয়ে তুললেন, তার উত্তর বের করা খুব কঠিন নয়। ইডি'র অভিযানের মাঝপথে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী নথি নিয়ে চলে গেলেন, কেন তাঁকে কেউ বাধা দিল না- সেটাও একটা ধাঁধা। এই তল্লাশি আদৌ কোনও তদন্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট ধন্দ। এসআইআর নিয়ে জোড়াফুল বনাম পদ্মফুলের লড়াইয়ের তপ্ত আবহের পারদ তুঙ্গে তুলে দিয়েছে ইডি'র পদক্ষেপ। তৃণমূল নেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্র বুনো ওল হলে তিনি বাঘা তেঁতুল।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মকুমারী

শান্তিমিছিলে শিক্ষক হয়ে ওঠে পথকুকুর

আমেরিকায় ভারতের পথকুকুর অলোকা মানুষকে শেখায় অনেক কিছু। যার অভাবে বিশ্বের বহু দেশ দিশাহারা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

প্রবল ঠান্ডার মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমেরিকার পথে হেঁটে যাচ্ছে কলকাতার একটি পথকুকুর। কপালের ওপর হলুদের ওপর সাদা রংটা একেবারে হার্টের শেপের মতো দেখায়। সেদিকে তাকিয়ে পথচারীদের অনেকের চোখেমুখেই সমীহ। বিস্ময়ের অন্য নাম সেই কুকুর।

অনেক সময় তাকে গাড়িতে তোলা হলেও সে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে গাড়িতে যেতে রাজি নয়। ভিয়েতনামি-আমেরিকান সন্ন্যাসীদের মতো হেঁটেই যেতে চায় শান্তির বার্তা নিয়ে। গাড়ির বিলাসযাত্রা চায় না সে। টেক্সাস থেকে ওয়াশিংটন, ২৩০০ মাইল যে পথ দিয়ে শান্তিমিছিল যায়, সেখানেই আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সে। অলোকা। অলোকা মানে আলো। অলোকা মানে আলো দিয়ে সাজানো।

ভারতযাত্রায় সন্ন্যাসীরা কলকাতা থেকে যখন বুদ্ধগয়া হয়ে সারনাথ যাচ্ছিলেন, তখনই অলোকার সঙ্গে দেখা। একেবারেই দেশি কুকুর। ধুলো মাখা পথে কোনও গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীরা তাকে সুস্থ করে তুললে অলোকা আর তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। ১১২ দিন শুধু হেঁটেছে। এখন তার নামেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট-- অলোকা দ্য পিস ডগ।

সন্ন্যাসীদের মেরুন পোশাকের প্রেক্ষাপটে সাদা হলুদের অলোকাকে ঐশ্বরিক দেখায়। মনে করায় যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সেই কুকুরটিকে।

সত্যিই শান্তি এবং অকৃত্রিমতার কথাই মাথায় আসে ওকে দেখলে। চারদিকে এত হানাহানি, রক্তারক্তি, গালাগাল আর নেতিবাচক খবরের বন্যা— তার মাঝে চার বছরেরর অলোকা যেন রবীন্দ্রসংগীতের মতো অক্ষয়— বরিষ-ধরা মাঝে শান্তির বারি। একাগ্রতা, কৃতজ্ঞতার প্রতীক।

এমনিতেই আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুকুরদের চাহিদা প্রচুর। নানা দেশেই কুকুরদের নামে অনেক অ্যাকাউন্ট। কুকুরদের ভিডিও পোস্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে লাইকের বন্যা। কেন কুকুরদের জন্য এমন ভালোবাসা উথলে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়? বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, এটা আসলে বেবি স্কিমা। কুকুরদের স্ক্রিনে দেখলে আমাদের ব্রেনে ফিল গুড হরমোনের মিশ্রণ ছড়ায়। ডোপামিন এবং অক্সিটোসিনের মিশ্রণ। চোখের সামনে মানুষের বাচ্চা দেখলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয় আর কী! হার্টরেট কমে, কর্টিসল স্ট্রেস লেভেল কমে। মনস্তত্ত্বের বিচারে আবার প্রধান কারণ একটা। এখানে জনপ্রিয় মানুষ ইনফ্লুয়েন্সারদের ফেসবুক-ইনস্টায় দেখলে হিংসে হতে পারে। কুকুরদের দেখলে ঈর্ষা হয় না কখনও। শুধু আনন্দ।

অনেক কুকুর নামেই বিখ্যাত সোশ্যাল মিডিয়ায়। জিফপম নামে একটি পমেরেনিয়ানের ৯০ লক্ষ ফলোয়ার শুধু ইনস্টাগ্রামেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'কুকুরদের রাজা' জিফপম অনেকটা টেডি বিয়ারের মতো দেখতে। এক পায়ে হাঁটে। নানা রকম পোশাক পরে। দুই নম্বরে গোল্ডেন রিট্রিভার টাকার বাডজিন। টিকটকেই ফলোয়ার যার ১ কোটি ১০ লক্ষ। আছে পাগ ডগ দ্য পাগ। টিকটকে ৬০ লক্ষ ভক্ত। জাপানের মারুতারো, টুনা, মায়া দ্য সামোয়েড, বানি--- এরাও এক একজন এমবাপে বা ডেম্বেলে। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত।

বাংলাদেশের একটি কুকুর কিছুদিন আগেও বিখ্যাত ছিল দুই বাংলায়। নাম সন্টু। সে মরে যাওয়ার পর দুই বাংলার বহু মানুষ একসঙ্গে শোকপালন করেছিল। সন্টু একদিক দিয়ে ভাগ্যবান, দুই বাংলার মধ্যে সাম্প্রতিক তিক্ত সম্পর্ক তাকে আর দেখে যেতে হয়নি। সন্টুর অসুস্থতার খবর শুনে এপার বাংলা থেকে বহু মানুষ ওখানে তার মালিকদের ওষুধ পাঠানোর প্রচুর চেষ্টা করেছিল। দুই বাংলাকে এক করে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল খুলনার সন্টু।

অলোকা এবং সন্টুর মতো অবোলা জীবেরা আমাদের মানুষদের শিক্ষা দিয়ে যায় প্রতিদিন। আমরা শিখতে পারি না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শান্ত হেঁটে যাওয়ার মধ্যে অলোকাও যখন ওইভাবে হেঁটে যায়, তা নিঃশব্দে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যায়। অনেক কিছু।

ওই হাঁটার মধ্যে এমন এক সারল্য রয়েছে, যা মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। মানুষের কাজকর্ম দিন-দিন হয়ে ওঠে অবোধ্য।

একেবারে টাটকা উদাহরণ বাংলাদেশ। সেখানে মেয়েদের শরীর নিয়ে বিশ্রী স্লোগান তোলা প্রয়াত হাদি হয়ে ওঠেন হিরো। আরও বিস্ময়কর কাণ্ড, বেশ কিছু বোরখা পরা নারীকে দেখা গিয়েছিল, হাদির সুরে সেই স্লোগানগুলো বলে যাচ্ছেন। তাঁরা কি এতটাই অশিক্ষিত, যে বুঝতে পারেন না কী বলছেন! মেয়েদের শরীরকে স্লোগানের মধ্যে এনে বিশ্রী ইঙ্গিত করা হাদি কী করে যে ওই তরুণী নারীদের কাছে নায়ক হয়ে ওঠেন এটা একেবারে অবোধ্য। মুসলিমদের দেশে ইরানে নারীরা বোরখা, পর্দা এবং হিজাবের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পথে নেমেছেন। আর এই বাংলাদেশি শিক্ষিত তরুণীরা পথে নেমেছেন নিজেরাই জনচক্ষুর আড়ালে চলে যাওয়ার জন্য।

এই চরম বৈপরীত্য অলোকা বা সন্টুরা কখনও দেখাবে না।

চিনের একটি গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুরও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল। গোটা বিশ্ব চেনে। মা ও ছেলের সংসারে বড় হয়ে ওঠা কুকুরটি সব সময় বৃদ্ধা মায়ের পক্ষ নেয়। ছেলেটি হয়তো ইচ্ছে করেই কুকুরটিকে দেখিয়ে মাকে সব খাবার দিচ্ছে না। ওই সময় কুকুরটির আচরণ দেখার মতো। ছেলেটির হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে সে বৃদ্ধাকে দেবে। প্রয়োজনে ছেলেটির প্যান্ট ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে ফেলে দেবে। মা হয়তো বাইরে কাজ করতে গেছেন। তাঁর কষ্ট কীসে একটু কম হয়, তা দেখার জন্য মরিয়া সেই কুকুর। কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে তার ওই সিদ্ধান্ত।

সেই কৃতজ্ঞতাবোধই বাংলাদেশের আজকের অধিকাংশ নেতাদের নেই। নেই বলেই মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির অবদান তাঁরা ভুলে গিয়ে নতুন তত্ত্ব দিতে শুরু করেছেন। নেই বলেই বাংলাদেশ ক্রিকেটে টেস্ট স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য জগমোহন ডালমিয়ার ভূমিকা ভুলে যান তাঁরা। ভুলে যান সাকিব উল হাসান বা মুরতাজা বাংলাদেশকে কত সাফল্য এনে দিয়েছেন। তাঁদের এই হিপোক্রেসি অসহ্য। অবশ্য ভারতীয় বোর্ডও হিপোক্র্যাটে ভরে গিয়েছে। আর যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, মুজিবকে চরম লাঞ্ছনা করা হয়, সেখানে সাকিব বা মোরতাজাকে তো লাঞ্ছনা করা হবেই!

আজকের বাংলাদেশে পিনাকী ভট্টাচার্য, ইলিয়াসদের হিংসা এবং লোক খেপানোর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন যুক্তিমনস্ক লোক উঠে এসেছেন। বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান, আওয়ামী লিগ নেতা বাঘা সিদ্দিকী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম। বাঘা সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর প্রশ্ন, হাসিনা স্বৈরাচারী হতে পারেন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কী দোষ করেছেন? কেন তাঁর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হল? কেন তাঁর মূর্তিতে প্রস্রাব করে ভেঙে দেওয়া হল?

বাঘা সিদ্দিকীর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, হাসিনা নিষিদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু আওয়ামী লিগকে কেন নিষিদ্ধ করা হবে? কেন তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না? বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কার্যত যেভাবে লড়ে চলেছেন, সেটাও দেখার মতো।

ইউনূসের নিজস্বতা বলে কিছুই নেই এখন। দৃঢ়তাও নেই। জামায়াতের যে নেতারা তাঁকে ঘিরে রেখেছেন, তাঁদের মতো ইউনূসও কার্যত মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করছেন এখন। প্রতিবাদ করছেন না। অথচ মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার করলে বিএনপির প্রাণপুরুষ জিয়াউর রহমানেরও কোনও অস্তিত্ব থাকে না। এই বোধটা অনেক বিএনপি সমর্থকেরও নেই। আবার অনেকেরও আছে। শুধু হিংসার ভয়ে চুপ করে আছেন।

বাংলাদেশের অশান্তি নিজেদের দেশে টেনে আনার লোক ভারতেও প্রচুর। এঁরাও বাংলাদেশের ভারতবিরোধীদের মতো দ্বৈতসত্তার। আইপিএলে যে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ায় শাহরুখের কেকেআর বাংলাদেশে ধিক্কৃত, সেই মুস্তাফিজুরকে কিন্তু নীলামের তালিকায় রেখেছিল ভারতীয় বোর্ডই। দুবাইয়ে যে ক্রিকেট লিগ হয়, সেখানেও ভারতীয় মালিকদের টিমে ছিলেন একাধিক বাংলাদেশি। ভারত ও বাংলাদেশের কেউ কিন্তু তখন প্রতিবাদ করেননি। এঁদের ধান্দাবাজি জাতীয় কথাবার্তা শোনার চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অলোকাদের ছবি দেখা ভালো। তারা ধান্দাবাজ নয়, হিংস্র নয়, লোভী নয়। সবচেয়ে বড় কথা অকৃতজ্ঞ নয়।

গৃহযুদ্ধের রূপ নেওয়া বাংলাদেশে যা রাজনৈতিক অস্থিরতা, তা আজ পৃথিবীর দিকে দিকে। সুদান, মায়ানমার, ইরান, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন, কঙ্গো, সিরিয়া, বারকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, হাইতি। রাশিয়া বা ইজরায়েলকে তো কোনও দেশই থামাতে পারছে না। কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও আঞ্চলিক যুদ্ধ। রক্তস্রোত উপচে পড়ছে চারদিকে। মৃত্যুমিছিলও দেখছে পৃথিবী।

এই পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শান্তিমিছিলে কলকাতার অলোকার হেঁটে যাওয়া মনে এক অদ্ভুত শান্তি জোগায়। পাণ্ডবদের শেষযাত্রায় সঙ্গী কুকুরটির মতো অলোকারাই পৃথিবীর শিক্ষক হয়ে ওঠে সবার অজান্তে।

আজ

১৯৮২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত।

১৯৫০

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কিছু লোক অন্য দেশের প্রেসিডেন্টকে খুশি করতে নিজেদের মাটিতে তাণ্ডব চালাচ্ছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ১ হাজার ইরানির রক্তে রাঙা। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে ইরানে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব করে আমাদের থামানো যাবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাঁরা দেশে আগুন জ্বালাচ্ছেন, তাঁদের ছাড়া হবে না। যাঁরা বিদেশি এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন, তাঁদেরও রেয়াত করা হবে না।

- আয়াতুল্লা খামেনেই

ভাইরাল/১

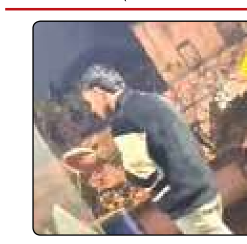

জল নয়, থুতু দিয়ে রুটি বানানোর ভিডিওয় নেটপাড়ায় ধুন্ধুমার। গাজিয়াবাদের এক দোকানে তন্দুরি রুটি বানাচ্ছিলেন এক কর্মী। রুটি সেঁকার আগে তাতে থুতু ছিটিয়ে দেন তিনি। এক ক্রেতা লুকিয়ে ভিডিও করেন। শ্রীঘরে অভিযুক্ত।

ভাইরাল/২

আয়াতুল্লা আলি খামেনেইর কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে ইরানজুড়ে চলছে বিক্ষোভ। এবার আর চুলকাটা বা হিজাব পোড়ানো নয়, একেবারে সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইর ছবিতে লাগানো আগুনে সিগারেট ধরাতে দেখা গেল এক মহিলাকে। দীর্ঘদিন জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

জনমত

ড্রাইভিং টেস্টে জটিলতা

জলপাইগুড়ি মোটর ভেহিকলস দপ্তরে গাড়ির মালিকদের বিভিন্ন সরকারি কাজ যাঁরা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করেন, এই লেখাটি তাঁদের বিরুদ্ধে নয়। বহু শিক্ষিত মানুষ এই পেশার মাধ্যমে মালিকপক্ষের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো সম্পন্ন করেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে।

কিন্তু গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে, বর্তমানে জলপাইগুড়ি মোটর ভেহিকলস দপ্তরে দুই চাকার নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য যে ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়া হচ্ছে, তার পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ। দপ্তরের পেছনে বাঁধের রাস্তায় সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে প্লাস্টিকের কোন খুব কম ব্যবধানে বসিয়ে এমনভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়, যাতে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে না পারেন। ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, এখানে প্রকৃত দক্ষতার চেয়ে অন্য বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ উঠছে, অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের পেছনে মাত্র এক হাজার টাকার লেনদেন কাজ করছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, দুই চাকা চালনার ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলেও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে লাইসেন্স পাওয়া বর্তমানে সহজ হয়ে উঠেছে। এতে অযোগ্য চালকরা বৈধ ছাড়পত্র হাতে পাচ্ছেন এবং তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে রাস্তায়। বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালনার সংখ্যা বাড়ছে, যা মানুষের জীবন ও সড়ক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স কোনও আনুষ্ঠানিক কাগজ নয়, এটি জননিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই ড্রাইভিং টেস্টের পদ্ধতি স্বচ্ছ, বাস্তবসম্মত ও নিরপেক্ষ করা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রাজা চক্রবর্তী
শহিদগড় স্কুলপাড়া, ময়নাগুড়ি।

পাঁচ হাজারে বিচিত্র কফি

৫ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত পৃথিবীর পাঠশালা বিভাগে 'মল থেকে দামি কফি' শীর্ষক সংবাদটা পড়ে বেশ চমকে উঠলাম এবং যথেষ্ট ঘেন্নাও পেলাম। ইন্দোনেশিয়ার কফি বাগানের পাকা ও মিষ্টি কফি ফলগুলো খেয়ে গন্ধ গোকুলের বা ভাম বিড়ালের ত্যাগ করা মল থেকে চাষিরা আবার সেইসব হজম না হওয়া কফি বিনগুলো সংগ্রহ করে, ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেন। তারপর সেগুলি থেকেই কারখানায় তৈরি করা হয় মহার্ঘ কফি। বিদেশের বাজারে সেই সুস্বাদু ও সুগন্ধি কফি প্রতি কাপ ৫ হাজার টাকায়ও নাকি বিক্রি হয়ে থাকে!

কথায় বলে 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়'। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বিচিত্র রুচিসম্পন্ন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষজন ডলার, পাউন্ড, ইয়েন ইত্যাদির জোর থাকলে বিভিন্ন পশুপাখি বা প্রাণীর মলমূত্রকে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবই খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন অবলীলায় বা নিঃসংকোচে।।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

প্রকৃতিকে বাঁচাতে নিবিড় প্রতিবাদের ভাষা

বিষ্ণোই থেকে নর্মদা বাঁচাও- পরিবেশ রক্ষায় বারবার গর্জে উঠেছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

অরবিন্দ ঘোষ

পরিবেশ আন্দোলন আসলে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার্থে এক নিরন্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই। পরিবেশ বনাম উন্নয়ন এবং অধিবাসী বনাম রাষ্ট্র- এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার ইতিহাসে দীর্ঘদিনের। প্রকৃতি নামক রক্ষাকবচটি যেমন মানুষকে বাঁচতে শিখিয়েছে, তেমনি মানুষের অপরিমেয় চাহিদাও মিটিয়েছে নিঃস্বার্থে। আর এই দ্বিতীয় কারণেই হয়তো আজ মানুষের নিজের স্বার্থেই প্রকৃতিকে রক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই তাগিদ থেকেই বিভিন্ন দশকে দানা বেঁধেছে পরিবেশ আন্দোলন। বর্তমান সময়ে পরিবেশের যে দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে, তাতে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই এই আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে ভাবাচ্ছে।

ইতিহাস ফিরে দেখলে দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে ১৭৩০ সালে (মতান্তরে ১৭৩৭) রাজস্থানে গাছ বাঁচাতে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের লড়াই এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। যোধপুরের মহারাজার নবপ্রাসাদ নির্মাণের জন্য খেজরি গাছ কাটার নির্দেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অমৃতা দেবী। গাছকে আলিঙ্গন করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ৩৬৩ জন বিষ্ণোই প্রতিনিধি। সেই আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। স্বাধীন ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের নতুন জোয়ার আসে ১৯৬৪ সালে দাশোলি গ্রাম স্বরাজ্য সংঘ গঠনের মাধ্যমে, যার নেপথ্যে ছিলেন চণ্ডীপ্রসাদ ভাট। পরবর্তীতে ১৯৭০-এর দশকে কেরলের 'সাইলেন্ট ভ্যালি' আন্দোলন, ১৯৭৩-এ উত্তরাখণ্ডের 'চিপকো' আন্দোলন এবং ১৯৮০-র দশকে 'তেহরি বাঁধ' সংঘাত ও 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন পরিবেশ রক্ষার ইতিহাসে

মাইলফলক হয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতেও চিপকোর আদলে ১৯৮৩ সালে শুরু হয় 'অ্যাপিকো' আন্দোলন। এছাড়া আশির দশকেই 'জঙ্গল বাঁচাও' এবং 'পশ্চিমঘাট মার্চ'-এর মতো কর্মসূচিগুলি প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই আন্দোলনগুলির মূল লক্ষ্য শুধু বন বা বন্যপ্রাণী রক্ষা ছিল না, বরং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্পদ ও সংস্কৃতিকে আগলে রাখাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

একথা স্বীকার করতেই হয়, বিষ্ণোই থেকে নর্মদা কিংবা অমৃতা দেবী থেকে সুন্দরলাল বহুগুণা বা মেধা পাটকর- সব লড়াকু ব্যক্তিত্বই সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই চালিয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের ভাষা ছিল সহজ- প্রকৃতিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ। তাঁরা হয়তো আইনের জটিল মারপ্যাঁচ বা আদালতের পুঁথিগত সংজ্ঞা জানতেন না, কিন্তু প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা সবুজকে বাঁচাতে জানতেন। তাঁদের হাত ধরেই বেঁচেছে কেরলের বৃষ্টিঅরণ্য, কর্ণাটকের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট কিংবা মধ্য ভারতের শালবন।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়েরই। সরকার আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেয় ঠিকই, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যখন নেতিবাচক হয়, তখনই জন্ম নেয় জনবিক্ষোভ। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরাবল্লি পাহাড়ের সংজ্ঞা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে রাজস্থান ও হরিয়ানার গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ তারই প্রমাণ।

একবিংশ শতাব্দীতে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ভয়ংকর সংকটের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে পরিবেশ আন্দোলনের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের জন্য শুধু দরিদ্র মানুষের জীবিকা দায়ী নয়, বরং প্রভাবশালীদের অসততা ও অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান কারণ। তাই বর্তমানের জীববৈচিত্র্য সংকট মেটাতে পরিবেশ রক্ষা কেবল আবেগের বিষয় নয়, বরং বাঁচার অধিকারের লড়াই। এই লড়াইয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘটের সেই জনপ্রিয় স্লোগান- 'Do not change the climate, change the system'।

(লেখক শিক্ষক। মালদার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪১

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস ৫। হুঁশিয়ার, সাবধান ৭। আঞ্চলিক ভাষায় শপথ বা প্রতিজ্ঞাকে যা বলা হয় ৯। যে শাক সাধারণত জলাভূমিতে পাওয়া যায় ১১। দক্ষ লেখক ১৪। জেল, ফাটক বা হাজত ১৫। অন্যঘর, ভিন্নঘর, অন্যকক্ষ।

উপর-নীচ : ১। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভাব ২। কিরণ, রশ্মি বা জ্যোতি ৩। খয়ের ৪। শেষ, খতম ৬। অতি দুরন্ত বা অশান্ত ৮। গঙ্গা ও যমুনার সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন দেশ ১০। অন্তমিলযুক্ত ছন্দ ১১। কতিপয়, অল্প সংখ্যক ১২। পুরুষ, সাহসী বা বীরপুরুষ, স্বামী ১৩। শিয়াল।

সমাধান ■ ৪৩৪০

পাশাপাশি : ১। জিন্দেগি ৩। যদু ৫। রিক্ত ৬। আকনি ৮। তরঙ্গ ১০। বণিক ১২। তিমির ১৪। জরা ১৫। নিন্দা ১৬। গিদ্ধড়।

উপর-নীচ : ১। জিয়ারত ২। গিরিশৃঙ্গ ৪। দুর্বাক ৭। নিত্য ৯। দিতি ১০। বদরাগি ১১। কড়কড় ১৩। মিলনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মার্কিন বাণিজ্যসচিবের দাবি ওড়াল দিল্লি

মোদি ফোন না করায় ভেস্তে গিয়েছে চুক্তি!

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্যচুক্তি ভেস্তে যাওয়ার কারণ কোনও নীতিগত মতভেদ নয়, বরং দুই রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্বের সংঘাত! এমনটাই দাবি মার্কিন বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের। তিনি জানিয়েছেন, চুক্তির যাবতীয় খসড়া তৈরি ছিল, শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মোদি ফোন না করায় ভারতের জন্য নির্ধারিত 'ডেডলাইন' পেরিয়ে যায় এবং সুযোগ হাতছাড়া হয়। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক অবশ্য মার্কিন বাণিজ্যসচিবের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। লুটনিকের বক্তব্যকে 'ঠিক নয়' বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি জানান, ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি অন্তত ৮ বার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। জয়সওয়াল বলেন, '(লুটনিকের) প্রকাশিত মন্তব্যে ঘটনার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ঠিক নয়।' প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাতের তত্ত্ব ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন তিনি।

জনপ্রিয় 'অল-ইন' পডকাস্টে লুটনিক বলেন, 'সবকিছু ঠিক ছিল। ট্রাম্প চেয়েছিলেন তিনিই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির কথা ঘোষণা করবেন। আমরা চেয়েছিলাম মোদি প্রেসিডেন্টকে ফোন করুন। কিন্তু ভারত তাতে অস্বস্তিবোধ করছিল। মোদি ফোন করেননি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতকে তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটেন সেই সুযোগ নিয়ে দ্রুত চুক্তি করলেও ভারত দেরি করে ফেলে। ফলে ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি চুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় এবং ভারত পিছিয়ে পড়ে।'

লুটনিকের দাবি, যারা আগে চুক্তি করবে তারা কম শুল্কের সুবিধা পাবে। ভারত সময়মতো রাজি না হওয়ায় এখন তাদের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত চড়া শুল্কের বোঝা চেপেছে, যার মধ্যে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'শাস্তি' হিসেবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে ভারতের রপ্তানি খাতে। বিশেষত পোশাক, তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃষিপণ্যের বাজারে ভারতীয় রপ্তানিকারীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। ভারতের মতো রাশিয়ার বাণিজ্য সহযোগীদের ওপর ৫০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসে জমা পড়েছে বলে জানান লুটনিক। এ ব্যাপারে সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সাউথ ব্লক। জয়সওয়াল বলেন, 'যে বিলটি নিয়ে আলোচনা চলছে সেব্যাপারে আমরা পুরোপুরি অবগত রয়েছি। আমরা পরিস্থিতি এবং ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখছি।' ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতি এবং পরিবেশ বিবেচনা করি। আমাদের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য কম দামে শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতাকেও গুরুত্ব দিই।'

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই টানাপোড়েন ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের গভীর ফাটলকে সামনে এনে দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেখানে ব্যক্তিগত স্তরে তোষামোদ ও নাটকীয়তাকে গুরুত্ব দেন, সেখানে মোদি সরকার সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস করতে নারাজ। ভারতীয় কূটনীতিকদের আশঙ্কা ছিল, ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললে তিনি সেটাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে জনসমক্ষে প্রচার করতে পারেন। কিন্তু এর ফলে পাকিস্তান যেখানে আমেরিকার কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে, ভারত সেখানে কোণঠাসা হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সংসদীয় জটিলতাও এই বিলম্বের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন লুটনিক।

শেষপর্যন্ত মোদি গত সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে বরফ গলানোর চেষ্টা করলেও বাণিজ্যচুক্তির সেই পুরোনো সহজ শর্তগুলি এখন আর টেবিলে নেই। ফলে ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক সম্পর্ক এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে।

যে বিলটি নিয়ে আলোচনা চলছে সে ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি অবগত রয়েছি। পরিস্থিতি এবং ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখছি।

জয়সওয়ালের ব্যাখ্যা

আমরা চেয়েছিলাম মোদি প্রেসিডেন্টকে ফোন করুন। কিন্তু ভারত তাতে অস্বস্তিবোধ করছিল। মোদি ফোন করেননি।

লুটনিকের দাবি

চার্জ গঠনের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : অস্বস্তি যেন পিছু ছাড়ছে না আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর পরিবারের। প্রথমে বিহারের ভোটে বিপর্যয়। আর এবার জমির বিনিময়ে চাকরি কেলেঙ্কারি মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিল দিল্লির একটি আদালত। শুক্রবার বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে জানিয়েছেন, সিবিআইয়ের চার্জশিটই ইঙ্গিত দিচ্ছে লালুপ্রসাদ যাদবের গোটা পরিবার অনিয়ম করেছে। কার্যত দুর্নীতির প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে লালু পরিবার। জমির বিনিময়ে চাকরির মামলায় লালুপ্রসাদ ছাড়া তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, দুই ছেলে তেজস্বী ও তেজপ্রতাপ, মেয়ে মিসা ভারতী সহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। ২০০৪-০৯ পর্যন্ত ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন লালু। সেইসময়ই চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। সিবিআই আগেই এই মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে। লালু ও তাঁর পরিবার ইতিমধ্যে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছে।

গ্রেপ্তার প্রধান পুরোহিত

তিরুবনন্তপুরম, ৯ জানুয়ারি : শবরীমালা মন্দিরে সোনা চুরির ঘটনায় প্রধান পুরোহিত কান্ডারারু রাজীবারুকে গ্রেপ্তার করল সিট। তাঁকে বেশ কিছুদিন ধরে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিল সিট। শেষপর্যন্ত ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত উন্নিকৃষ্ণন পট্টি ও ত্রাবাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি পদ্মকুমারের বয়ানের ভিত্তিতে শুক্রবার রাজীবারুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, উন্নিকৃষ্ণনের সঙ্গে প্রধান পুরোহিতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর সাহায্যেই বিগ্রহের সোনা চুরি হয়েছে। এই নিয়ে সোনা চুরি মামলায় ১১ জন গ্রেপ্তার হলেন। ২০১৯ সালে সোনা চুরির বিষয়টি সামনে এসেছিল। এরপরই শুরু হয় তদন্ত।

ট্রাম্পের সাফাই

ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি : মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপোলিসে রেনি নিকোল গুডকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠেছে এক অভিবাসন কর্তার বিরুদ্ধে। বুধবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, আত্মরক্ষার তাগিদেই গুলি চালান অভিবাসন কর্তা। ঘটনার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ৭ জানুয়ারি মিনিয়াপোলিসে অভিযুক্ত ও মহিলার মধ্যে বচসা ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পরেই গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মারা যান রেনি।

কোর্টে আত্মঘাতী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : সাকেত আদালতের ওপরতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বিশেষভাবে সক্ষম এক কর্মী। মৃতের নাম হরিশ সিং। শুক্রবারের সকালে আদালত চত্বরে কাজ চলাকালীন এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। আদালতের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিচারকদের কাজে সহায়তা করতেন হরিশ। তাঁর পকেট থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেননি হরিশ। নোটে লেখা, 'আমি আত্মঘাতী হওয়ার চিন্তা কাউকে জানাইনি। ভেবেছিলাম, ভাবনাটি থেকে নিজেই বেরোতে পারব। কিন্তু পারিনি। আমি ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী।

হাম দেখেঙ্গে... তৃণমূল সাংসদকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। নয়াদিল্লিতে।

টেনেহিঁচড়ে তোলা হল শতাব্দীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : কলকাতায় আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি ঘিরে যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে, তার আঁচ শুক্রবার সকালেই পৌঁছে যায় রাজধানী নয়াদিল্লিতে। দিল্লির কর্তব্যপথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র দপ্তরের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের আট সাংসদের অবস্থান বিক্ষোভ ঘিরে কার্যত রণক্ষেত্রের ছবি ধরা পড়ে সাতসকালে। শান্তিপূর্ণ ধর্না মুহূর্তের মধ্যেই রূপ নেয় উত্তপ্ত সংঘর্ষে, দিল্লি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা।

শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাকেত গোখলে, বাপি হালদার, শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ, প্রতিমা মণ্ডল ও শর্মিলা সরকার অমিত শা-র দপ্তরের বাইরে ধর্নায় বসেন। হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'মোদি, শা ও ইডি জেনে রাখো, যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। আইপ্যাকের অফিসে ইডি তল্লাশিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান সাংসদরা। কিন্তু পুলিশ ধর্না তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্নাস্থল থেকে সাংসদদের সরাতে গিয়ে দিল্লি পুলিশ বলপ্রয়োগ করে। কাউকে টেনেহিঁচড়ে, কাউকে চ্যাংদোলা করে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। পরে তৃণমূলের আট সাংসদকে সংসদ মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে সেখানে আটকে রাখা হয় তাঁদের। শেষমেশ মুচলেকা লিখিয়ে সাংসদদের ছেড়ে দেয় দিল্লি পুলিশ।

থানা থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে ধর্নায় বসার পরেও দিল্লি পুলিশ আমাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেছে। আমাদের টেনেহিঁচড়ে, চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নানা অজুহাতে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়।' শতাব্দী রায় আরও জানান, দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তাঁরা।

এদিকে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলায় যা ঘটেছে, তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরো কাজকর্ম শুধু অনৈতিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অসাংবিধানিক।'

গ্রিনল্যান্ড পেতে ডলারের 'টোপ'

ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি : গ্রিনল্যান্ড দখলের খেলায় এবার নজিরবিহীন 'টাকার টোপ' দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপটি হস্তগত করতে সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দাকে ১ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা) করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওয়াশিংটন। গ্রিনল্যান্ডের ৫৭ হাজার নাগরিককে এই বিপুল অর্থের লোভ দেখিয়ে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করাই ট্রাম্প প্রশাসনের মূল কৌশল। এতে আমেরিকার খরচ হবে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার, যা একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ অধিগ্রহণের জন্য অনায়াসে খরচ করতে রাজি ট্রাম্প।

তবে টাকার পাহাড়ও বরফ গলাতে পারছে না। ডেনমার্ক সরকার এবং গ্রিনল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ সাফ বলেছে, 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।' উলটে আমেরিকার এই আগ্রাসী মনোভাবের জবাবে রণংদেহি মেজাজ নিয়েছে ডেনমার্ক। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, ১৯৫২-র সামরিক আইন অনুযায়ী, ডেনিশ সেনারা গ্রিনল্যান্ড রক্ষায় কারও নির্দেশের অপেক্ষা করবে না। মার্কিনবাহিনী হামলা চালালে তারা 'আগে গুলি চালাবে, পরে কথা বলবে'।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি, মেরু অঞ্চলে চিন ও রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান দাপট আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর এই সংকট মোকাবিলায় গ্রিনল্যান্ড দখল করা আমেরিকার জন্য কৌশলগতভাবে অপরিহার্য। প্রয়োজনে সামরিক অভিযানের বিকল্পও খোলা রেখেছেন তিনি। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডরিকসেন বলেছেন, 'আমেরিকার মতো ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর কাছ থেকে এমন হুমকি অনভিপ্রেত। যারা বিক্রি হতে চায় না, তাদের ভয় দেখানো বন্ধ হোক।'

এই সংঘাতের ফলে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে পশ্চিমী সামরিক জোট ন্যাটো। ডেনমার্ক ন্যাটোর সদস্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মনে করছে, রাশিয়ার হাত থেকে বাঁচতে যে জোট তৈরি হয়েছিল, সেই জোটের প্রধান দেশই যদি অন্য সদস্যের সার্বভৌমত্বে আঘাত করে, তবে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হবে।

রণংদেহি ডেনমার্ক

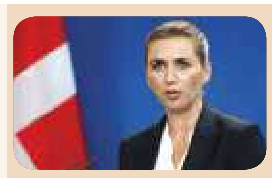

আমেরিকার মতো ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর কাছ থেকে এমন হুমকি অনভিপ্রেত। যারা বিক্রি হতে চায় না, তাদের ভয় দেখানো বন্ধ হোক।

মেট ফ্রেডরিকসেন

ভেনেজুয়েলায় দ্বিতীয় হামলা বাতিল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৯ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলায় দ্বিতীয় দফার সামরিক অভিযান বাতিলের কথা ঘোষণা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কারাকাস প্রশাসন বিপুল সংখ্যায় রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়ায় সেখানে নতুন করে সেনা না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, 'শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মার্ট পদক্ষেপ।' গত সপ্তাহে আমেরিকার ডেল্টা কমান্ডোদের হাতে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বন্দি হওয়ার পর ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটেছে।

সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে ট্রাম্প জানান, ওয়াশিংটন ও কারাকাস এখন নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ সরকারের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আমরা যা চেয়েছি, তারা আমাদের সেটাই দিয়েছে। এই সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে দ্বিতীয় দফার হামলা স্থগিত করা হয়েছে।'

একই সঙ্গে ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন বাড়াতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'আমেরিকার প্রথম সারির তেল সংস্থাগুলি সেখানে অন্তত ১০০ বিলিয়ন ডলার লগ্নি করবে।' এর রূপরেখা চূড়ান্ত করতে হোয়াইট হাউসে শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প।

এদিকে ভেনেজুয়েলায় সেনা পাঠানো এবং সেখানকার প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তারির ঘটনায় আমেরিকার সহযোগী দেশগুলির মধ্যেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এই ইস্যুতে বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে ট্রাম্পের বিদেশনীতির সমালোচনা করেছেন জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার। ভেনেজুয়েলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই বিশ্ব যাতে লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত না হয় সেব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। নয়তো অনৈতিক শক্তিধররা নিজেদের ইচ্ছামতো সবকিছু দখল করে নেবে। বর্তমানে আমরা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসী পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি।'

বরফের স্তূপ... শুক্রবার অনন্তনাগে।

শর্মিলার প্রস্তাব 'অবাস্তব', কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : পথকুকুর সমস্যা মোকাবিলায় 'সব ক্ষেত্রে এক নিয়ম' প্রয়োগের বিরোধিতা করে অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের করা আবেদনের তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, এই যুক্তি 'বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন'। শুনানিতে শর্মিলার আইনজীবী দাবি করেন, সব কুকুরকে একভাবে না দেখে আক্রমণাত্মক কুকুর চিহ্নিত করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত। তাতেই আদালতের কড়া প্রতিক্রিয়া—'হাসপাতাল বা সংবেদনশীল স্থানে বেওয়ারিশ কুকুরের উপস্থিতি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার। কুকুরের শরীরে থাকা পরজীবী জীবাণু রোগীদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। বিষয়টিকে মহিমান্বিত করবেন না।'

এক হওয়ার বার্তা অজিত পাওয়ারের

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : পুরযুদ্ধের আবহে দুই এনসিপি-র সংযুক্তির বার্তা দিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীর কর্মীরাই সংযুক্তি চান। দুই এনসিপি-ই এখন একসঙ্গে রয়েছে। সেইসঙ্গে আমাদের পরিবারের সমস্ত মতবিরোধ মিটে গিয়েছে।' বছর দুই আগে এনসিপি-তে ভাঙন ধরে। শারদ পাওয়ারের হাতে তৈরি দল, তার নাম ও ঘড়ি নির্বাচনি প্রতীক চলে যায় অজিত পাওয়ারের হাতে। শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর নতুন নাম হয় এনসিপি (এসপি)। নতুন প্রতীকও পায় তারা। সম্প্রতি পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় পুরসভার ভোটে দুই গোষ্ঠী হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পদ্মাপারে হিন্দু নিধন উদ্বেগ দিল্লির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা' নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। শুক্রবার সাউথ ব্লক বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনাকে 'ব্যক্তিগত' বা 'রাজনৈতিক বিরোধ' বলে খাটো করার চেষ্টা অপরাধীদের

সাহস জোগাচ্ছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-এর ডিসেম্বরে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫১টি। এর মধ্যে ১০টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা রয়েছে।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এদিন বলেন, 'আমরা আগেও একাধিকবার এই বিষয়টি তুলেছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাঁদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক হামলার এক উদ্বেগজনক প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।' তাঁর সংযোজন, 'এই ঘটনাগুলি দ্রুত ও দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করা জরুরি। এগুলিকে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিরোধ বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা বাড়ায়।'

শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৪০ বছরের মুদি দোকানদার মণি চক্রবর্তী। যশোর জেলায় মাথায় গুলি করে খুন করা হয় ৩৮ বছরের বরফকল মালিক ও নড়াইলের সংবাদপত্র 'দৈনিক বিডি খবর'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। সবকটি ঘটনাই উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক।

খুন বিএনপি নেতা : সংসদ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই অস্থিরতা বাড়ছে বাংলাদেশে। ভারতবিদ্বেষ এবং হিন্দু নিধনের পাশাপাশি রাজনৈতিক হিংসাও অব্যাহত রয়েছে পদ্মাপারে। এবার ঢাকায় গুলি করে এক বিএনপি নেতাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকার তেজতুরী বাজার এলাকায়। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও এক নেতা। নিহতের নাম আজিজুর রহমান মুসাব্বির। তিনি বিএনপি-র শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ছিলেন। এই ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে ব্যর্থতার আঙুল তুলেছে বিএনপি।

ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন

পাটনা, ৯ জানুয়ারি : একবিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝিতে পৌঁছেও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায়নি সমাজ। তার চরম নিদর্শন দেখাল বিহারের নওয়াদা। অভিযোগ, সম্প্রতি এই জেলায় ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে এক মহিলাকে। মৃতের নাম কিরণ দেবী। হামলায় জখম হয়েছেন কিরণের দুই ননদও। অভিযুক্ত কিরণেরই এক প্রতিবেশী পরিবার। অভিযুক্ত পরিবারটির এক শিশু মস্তিষ্কের জটিল রোগে ভুগছে। মৃত মহিলার এক ননদ রেখা দেবী জানিয়েছেন, শিশুটি যে মাথার রোগে ভুগছে, চিকিৎসক তা ওই পরিবারকে জানান। কিন্তু উন্নত চিকিৎসার পরিবর্তে শিশুর পরিজনেরা কিরণকে দায়ী করতে শুরু করে। তাদের দাবি, পড়শি মহিলার তুকতাকের কারণেই তাঁদের সন্তান মস্তিষ্কের জটিল রোগে ভুগছে। তাদের মারে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খাদে বাস

সিমলা, ৯ জানুয়ারি : শুক্রবার হিমাচলপ্রদেশে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন মারা গেলেন। আহতের সংখ্যা ৪০। একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস সিমলা থেকে রাজগড় হয়ে কুপভি যাওয়ার পথে আচমকা রাস্তার পাশে ৫০০ মিটার গভীর গিরিখাতে গড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাসটি গড়িয়ে পড়ার আগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।

খামেনেইয়ের মৃত্যু চেয়ে বিক্ষোভে মহিলারা

তেহরান, ৯ জানুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে চরম অস্থিরতার আবহে ইরানে আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-নেতৃত্বাধীন ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ তেরো দিনে পড়েছে। শুক্রবার রাজধানী তেহরান সহ বিভিন্ন শহরের রাস্তায় নেমে স্লোগান তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা— 'স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক', 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক' ইত্যাদি। খামেনেই সরকারের বিদেশনীতি ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের কৌশলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'গাজা বা লেবানন নয়, আমাদের জীবন ইরানের জন্য', এমন স্লোগানও দিয়েছেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশি ধরপাকড়ের পাশাপাশি সরকার ইন্টারনেট ও আন্তর্জাতিক কল পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

তবে তারপরেও প্রচুর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ইরান ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে একযোগে স্লোগান দিতে দেখা যায় ইরানি পুরুষ ও মহিলাদের। অন্যদিকে, মাশহাদে একটি বিক্ষোভে জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলার ঘটনাও সামনে এসেছে। ভিডিওটি যাচাই করে সত্য বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

২৬টি প্রদেশের ২২২টির বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত অন্তত

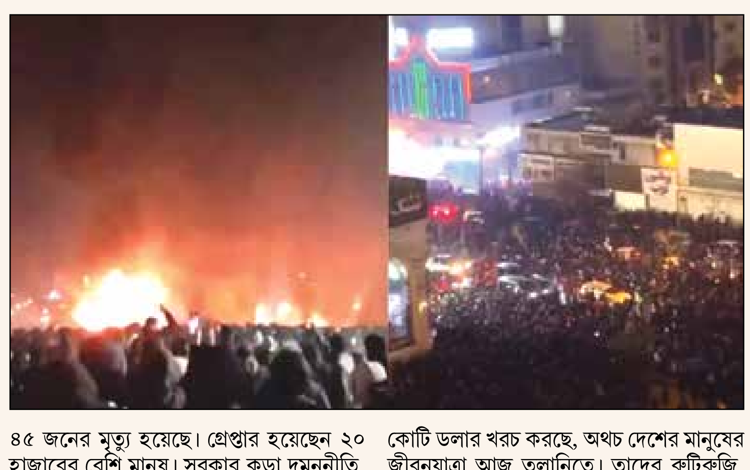

৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ। সরকার কড়া দমননীতি, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ও 'কোনও ছাড় নয়' হুঁশিয়ারির পথে হাঁটলেও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট ও জীবনযাত্রার অবনতি বিক্ষোভকে উসকে দিচ্ছে। দেশজুড়ে দোকান-বাজার, অফিস-কাছারি বন্ধ রেখে প্রতিবাদ চলছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, সরকার হামাস বা হিজবুল্লাহর মতো গোষ্ঠীগুলির পিছনে কোটি কোটি ডলার খরচ করছে, অথচ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা আজ তলানিতে। তাদের রুটিরুজি, মান-সম্ভ্রম বলে আর কিছুই নেই।

এদিকে খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে ফের হুঁশিয়ারির সুরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'যদি তারা (ইরান প্রশাসন) মানুষ মারতে শুরু করে, তাহলে আমরা তাদের ওপর খুব কঠিন আঘাত হানব।' জবাবে খামেনেই বলেছেন, 'বহু মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই সরকার এসেছে। আমরা কখনও কারও কাছে মাথানত করব না।' রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে ট্রাম্পের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'নিজের দেশের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার দম্ভই আপনাদের পতন ডেকে আনবে।' পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করে দিয়ে খামেনেই বলেন, দেশের মধ্যে থেকে কেউ বিদেশি শক্তির হয়ে 'ভাড়াটে সেনার' কাজ করলে তা সহ্য করবে না ইরান। এরপরেও ভ্রূক্ষেপহীন ইরানের মানুষ। বিক্ষোভের তীব্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে রক্তাক্ত হয়েও রাজপথ ছাড়ছেন না সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা। এক প্রবীণ ইরানি মহিলার প্রতিবাদের ছবি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নিরাপত্তারক্ষীদের ছররা গুলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আমি ভয় পাই না, গত ৪৭ বছর ধরে আমি মরেই আছি। আর নয়।' ইরানের প্রতিটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন ওই কণ্ঠস্বর, যা লক্ষবার শেয়ার হয়েছে।

ইরানি গণবিদ্রোহকে আরও অক্সিজেন জুগিয়েছেন নির্বাসিত রাজপুত্র রেজা পাহলভি। এক ভিডিওবার্তায় তিনি ইরানি নাগরিকদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন।

পায়ে পায়ে ৭৫

ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিধান ঘোষ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার অন্তর্গত ধলপাড়া-৩ পঞ্চায়েতের ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০২৫ সালে ৭৫ বছরে পদার্পণ করে। ২০২৫ সালের ১৫ অগাস্ট, স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন শুরু হয়। বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি ও ট্যাবলো শোয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪ জানুয়ারি ২০২৬ প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

হিলির বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নামাঙ্কিত এই বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ এক গৌরাবান্বিত ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫০ সালে ২৪ ডিসেম্বর ত্রিমোহিনী চকদাপট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। তারপর স্থানীয়রা এই বিদ্যালয়কে জমি ও পঠনপাঠন সামগ্রী দান করলে ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি এই স্কুলে ইংরেজিমাধ্যমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু হয়। নাম হয় ত্রিমোহিনী জুনিয়ার হাইস্কুল। এর কয়েকবছর পর স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সম্মান দিয়ে এই স্কুলের নাম হয় ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাটির ঘর থেকে শুরু হওয়া এই স্কুলের এখন তিনতলা বিল্ডিং হয়েছে। ৭৫ বছরের যাত্রায় এই স্কুলের সুখ্যাতি জেলা ছাড়িয়ে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে ২ জানুয়ারির দুপুরে প্ল্যাটিনাম জুবিলির মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সংকলন 'বন্দনা' বইটি প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এরপর বিভিন্ন বিশিষ্টজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রদর্শিত হয় তাইকোন্ডো। রাতে পুরুলিয়া থেকে আগত শিল্পীরা ছৌ নৃত্য পরিবেশন করেন। ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্কুলের প্রাক্তনীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। প্রাক্তনীরা মানব বোমা নামক একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ওইদিন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের ব্যান্ডের সুরের ঝংকারে দর্শকরা মেতে ওঠেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা ইংরেজি নাটক সেলফিশ জায়েন্ট মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় বিখ্যাত শিশুশিল্পী অঙ্কনা দে-র গানে।

স্কুলের প্রাক্তনী পায়েল মণ্ডল এই অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছর পর আবার স্কুলের মঞ্চে নাচলাম, মনে হল হারিয়ে যাওয়া শৈশবটা যেন এক লহমায় ফিরে এল। স্কুলের দৌলতে অনেক দিন পরে নেচে বুঝলাম কিছু ভালোবাসা কখনও পুরোনো হয় না, শুধু সঠিক সময়ে নতুন রূপে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে।'

বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রেশম আফরুজা, সেলফিশ জায়েন্ট নাটকের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে। তার কথায়, 'স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের মঞ্চে নাটক করতে পেরে আমরা সবাই খুব খুশি। নাটকের মহড়া, স্টেজে ওঠার আগে ভয় ভয় ভাব সারাজীবন মনে থেকে যাবে। মনে থাকবে শিক্ষকদের সঙ্গে কাটানো এই সময়।' একটু হেসে রেশম যোগ করে, 'বকুনিগুলোও মনে থাকবে।'

প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গোপাল প্রামাণিক বলেন, 'স্কুলের বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত ৭৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরে আমরা আপ্লুত।'

এত ভালোর মধ্যে খানিক খারাপও অবশ্যম্ভাবীভাবেই আসে। অভিভাবক পরিমল মাহাতো বলেন, 'বছর কয়েক আগেও স্কুলের পঠনপাঠনের মান খারাপ ছিল না। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের অনুশাসনের অভাবে পঠনপাঠনের মান নেমেছে।'

অভিযোগ আছে, অভিযোগ থাকবেও। পাশাপাশি আশা থাকে, ফিরে আসাও থাকে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী বৈশাখী শীল বলেন, 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সুবাদে দীর্ঘদিন পরে স্কুলে এসেছি। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ক্লাসরুমগুলি পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। পালটে যাওয়া এই সময়ে, আমার স্কুলের নতুন রূপ আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষিত করেছে।' বর্তমানের কলরব, প্রাক্তনীদের ফিরে আসা, আর নিজের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে আরও এগোক ত্রিমোহিনী প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ক্যাম্পাস-কাহিনী

মহাকাশ রহস্য ও ম্যাজিক শো

মালদা কলেজের আইকার্ড সেন্টার এবং ফিজিক্স বিভাগের ব্যবস্থাপনায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন রিলেটিভিস্টিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, কসমোলজি অ্যান্ড কোয়ান্টাম রিয়েলিটিস'। অনুষ্ঠানে বিখ্যাত গবেষক হিসাবে সাউথ আফ্রিকা থেকে উপস্থিত ছিলেন ডঃ মেগান্দ্রেন গোভেন্দর, আইইউকা পুনের অধ্যাপক প্রফেসর রঞ্জীব মিশ্র এবং বিশ্বজিৎ সেন। সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকরাও।

আইকার্ডের কোঅর্ডিনেটর ডঃ শ্যাম দাসের ব্যবস্থাপনায় কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়। ফিজিক্স বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের এক পড়ুয়া শিল্পা মিত্র বলেন, 'আকাশের দিকে তাকালে ওই টিমটিম করা তারাটার পেছনে যে এত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা জানা ছিল না। এসব শুনে ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করব।' মহাকাশের নানা রহস্যের খোঁজ পান কলেজের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মানসকুমার বৈদ্য, মালদা কলেজের ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপকগণ, মালদা কলেজের পরিচালন সমিতির সম্পাদক এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক সুব্রত সরকার প্রমুখ। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ম্যাজিক শোয়েরও আয়োজন করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ম্যাজিকের মতো বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হয়। কলেজের ফিজিক্স বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া সুমন কর্মকারের বক্তব্য, 'বইয়ে পড়া ফিজিক্স এবং হাতেকলমে তার প্রয়োগ, দুটো বিষয়ের মধ্যে কতটা পার্থক্য সেটা এখানে না এলে জানতে পারতাম না। এত গুণী মানুষদের হাতে ছোট ছোট কিন্তু মজাদার ম্যাজিক দেখে খুব ভালো লাগল।'

সোয়ার্ম রোবোটিক্স কী

সোয়ার্ম রোবোটিক্স কী? আধুনিক প্রযুক্তি এবং এর পেছনের গাণিতিক যুক্তিবিদ্যারই বা কার্যকারিতা কী? এই সমস্ত বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ বাড়াতে এবং অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা জোরদার করতে সম্প্রতি গৌড় মহাবিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছিল সেমিনার। কলেজের গণিত বিভাগ আয়োজিত 'লজিক অ্যান্ড সোয়ার্ম রোবোটিক্স' (এনএসএলএসআর-২০২৫) শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিল বিশ্লেষণ এবং ফ্লুইড ডাইনামিক্স বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার দত্ত, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লুইড মেকানিক্স এবং বায়োমেকানিক্স বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সনাতন দাস। ছিলেন আইআইটি যোধপুরের সোয়ার্ম রোবট ও ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যালগরিদম গবেষক সুভাষ ভগত, জিকেসিআইইটি'র সহযোগী অধ্যাপক গৌতম হালদার।

গবেষকদের আলোচনা থেকে জানা গেল, সোয়ার্ম রোবোটিক্স হল এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে অনেকগুলো রোবট একই ধরনের কাজ করবে। সবক'টি রোবট সম্মিলিতভাবে সমস্যার সমাধান করে, যা একটি রোবটের ক্ষেত্রে সম্ভব হত না।

কলেজের গণিত বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া সৈয়দ নুর হোসেনের কথায়, 'আমাদের খুব ভালো লেগেছে যে গণিত বিভাগে প্রথমবারের মতো এমন একটি সেমিনার হল। আমরা অনেক নতুন বিষয় শিখতে পেরেছি।'

ক্যাম্পাস কথা

বইয়ের পাতার বাইরে জীবনকে দেখার দর্শন

দামিনী সাহা

পরীক্ষার সিলেবাসের ধরাবাঁধা আলোচনার বাইরে গিয়ে মাঝেমধ্যে জীবনদর্শন আলোচনার প্রয়োজনও রয়েছে। ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এরকম এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোসফিক্যাল রিসার্চের সহযোগিতায় কলেজের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত পিরিয়ডিক্যাল লেকচার সিরিজে বৌদ্ধ দর্শন, গান্ধিজির অহিংস জীবনদর্শন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা, ঋষি অরবিন্দের স্পিরিচুয়াল ন্যাশনালিজম, নৈতিকতা ও জৈন দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করার সময় বক্তারা বারবার বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়েছেন। বর্তমান সময় ও বাস্তব জীবনে এগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরেন।

কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এই লেকচার সিরিজের মূল উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের মধ্যে মননশীলতা তৈরি করা। তাঁরা যেন পড়াশোনাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে শেখে।'

বৌদ্ধ দর্শন ও গৌতম বুদ্ধের বাণী নিয়ে আলোচনায় অহিংসা, সংযম, মধ্যমপন্থা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তুলে ধরেন তাঁরা। গান্ধিজির জীবনদর্শনের প্রসঙ্গে অহিংসা ও সত্যাগ্রহ কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, সেবিষয়েও আলোচনা হয়। এই আলোচনা শোনার পর উপস্থিত পড়ুয়াদের উপলব্ধি হয় যে, এই ভাবনাগুলি শুধু ইতিহাসের অধ্যায় নয়—আজকের অস্থির জীবনের পথনির্দেশকও বটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশে, প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাদানের ধারণার কথাও উঠে আসে। শিশুর মানসিক বিকাশে স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও প্রকৃতির সংস্পর্শ কতটা জরুরি সেবিষয়টিও তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের স্পিরিচুয়াল ন্যাশনালিজম প্রসঙ্গে আলোচনায় বলা হয়, জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক চেতনা নয়, তার সঙ্গে আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও মোরাল রিজনিং অ্যান্ড অ্যাবোর্শন - আ ফিলোসফিকাল অ্যানালিসিস উইথ এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশনস শীর্ষক আলোচনায় নৈতিক সিদ্ধান্ত, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্বের মতো জটিল বিষয়গুলি পড়ুয়াদের সামনে সহজ করে তুলে ধরা হয়।

এডুকেশন বিভাগের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ছাত্রী জিনিয়া রায় বলেন, 'বৌদ্ধ মতবাদ ও গৌতম বুদ্ধের বাণী আমরা বইয়ে পড়েছি। কিন্তু এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম অহিংসা ও সংযম মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মুক্ত শিক্ষাভাবনা আজকের পরীক্ষামুখী ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।'

এডুকেশন বিভাগের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী অঙ্কিতা ঘোষের কথায়, 'আগে ভাবতাম দর্শন খুব কঠিন বিষয়। কিন্তু এখানে যেভাবে বুদ্ধের বাণী, জৈন দর্শনের অহিংসা বা নৈতিকতার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে এখন বিষয়গুলি সহজ লাগছে।' এই লেকচার সিরিজ থেকে পড়ুয়ারা বইয়ের পাতার বাইরে গিয়ে সমাজ ও নিজের জীবনকে নতুন চোখে দেখার শিক্ষা পেয়েছে।

দেওয়াল পত্রিকায় সৃজনশীলতা।।

গাজোল মহাবিদ্যালয়ে প্রকাশিত হল দেওয়াল পত্রিকা। ছাত্র সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কলেজের প্রতিটি বিভাগ নিজ নিজ উদ্যোগে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে। সেখানে পড়ুয়াদের রচিত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, আঁকা ছবি, কার্টুন চরিত্র জায়গা করে নিয়েছে। পত্রিকার শোভা আরও বাড়িয়েছে মনীষীদের উক্তি ও সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা।

প্রতিটি বিভাগে দেওয়াল পত্রিকার নাম আলাদা আলাদা। যেমন- বাংলা বিভাগের কথাচর্চা, আরবির আল-কালাম, ইংরেজির দ্য লিগ্যাসি অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়র, শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি, ভূগোলের মাউন্টেইন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড : স্পটলাইট ইন্ডিয়া, ইতিহাসে অনুসন্ধান, দর্শন বিভাগ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ফাউন্ডেশন অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, সংস্কৃত'র মেঘদূতম এবং সমাজবিদ্যা বিভাগের সমাজদিগন্ত।

তথ্য : গৌতম দাস। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ।

সবে মিলে ভ্রমণে।।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে নানা অজানাকে জানল, অচেনাকে চিনল সুভাষগঞ্জ গার্লস স্কুলের কস্তুরবা গান্ধী গার্লস হস্টেলের আবাসিকরা। উদ্যোগী জেলা সর্বশিক্ষা মিশন। প্রথমে ১ জানুয়ারি ১০০ জনকে কুলিক পক্ষীনিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বন সংরক্ষণের ওপর আলোচনা করেন শিক্ষকরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যদিন ১৫০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির, দুর্গাপুর রাজবাড়ি ও কর্ণজোড়া ইকো পার্কে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বন্দিতা সরকার বলছিলেন, 'হস্টেলের ২৫০ আবাসিককে দুইবারে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষামূলক ভ্রমণ করানো হল। নানা প্রজাতির পাখি, ঐতিহাসিক নিদর্শন, গাছ, ফুল-ফলের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে। ওরা তো স্কুলের পর হস্টেলে ফিরে যায়। বাইরে বেরোনোর তেমন সুযোগ পায় না। তাই একটা দিন সবাই মিলে হইহই করে কাটাল। দীর্ঘসময় খোলামেলা পরিবেশে কাটালে মন ভালো হয়।

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র।

নবীনবরণ ।।

শীতের সকালে গঙ্গারামপুর সদর চক্রের কাদিহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবুজ ঘাসে সেদিন যেন একমুঠো রোদ নেমে এসেছিল। গোটা স্কুল সেজে উঠেছিল ফুল, বেলুন আর ব্যানারে। এত আনন্দ আয়োজন নবীন পড়ুয়াদের স্বাগত জানাতে।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ৬২ জন নতুন ছাত্রছাত্রী সেদিন প্রথম পা রাখল আঙিনায়। প্রথম দিনে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ ফুল, কলম আর একটি করে চকোলেট।

একইদিনে স্টুডেন্টস উইক উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে বুক ডে পালিত হয় বিদ্যালয়ে। সবমিলিয়ে তিনশোরও বেশি পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন শিক্ষাবর্ষের বই। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে পাতা উলটে অবাক চোখে দেখছিল ওরা। এই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন প্রধান শিক্ষক প্রত্যুষ তালুকদার, বঙ্গরত্ন প্রাপ্ত সাহিত্যিক সুকুমার সরকার, অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষক বললেন, 'প্রতিবছরই আমরা এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করি। গতবছর আমাদের পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৩১৩। এ বছর চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ৫৭ জন বেরিয়ে গেল। আরও নতুন ভর্তি হয়েছে। এখন মোট ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩১৬।'

তথ্য : জয়ন্ত সরকার। ছবি : চয়ন হোড়।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও রিডিং ফেস্টিভাল।।

শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লি জিএসএফপি বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও রিডিং ফেস্টিভাল। খুদে পড়ুয়া রোহিত, দীপক, প্রতিমাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল বানিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল ওরা। সৌরশক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ থেকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়কে মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল পড়ুয়ারা। পাশাপাশি আবৃত্তি, গ্রুপ লার্নিং, রিডিং সেশন এবং ফুড এগজিবিশনের মতো একাধিক আকর্ষণীয় ইভেন্ট ছিল সেদিন। উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌহান, ইটাহার কলেজের অধ্যাপক প্রসেনজিৎ চৌধুরী প্রমুখ।

নজরে খন

খন অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার থেকে 'খন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা সহ তিনটি বই প্রকাশিত হল। সম্পাদনা করেছেন সুদেব সরকার। ১০টি খন বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়ে আলোকপাত করেছেন স্থানীয় লেখকরা। দ্বিতীয় বই রাজবংশী ভাষায় খন বিষয়ক উপন্যাস 'বুড়া গোঁসাইর লাঠি'। লেখক গোবিন্দ সরকার। তৃতীয় বইটি লোকচিকিৎসা সংক্রান্ত। 'বাড়ির দুয়ারে ঔষধ'। লেখক খুশি সরকার। চতুর্থ বইটি 'উত্তর দিনাজপুর জেলার খন চর্চা' লেখক ডঃ বৃন্দাবন ঘোষ। প্রতিটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপককুমার রায়, ডঃ বৃন্দাবন ঘোষ। খন অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সুদেব সরকার বলেন, 'খন পালাগান নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনায় খনের অতীত ইতিহাস, চর্চা, ও লোকনাট্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।'

–সৌরভ রায়

বইটই

রেয়াত নয়

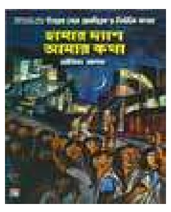

ইদ কেন সবার নয়? পিঙ্ক ট্যাক্স দেব কেন? হার না মানা মনোভাবের বরাবরের সঙ্গী মৌমিতা আলমের প্রশ্ন। উত্তর হিসেবে মনে যা এসেছে হয় খবরের কাগজ না হয় ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এমনই নানা বিষয়কে এক সুতোয় গেঁথে প্রকাশিত হল মৌমিতার বই হামার দ্যাশ/আমার কথা। মৌমিতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় 'উত্তরের সেরা প্রাবন্ধিক' হিসেবে পুরস্কৃত। তাঁকে বেছে নেওয়াটা যে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা এই সংকলনের প্রতিটি লেখাই সাক্ষী। কৃষক পরিবারের সদস্য বামপন্থী ভাবনার বাঙালি-মুসলমান এই স্কুল শিক্ষিকা একক-মা কোনও অন্যায়কে রেয়াত করতে রাজি নন। প্রবন্ধগুলির ছত্রে ছত্রে সেটাই পরিস্ফুট। প্রকাশক লালিগুরাস প্রকাশন।

ছন্দের টানে

'আসলে নিজস্বতা ভীষণ জরুরি/না হলে পরনির্ভরশীলতাই জীবনে বেঁচে থাকার পাথেয় হয়ে যায়।' পাঞ্চালি দে চক্রবর্তীর লেখা 'আকাশের বুকে জ্বলছে তারারা' কবিতার একটি অংশ। আরও ৫৯টি কবিতাকে সঙ্গী করে যে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে পাঞ্চালির কাব্য সংকলন নীলকণ্ঠ-তে। পাঞ্চালি প্রাথমিক শিক্ষিকা। জন্ম জলপাইগুড়িতে। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাশাপাশি মুজনাই সাহিত্য পত্রিকা, তিস্তাগুড়ি পত্রিকার মতো নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। ছোটদের জন্য ইতিমধ্যেই দুটি ছড়ার বই লিখেছেন। কিছুদিন আগে প্রয়াত বাবাকে কবিতা সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রতিটি কবিতাই জীবনের নানা আঁকে-বাঁকে ঘুরে বেড়ায়, জীবনগান গেয়ে চলে।

পেশার আড়ালে

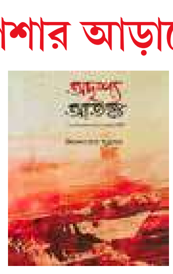

শিবশংকর সূত্রধর সংস্কৃতে স্নাতক। পেশায় সাংবাদিক। খবর অন্তপ্রাণ। তবে তার মধ্যেও সৃজনে সদাই সচেষ্ট। সম্প্রতি শিলিগুড়ি বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা ছ'টি গল্পের সংকলন অদৃশ্য আতঙ্ক। প্রতিটি গল্পের নায়ক রিপোর্টার রুদ্র। বলা ভালো শিবশংকর নিজেই। খবর সংগ্রহের সুবাদে বহু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। নিজে দেখা সেই সমস্ত ঘটনার পটভূমিকার পাশাপাশি কল্পনার মিশেলে গল্পগুলি বুনেছেন। বন্যপ্রাণ পাচার, ম্যাজিশিয়ানের সহকারী খুন, শ্মশানে মৃতদেহের স্তূপ, ভিখিরি নিধন, সবজির কার্টনে ডেডবডি, সুইসাইড নোটের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা প্রতিটি গল্পই দারুণ। শিবশংকরের কলম সচল থাকলে রিপোর্টার রুদ্র আগামীতে আরও রহস্যভেদ করবে। প্রকাশক শহরতলি।

বর্ণিল।। *রায়গঞ্জে রামধনু আয়োজিত ১৩তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার একটি মুহূর্ত।*

শালবাগান সরগরম

এই নিয়ে ষষ্ঠ বছর কোচবিহার অনাসৃষ্টি আয়োজন করে ফেলল 'শালবাগান জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভাল-২০২৫'। এ উৎসবে যেমন প্রকৃতির মঞ্চে অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তেমনি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল জঙ্গল পাঠাগারের। ছিল দক্ষিণের সোনাঝুরি হাটের অনুকরণে শালবাগান হাট, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পটচিত্র অঙ্কন, ই-সাইকেল রাইড, ফুড পার্ক এবং সর্বোপরি মশালের আলোয় মরাতোর্ষার জলের ওপরে তোর্ষা আরতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের তিনটি দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতরে প্রকৃতি মঞ্চে এবং বিকেল সাড়ে ৪টায় তোর্ষা আরতির পর রাত ৯টা পর্যন্ত নাটক, মূকাভিনয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সরগরম শালবাগান চত্বর। শিশু নাটক থেকে শুরু করে সমাজকে ছুঁয়ে লোকনাট্যের অঙ্গনে

আবেগঘন।। *অনাসৃষ্টির নাটক 'যারা বিচার চেয়েছিল'-র একটি মুহূর্ত।*

দৌড়েছে এবারে উপস্থাপিত ২১টি প্রযোজনা। নাট্য প্রদর্শনে তিনদিন মাতিয়েছে সোদপুরের অন্তর্দীপন সোসাইটি, কালিয়াগঞ্জের যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী, কোচবিহারের মৃত্তিকা, অনুভব, অভিব্যক্তি, হলদিবাড়ি কোলাজ, রায়গঞ্জ তরুণ নাট্য সমাজ, দিনহাটা পাইওনিয়ার ক্লাব এবং আয়োজক সংস্থা। আন্তঃবিদ্যালয়ে নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম তিন সেরা প্রযোজনার পুরস্কার তুলে নিয়েছে যথাক্রমে সদর গভর্নমেন্ট স্কুল (নাটক- বীরপুরুষ), সিস্টার নিবেদিতা স্কুল (নাটক- দ্রৌপদী) এবং নিউটন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (নাটক- হাত বাড়াও)। মশালের আলোয় পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, মূকাভিনয়, গান ইত্যাদি। অঙ্কন প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে সেরার শিরোপা পেয়েছেন অরিন্দম অধিকারী এবং মন্দ্রিতা দাস। মাটির সরায় তুলির ছোঁয়া লাগিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান জিৎ দত্ত।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বর্ণাঢ্য রজত জয়ন্তী

কুমারগঞ্জ ব্লকের গৌরাঙ্গপুর উচ্চবিদ্যালয়ে সম্প্রতি রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তনীরা এবং স্থানীয় মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। উদ্বোধনী দিনে রামকৃষ্ণ মিশন বালুরঘাটের সম্পাদক স্বামী সত্যধর্মানন্দ মহারাজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এরপর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য, গান, আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিদ্যালয়ের অতীত থেকে বর্তমান— এই যাত্রাপথকে তুলে ধরা হয় বিশেষ নৃত্যনাট্যে।

দ্বিতীয় দিনে ছিল মালদার ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা। শিল্পীদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান মঞ্চ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সমাজজীবনের নানা ঘটনা ব্যঙ্গ-রসের মাধ্যমে তুলে ধরে গম্ভীরা দর্শকদের বারবার হাততালি কুড়িয়ে নেয়। তৃতীয় দিনে পরিবেশিত হয় মালদার বিখ্যাত মানবপুতুল নাচ। লোকজ ঐতিহ্যের এই অনন্য শিল্পরূপ

দর্শকদের আনন্দে মোহিত করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আরও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পরিবেশিত হয় নাটক। বিদ্যালয়ের সভাপতি লিপি কুণ্ডু এবং প্রধান শিক্ষক শ্যামলকুমার গায়েন জানান, রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুধু এই অনুষ্ঠানই নয়, বছরভর বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সামাজিক উদ্যোগ ও সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে তাঁরা জানান।

–বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

জীবনবোধের প্রদর্শনী

কখনো-কখনো কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি তাঁর জীবনেরই অকপট প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে বিশিষ্ট প্লাস্টিক সার্জন পার্থ সাধুর একক চিত্র প্রদর্শনী দেখতে দেখতে এমন কথাই মনে হচ্ছিল। প্লাস্টিক সার্জারির একজন পুরোদস্তুর চিকিৎসকের কাজ হল রোগীর শারীরিক এবং মানসিক বিকলনের পুনর্গঠন করে তাঁকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া। আর চিত্রকলায় একজন শিল্পীর প্রধান কাজ হল দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ ও ধারণাকে দৃশ্যমান রূপে প্রকাশ করে দর্শককে একটি নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়া। এই দুই সত্তার এক অদ্ভুত অন্তর্লীন মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে এই চিকিৎসক শিল্পীর আঁকা ছবিগুলিতে। ফোটোগ্রাফি নিয়ে দীর্ঘ অধ্যবসায়ের একটা ছাপও ছিল তাঁর ছবিতে। তাঁর ছবিতে যা কিছু সংস্কার আছে তা তাঁর জীবনবোধের অঙ্গ। তাঁর ছবিতে যা কিছু উচ্ছ্বাস তা তাঁর স্বভাবের ধর্ম। দোষ গুণ সব মিলিয়েই সজীব মানুষের মতো তাঁর ছবি নীরবে কথা বলে, হাতছানি দিয়ে আমাদের কাছে টানে।

জলরং, অ্যাক্রিলিক ও তৈলচিত্র মিলিয়ে প্রায় ৫০টি ছবি শিরোনামহীন কাজ এই প্রদর্শনীতে ছিল। নদী, পাহাড় এবং প্রকৃতিই প্রধান। সব ছবিতেই ছিল নানা কথা, অনেক বার্তা। যেমন সাড়ে দশ বাই সাড়ে পনেরোর অ্যাক্রিলিকের একটি ছবি। ফুলে ফুলে ভরা গাছে ঝুলে আছে চাবি। শিল্পী এখানে বলতে চান, জীবনের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা (ফুল) তখনই পূর্ণতা পায়, যখন আমরা সঠিক চাবি (জ্ঞান, সাহস, সিদ্ধান্ত বা আত্মঅনুসন্ধান) খুঁজে নিতে পারি। চাবিটি গাছে আছে মানে সমাধান বাইরে নয়, আমাদের নিজের জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত।

চিকিৎসক শিল্পীর একক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রসূনকান্তি ভট্টাচার্য।

–ছন্দা দে মাহাতো

শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা

কিছুদিন আগে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের ভারতীয় মার্গ ও শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম বড় অনুষ্ঠান 'হেমন্ত উৎসব'। উৎসবের আয়োজক সংস্থা এন্তারা ফাউন্ডেশন। এই বছরের শিল্পীদের তালিকায় ছিলেন প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠসংগীতশিল্পী পণ্ডিত সন্দীপন সমাজপতি। অনুষ্ঠানের সূচনায় তবলা লহরা পরিবেশন করেন পণ্ডিত রূপক ভট্টাচার্য। তিনি তিনতালে ফারুখাবাদ ঘরানার বাজ পরিবেশন করেন। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন পণ্ডিত হিরণ্ময় মিত্র। সন্ধ্যার দ্বিতীয় নিবেদন ছিল সরোদ বাদন। শিল্পী পণ্ডিত অভিষেক লাহিড়ি। তিনি রাগ শ্রী পরিবেশন করেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত রূপক ভট্টাচার্য। সন্ধ্যার শেষ শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত সন্দীপন সমাজপতি। তিনি কণ্ঠসংগীতে রাগ চারুকেশী পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষ করেন ঠুংরি দিয়ে। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন পণ্ডিত অশোক মুখোপাধ্যায় ও হারমোনিয়ামে পণ্ডিত হিরণ্ময় মিত্র।

এন্তারা ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সোমেন সরকার বলেন, 'মালদা, বালুরঘাট ও রাজগঞ্জ এই শহরগুলোতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা বহু পুরোনো। অসংখ্য গুণী শিল্পী ও সমঝদার শ্রোতা এখানে রয়েছেন এবং শিল্পের কদর করতে তাঁরা জানেন। এই ধরনের উচ্চমানের অনুষ্ঠান আগামীদিনে যেন আরও আয়োজন করা যায় সে প্রয়াস আমরা করব।'

–সৌকর্য সোম

অন্য চিত্রাঙ্গদা

শতবর্ষের আলোয় দুই নক্ষত্র ও এক রাজকন্যা। এই সুন্দর ভাবনা নিয়ে একটি নৃত্য আলেখ্য নিবেদন করলেন নকশালবাড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা স্বাতী মুখার্জি। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী সৃষ্টি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' এবং তাতে রবীন্দ্র সুরের আকাশের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রের অংশগ্রহণকে মনে রেখে এই অনুষ্ঠান তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে তাঁদের পেরিয়ে আসা জন্মশতবর্ষের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বইমেলার মঞ্চে এই অনুষ্ঠানটির ভাবনা ও রচনায় ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সৌরভ দাস। এই পরিবেশনা মূলত ছিল নৃত্য ও ভাষ্যের যুগলবন্দি। ভাষ্যপাঠে ডঃ দাস ছাড়াও ছিলেন আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সোনালী সরকার। চিত্রাঙ্গদা নিয়ে সিনেমা সহ অনেক নতুন কাজ হয়েছে। সেই সিরিজে এই ভাবনাও নজর কেড়েছে। সাধারণত চিত্রাঙ্গদা যেভাবে মঞ্চস্থ হয় তার থেকে সরে এসে এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ভাষ্যপাঠ ও একক নৃত্যের সংলাপে। কিংবদন্তির যে দুই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর স্মরণে এই ভাবনা তাঁদের প্রসঙ্গ থাকলে দর্শক শ্রোতাদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জুড়তে সুবিধে হত।

–ছন্দা দে মাহাতো

মন ভরাল সারথি

হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারা যাত্রাশিল্পকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ কালচারাল ফোরাম। সুভাষগঞ্জের গ্রামীণ এলাকার কলাকুশলীদের নিয়ে সম্প্রতি পরিবেশিত হল পৌরাণিক যাত্রাপালা 'সারথি'। যাত্রা শুরুর আগে মঞ্চে স্মরণ করা হয় প্রয়াত বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী ও কলাকুশলীদের। তাঁদের পরিবারের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দ্রৌপদীর চরিত্রে কস্তুরী সেন শুরু থেকে শেষপর্যন্ত স্বমহিমায় অভিনয় করে গিয়েছেন। কর্ণের চরিত্রে মানিক দাম, দুর্যোধনের চরিত্রে রতন ঘোষ, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ভজন ঘোষ, ভীমের চরিত্রে অসীম জোয়ারদার, শকুনির চরিত্রে অশোক দাম প্রত্যেকেই মঞ্চে নিজেদের অভিনয়ের দাগ রেখে গিয়েছেন। আয়োজকদের পক্ষে শ্যামসুন্দর পাল বলেন, 'এই সাড়া প্রমাণ করে যাত্রাশিল্প আজও মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে জায়গা করে আছে।'

–দীপঙ্কর মিত্র ও রাহুল দেব

তবলার তালে

রায়গঞ্জের পুরোনো ও স্বনামধন্য সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংগীত সদনের উদ্যোগে সম্প্রতি তবলা বিষয়ের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল মধ্যমোহনবাটী গ্রন্থাগার ভবনে। প্রশিক্ষক দূরদর্শন ও বেতারশিল্পী পণ্ডিত সজল কর্মকারের কথায়, 'তাল ও ছন্দের ভিত্তি, সংগীতের মেরুদণ্ড তবলা ভারতীয় সংগীতের একটি অপরিহার্য অংশ যা সংগীতকে একটি শৈল্পিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতায় নিয়ে যায়।' রায়গঞ্জ শহর এবং হেমতাবাদের চল্লিশেরও বেশি শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে সুমন্ত সরকার ও ধ্রুবজ্যোতি দাস জানান। এই কর্মশালা তাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করল বলে শিক্ষার্থী সায়নদীপ সরকার জানিয়েছে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

তিন নাটকে জীবনের জয়গান

হিন্দুস্তানি রাগসংগীতে মীড়ের কাজের মতোই শিলিগুড়ি শহরে উত্তালের নাটকে প্রাণ আনচান করা একটি অতি সূক্ষ্ম এবং গভীর ভাবনার ছোঁয়া থাকে। আর এই ছোঁয়া থাকে বলেই উত্তালের পরিচালক পলক চক্রবর্তীর কাজকে আলাদা করে চেনা যায়। ৪৯-এর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশে পা দেওয়ার আগে উত্তালের নাটক 'গোপালের মা' শিলিগুড়ির সংবেদনশীল দর্শকদের হৃদয় তন্ত্রী ছুঁয়ে গেল। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে এক সন্ধ্যায় তিনটি নাটকের অভিনয় হল।

প্রথম নাটক ছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো ব্যাগ'। প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচারের আশায় ঘুরে মরা অসহায় নাগরিকের গল্প বলেছে এই নাটক। গোটা ব্যবস্থাটাই যেন এক প্রহসন। নাট্য নির্মাণের অভিনব কৌশলে নাটকটি সকলেরই ভালো লেগেছে। অভিনয়ে ছিলেন সপ্তর্ষি নাগ, শুভম চক্রবর্তী, দিয়া দত্ত, রাজ দে, কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য ও দুর্গাশ্রী মিত্র। দ্বিতীয় নাটক 'স্যুটকেস'। এই প্রযোজনা ছিল বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে উত্তালের শ্রদ্ধার্ঘ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই নাটকে নারীর লড়াইকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। দেশের কল্যাণে নিজের পরিবারকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের স্বপ্নকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন সেই নারী। এই নাটক সমকালীন নারী আন্দোলনের সঙ্গে এসে মিশে গিয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন স্বরূপ দে, দিয়া দত্ত, রাজ দে, দুর্গাশ্রী মিত্র।

শেষ নাটক ছিল প্রদ্যুৎ চক্রবর্তীর 'গোপালের মা'। একেবারে সহজ সরল গল্পের সুচারু উপস্থাপনা কিন্তু অসাধারণ ট্রিটমেন্ট। সমাজের যেসব অপাংক্তেয় চরিত্রকে আমরা গুরুত্ব দিই না তাদেরই একজন গোপালের মা। যাঁরা রোজ আমাদের বাড়ির সব কাজ করে থাকেন। যাঁদের আমরা বিশ্বাস করি না সন্দেহের চোখে দেখি। তাঁদের পরিবারের কেউ মেধাবী হতে পারে এই সত্য আমরা ভাবতেই পারি না। সেই সূক্ষ্ম বিষয় নিয়েই এই নাটক। তিনটি নাটকেরই পরিচালনায় ছিলেন পলক চক্রবর্তী। খুব সুন্দর টিম ওয়ার্ক। ইতিমধ্যে নাটকটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সাড়া ফেলেছে। অভিনয়ে ছিলেন শুভ্রা রায়, অয়নিকা চক্রবর্তী, দিয়া দত্ত ও দুর্গাশ্রী মিত্র। তিনটি নাটকের আবহ নিয়ন্ত্রণ করেছেন সুরজিৎ দাস, আলো করেছেন বিমান দাশগুপ্ত, সাজসজ্জায় শ্যাম ভট্টাচার্য ও সুজাতা চক্রবর্তী।

–ছন্দা দে মাহাতো

বলিষ্ঠ প্রতিবাদ

বহরমপুরের ঋত্বিক নাট্যদলের নাটক 'নির্জন রাখাল'–একটি মুহূর্ত।

কিছুদিন আগে রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি আয়োজিত এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা। চারদিনের নাট্যমেলায় সন্ধ্যায় নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি ইনস্টিটিউটের বহিপ্রাঙ্গণে সকালে চলেছিল চায়ের ধোঁয়ায় নাটকের আড্ডা। প্রথম দিনে বহরমপুরের ঋত্বিক নাট্যদলের পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক 'নির্জন রাখাল'। বৈষম্য এবং ঘৃণার বিরুদ্ধে বহু কণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী এই নাটক দেখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন দর্শকরা। নির্জন রাখাল এ নাটকে প্রতিবাদী। সকলের হৃদয় ছুঁয়েছে এ নাটক। আজকের সময়ের ঘোর ঘৃণা এবং চরম বৈষম্যের আবহে এই নাটক কোথাও যেন দর্শকদের বোধের পিলসুজে আগুন জ্বালায়। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় মালদা নাট্য সেনার নাটক 'যে কথা কখনো ছিল না বলার' এবং মালদা অন্যরঙ্গের নাটক 'সে ও রাজনীতি'।

তৃতীয় সন্ধ্যায় প্রথম পর্বে মালদা ইংলিশবাজার শিল্পী সংস্থার নাটক 'বিধাতা পুরুষ'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন দেবাশিস দত্ত। তাঁর মুনশিয়ানায় এই নাটক দারুণ মনোগ্রাহী। দ্বিতীয় পর্বে ছিল বুনিয়াদপুরের সহচলি নাট্য অ্যাকাডেমির নাটক 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এই নাটকটি সময়ের প্রশ্ন তুলে ধরেছে। শেষ সন্ধ্যার প্রথম নাটক কালিয়াগঞ্জ অনন্য থিয়েটারের 'ত্রিনয়নী'। অয়ন জোয়ারদারের এই নাটকের নির্দেশক বিভুভূষণ সাহা। চিরকালীন নারী নির্যাতনের ওপর ভিত্তি করে লোকশিল্পের আঙ্গিকে নাটকের সঙ্গে নাচ ও গানের মেলবন্ধন এই নাটককে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। নাট্যমেলার শেষ নাটক দিনাজপুর কৃষ্টির 'মৃত্যুটা সন্দেহজনক'। এই নাটক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক মন্থনের ফসল। নাট্যজন সুরজিৎ ঘোষের এই নাটক অভিনয় থেকে শুরু করে বিষয় আলো আবহ সবটাই দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

পঞ্চম বেদের সুরেলা সন্ধ্যা

পণ্ডিত সুখময় মজুমদারের উদ্যোগে মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম বেদের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তিনদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ছিল 'ছোটদের গান শিখি গান গাই' শীর্ষক অনুষ্ঠান। সমবেত সংগীত ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রসেনজিৎ দাস এবং অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র। খুদে শিল্পীদের কণ্ঠে 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে', 'আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি', 'আজ সারাবেলা' ইত্যাদি গান দর্শকমণ্ডলীকে এক অপূর্ব সুরেলা সন্ধ্যা উপহার দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক গান ও হিন্দি গান শোনান এই প্রজন্মের একঝাঁক তরুণ-তরুণী। শেষ দিনের নিবেদন ছিল - শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে বিশেষ অনুষ্ঠান 'রাগাঞ্জলী'। অনুষ্ঠানটিতে সুখময় মজুমদারের নিপুণতা ও গভীর চিন্তন পরিলক্ষিত হয়। রাগ ইমন, চারুকেশী, পুরিয়া ধানেশ্রী এবং ভৈরবী রাগে হিন্দি ও বাংলা গান পরিবেশিত হয়। যন্ত্রানুসঙ্গে ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, উমাশংকর সরকার, অরিন্দম পোদ্দার, ভাস্কর শেঠ, অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং দীপ সরকারের মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা। বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বর্ণালি চক্রবর্তী মৈত্র, দেবাশ্রীতা দাস এবং সুরজিত রায়ের সুন্দর সঞ্চালনা এক অন্য মাত্রা আনে।

– সৌকর্য সোম

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

ভোট-যাত্রায় ‘রেলে সওয়ার’ পদ্ম

বন্দে ভারত যেন লোকাল

সানি সরকার ও প্রণব সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে শিয়ালদা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মাঝে দার্জিলিং মেলের স্টপ ক’টা? যে কোনও যাত্রীর উত্তর হবে চারটি। তালিকা হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পরেও এমন প্রশ্ন যদি করা যায় বন্দে ভারত স্লিপার নিয়ে! যে কেউ ভিরমি খাবে। কেননা, শুক্রবার রেল বোর্ডের তরফে পূর্ব রেল ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলকে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, তাতে স্টপ গুনে শেষ করা যায় না। যে কারণে সেমি হাইস্পিড ট্রেনটির চাকা গড়ানোর আগে অনেকেই স্লিপারটিকে ‘বন্দে ভারত লোকাল’ বলে ডাকা শুরু করে দিয়েছেন। ১৭ জানুয়ারি মালদায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারকে (কামাখ্যা-হাওড়া) সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দক্ষিণ ভারতের পরিবর্তে ভোটমুখী বাংলা ও অসমকে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছিল কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকা বিজেপির ভোট অঙ্ক। শুক্রবার স্টপের তালিকায় তা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমে রেল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কামাখ্যা এবং হাওড়ার মাঝে ট্রেনটি দাঁড়াবে নিউ বঙ্গাইগাঁ, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ ও ব্যান্ডেলে। এই তালিকা প্রকাশ্যে আসার পরই নিজের কেন্দ্রে ট্রেনটির স্টপ চেয়ে দরবার শুরু করে দেন মনোজ টিগ্গা, জয়ন্ত রায়, কার্তিক পালদের মতো বিজেপির সাংসদদের পাশাপাশি কয়েকজন বিধায়ক। ভোটের কথা সরাসরি না লিখলেও, ট্রেনটি অত্যন্ত প্রয়োজন বলে অনেকেই চিঠি পাঠান রেলমন্ত্রককে। রাজ্য নেতারাও ভোটের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। শুক্রবার স্পষ্ট, কাউকে নিরাশ করেননি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। কেননা, কামাখ্যা ও হাওড়া ধরলে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি দাঁড়াবে ১৫টি স্টেশনে। ওই তালিকা অনুসারে, বঙ্গাইগাঁর সঙ্গে অসমে শুধু যুক্ত হয়েছে রঙ্গিয়া। কিন্তু বাংলায় নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ ফরাক্কা, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম। স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কৃতিত্বের দড়ি টানাটানিও শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন ট্রেনটির স্টপ চেয়ে তাঁরা যে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএমকে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন, তা শুক্রবার মনে করিয়ে দিয়েছেন এখানকার বিধায়ক তৃণমূলের সুমন কাঞ্জিলাল। পালটা সাংবাদিক বৈঠক করে একই দাবি করেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি শুধু বলছেন, নিউ আলিপুরদুয়ারে স্টপের কথা ঘোষণা হয়েছে।’

এই অতিরিক্ত স্টপের ফলে কী হবে? গতি কমবে ট্রেনটির। অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ‘গতিহীন’ ট্রেনটির সফর করবেন যাত্রীরা। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদায় পৌঁছাতে দার্জিলিং মেলে সময় লাগে ১০ ঘণ্টার সামান্য বেশি। বন্দে ভারত স্লিপারের ক্ষেত্রে এনজেপি-হাওড়া যেতে সময় লাগবে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। উল্লেখ্য, নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া চেয়ারকার বন্দে ভারতে বর্তমানে সময় লাগছে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা। অর্থাৎ, ‘বিজেপির ভোট অঙ্কে’ স্লিপারে এক ঘণ্টারও বেশি সময় খরচ করতে হবে যাত্রীদের। শিল্পপতি সঞ্জিত সাহা বলছেন, ‘তাহলে তো যতটা ঢাক বাজানো হয়েছিল, চমক দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে ততটা হচ্ছে না। চমক শুধুই ভোটের। বেশি টাকা করে কেন কচ্ছপের গতির ট্রেনে উঠব?’

তবে ভোটের পর সব স্টপ থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলছেন, ‘কোন স্টেশন থেকে কত টিকিট বিক্রি হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই পরবর্তীতে দেখা হবে এবং স্টপ নির্ধারিত হবে।’

উত্তরে ৩,৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : আন্ডারগিয়ারে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ২২ অগাস্ট হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেনি বন্দে ভারত। যাত্রী ক্ষোভ সামাল দিতে বিকল্প হিসেবে যুব এক্সপ্রেসের একটি রেক ব্যবহার করে পূর্ব রেল। ১৩ সেপ্টেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নির্দিষ্ট সময়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রওনা না দেওয়ায় এনজেপিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। কয়েকটি যন্ত্র মেরামতি করে কোনওরকমে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর ট্রেনটি রওনা দেয়। এছাড়াও একাধিকবার বন্দে ভারতের থমকে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ট্রেনটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেলের ভূমিকা নিয়ে।

ভবিষ্যতে যাতে এমন সমস্যার সৃষ্টি না হয় বা কোনও প্রশ্ন ওঠে, তার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বা এনজেপি-তে বন্দে ভারতের মেইনটেনান্স ডিপো তৈরি করছে রেল। ১৭ জানুয়ারি মালদা থেকে প্রকল্পটির শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে শিলান্যাস হবে এনজেপি ফ্রেইট মেইনটেনান্স ডিপো ও শিলিগুড়ি জংশনে অত্যাধুনিক লোকো শেডের। প্রধানমন্ত্রী সূচনা করবেন বালুরঘাট-হিলি নতুন রেললাইন স্থাপন কাজের। এছাড়াও তিনি কোচবিহার-বামনহাট এবং কোচবিহার-বক্সিরহাট বৈদ্যুতিকরণ উৎসর্গ করবেন জাতির উদ্দেশ্যে। সবমিলিয়ে ৩,৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প উত্তরবঙ্গ পাচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর।

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের পথ চলা শুরুকে কেন্দ্র করে এখন চরম ব্যস্ততা রেলে। প্রায় প্রত্যেকদিনই মালদা টাউনে পা পড়ছে রেল বোর্ডের পদস্থ কর্তাদের। ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় ১৭ জানুয়ারি জনসভা রয়েছে নরেন্দ্র মোদির। সভার আগে এখানকারই পৃথক একটি মঞ্চ থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ছাড়াও উত্তরবঙ্গকে ছয়টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী। রেল সূত্রে খবর, ওইদিনই চারটি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন দেশের প্রধান প্রশাসনিক প্রধান মোদি। যার মধ্যে রয়েছে এনজেপির বন্দে ভারত মেইনটেনান্স ডিপো। এনজেপি-কে কেন্দ্র করে এখন তিনটি বন্দে ভারত (হাওড়া, গুয়াহাটি ও পাটনা) চলাচল করে। চলতি মাসেই চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার। এত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দে ভারত চলাচলের দিকে নজর রেখেই এখানে মেইনটেনান্স ডিপো তৈরির সিদ্ধান্ত বলে জানাচ্ছেন রেলকর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক বলেন, ‘বর্তমান সময়ে বন্দে ভারত দেশের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। কোনও কারণে ট্রেনটির চলাচল একদিন বন্ধ থাকলে, তা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। যে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ এনজেপিতে বন্দে ভারত মেইনটেনান্স ডিপো এবং ফ্রেইট মেইনটেনান্স ডিপোর কাজও আগামী বছরের মধ্যে শেষ করা হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর। এনজেপি থেকে ঠাকুরগঞ্জ ভায়া বাগডোগরা ডাবল লাইন হলে শিলিগুড়ি জংশনে কয়েকটি ট্রেনকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। এ কারণে জংশনের লোকো শেডটিকে অত্যাধুনিক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। বালুরঘাট-হিলি রেল সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে জমি অধিগ্রহণ চলছে। কয়েকটি জায়গায় সেতুও তৈরি করেছে রেল।

- বন্দে ভারত স্লিপারের সঙ্গে ছয়টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু
- এনজেপি-তে হচ্ছে বন্দে ভারত মেইনটেনান্স ডিপো এবং ফ্রেইট মেইনটেনান্স
- শিলিগুড়ি জংশনে অত্যাধুনিক লোকো শেড, সূচনা হবে বালুরঘাট-হিলি রেলপ্রকল্পের

কাটমানির ভাগ নিতে বিজেপি নেতাকে টোপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : বালি পাচারে কাটমানির ভাগ নিতে বিজেপি নেতাকে দলে টানতে টোপ তৃণমূল কংগ্রেসের। অন্যথায় সমস্ত অবৈধ কারবার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি। এমনই অভিযোগ উঠেছে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াখালিতে। কখনও মেচি নদীর, কখনও আবার বালাসনের পাথরঘাটা ঘাটের রয়্যালটি দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এখান থেকে বালি পাচার চলছে। অভিযোগ, স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধির স্বামী তথা বিজেপি নেতা কারবারের মূলে। তাঁর মদতেই প্রতি রাতে লক্ষ লক্ষ টাকার বালি পাচার হচ্ছে। এখন এই কারবারের কাটমানির ভাগ চেয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা। পাশাপাশি ওই জনপ্রতিনিধিকে দলবদলের জন্যও চাপ দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন যে, ওই বিজেপি নেতা দলের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। যদিও বন্ধ হয়নি বালি পাচার। মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের (১) প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, ‘ওই বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন বলে শুনেছি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও খবর আমার কাছে নেই। বেআইনি কাজে আমাদের সমর্থন নেই।’

শহর লাগোয়া মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াখালির বালাসন নদীর নিমতলা ঘাটে প্রশাসনিক অনুমতি রয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকমাস ধরে এই ঘাটের কোনও বৈধ লিজ হোল্ডার নেই। অথচ এখান থেকে বালি তুলে শতাধিক ডাম্পার এবং ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা এবং বিহারে পাচার হচ্ছে। অভিযোগ, ‘ভেট’ মেলায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, পুলিশ-প্রশাসন নীরব। হঠাৎ ধরা পড়লে কখনও মেচি, কখনও আবার পাথরঘাটার রয়্যালটি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা যখন জানতে পারেন বিজেপি নেতা মূলে রয়েছেন, তখন থেকেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, প্রথমে মোটা কাটমানি দাবি করা হয়। এরপর নেতাকে তৃণমূলে টানতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পদাধিকারী ও তৃণমূল নেতার সাফ কথা, ‘হয় দলে আসুন, অন্যথায় কারবার বন্ধ করা হবে।’ দলের থেকে টাকার ‘দর’ বেশি। তাই ওই বিজেপি নেতা জার্সি বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। বিজেপির মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দেবনাথের বক্তব্য, ‘ওই নেতা আমাদের দলে থাকলেও কিছুদিন ধরে সক্রিয়ভাবে দলের কোনও কর্মসূচিতে আসছেন না।’ ওই বিজেপি নেতার বক্তব্য, ‘আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বালি পাচার বন্ধ করতে আমিও প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি।’

হামলায় মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতিয়ার এক সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আরেকজন সেখানেই চিকিৎসাধীন। রাতিয়াকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক অবশ্য তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওই গ্রামের বাসিন্দা বৈদেশ্বর রায় বলেন, ‘বন দপ্তর ঠিকমতো তাদের কতর্ব্য পালন করে না। করলে এভাবে বন্যপ্রাণের হানায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটত না। রাতিয়ার পরিবার খুবই গরিব। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে।’ একই দাবিতে রাতিয়ার জামাই দিলীপ ওরাওঁ-ও সরব হয়েছেন। পরিবারটি যাতে সমস্ত রকম সহযোগিতা পায় সেজন্য তিনি উদ্যোগী হবেন বলে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে, হামলার ঘটনার পর বনকর্মীরা বহু চেষ্টা করেও ওই বুনোশুয়োরটিকে খুঁজে পাননি। বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার বলেন, ‘সেটি সম্ভবত জঙ্গলেই ফিরে গিয়েছে।’

আবারও কোচবিহারের বিমান বাতিল

কোচবিহার ৯ জানুয়ারি : বিমান নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ কাটছে না কোচবিহার বিমানবন্দরে। নতুন বছরে মাত্র একদিন বিমানের দেখা মিলেছিল। তারপর আবার বেপাত্তা বিমান।

বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে এসেছিল বিমান। ছয়জন যাত্রী নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। শুক্রবার এনিয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটির ডিরেক্টর শুভাশিস পাল বলেন, ‘৯ তারিখ থেকে টানা চারদিন অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত আবার বিমান বাতিল করা হয়েছে। বিমান বাতিলের জন্য যাত্রী হয়রানি বেড়েই চলেছে।’ চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই বিমান পরিষেবার এই হাল নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ কোচবিহারের মানুষ।

বিমানবন্দরে যাবেন শমীক

আগামী ৩১ জানুয়ারির পর খুব শীঘ্রই আর বিমান ওড়ার আশা নেই বলেই এয়ারপোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে কোচবিহার বিমানবন্দরে যাবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

দলীয় কাজে এই মুহূর্তে তিনি কোচবিহারে রয়েছেন। বিমান পরিষেবার এমন খারাপ পরিস্থিতিতে কোচবিহার বিমানবন্দরে শমীকের যাওয়ার কারণ নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে।

উৎসবের রঙিন প্রস্তুতি।। *আগরতলার লঙ্কামুড়া গ্রামে শুক্রবার। -পিটিআই*

হিলিতে সিন্ডিকেটরাজ

হিলি, ৯ জানুয়ারি : সিন্ডিকেটের মদতে হিলি সীমান্তে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ কারবার। পকেটে পাসপোর্ট আর মাথার ওপর সিন্ডিকেটের হাত থাকলেই হল। দিব্যি টুকটাক সামগ্রী বিক্রি করতে চলে যাওয়া যায় বাংলাদেশে। হিলির স্থলবন্দরে এখন একেবারে ফ্যালো কড়ি মাখো তেল সিস্টেম। ওপারে ব্যবসা করতে যান যেসব ফেরিওয়ালা, তাঁদের যাতায়াতে ‘লাগাম’ পরাচ্ছে সিন্ডিকেট। কেবল পাসপোর্ট থাকলে হবে না, বাংলাদেশ পণ্য বিক্রি করতে গেলে মোটা টাকা নজরানা দিতে হবে। ফতোয়া প্রভাবশালীদের। তাও আবার টাকা দিলেও সবাই সেই ব্যবসা করার অনুমতি পাবেন না। সেজন্য নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ীকে বেছে নিয়েছে সেই সিন্ডিকেট।

এমন অবৈধ কারবার নিয়ে বিএসএফ ও শুল্ক দপ্তর মুখে কুলুপ এঁটেছে। আর হিলি অভিবাসন দপ্তরের ওসি নিশীথ লাহা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে। অফিসে পাসপোর্ট এলে পাসপোর্ট ও ভিসা আইন মেনে প্রক্রিয়া করা হয়। এর বাইরে আর কে কী করছে, তা নিয়ে কিছু বলতে পারব না।’

সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে এভাবে খুচরো পণ্য ফেরি করতে যাওয়ার অভ্যাস কিন্তু বহু পুরোনো। হিলি স্থলবন্দরে অভিবাসন দপ্তরে বাংলাদেশের ভ্রমণের ছাড়পত্রযুক্ত (ভিসা) পাসপোর্ট দাখিল করে ভারত থেকে শীতবস্ত্র, কসমেটিক আইটেম, প্রসাধনী, খাদ্যসামগ্রী কিনে বাংলাদেশে গিয়ে সেসব বিক্রি করে উপাজর্ন করেন হিলির কয়েকজন বাসিন্দা। এই ব্যবসায়ীদের স্থানীয় পরিভাষায় বলা হয় ‘টোপলা পার্টি’। নিয়ম অনুযায়ী এই কারবার অবশ্য বৈধ নয়। তবে স্থানীয় মানুষের রুটিরুজির তাগিদে দীর্ঘদিন অবৈধ ওই কারবারে কোনও বাধা দেয়নি বিএসএফ, শুল্ক দপ্তর বা অভিবাসন দপ্তর।

এখনও অধরা বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : এখনও পর্যন্ত অন্তরালেই জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিতর্কিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বিধাননগর আদালতের নির্দেশের পরেও শুক্রবার রাত পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি বিডিওকে। এদিন নিম্ন আদালতে রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বিডিওর হদিস পায়নি তারা। আদৌ বিডিও এই রাজ্যে রয়েছেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। খবর, আপাতত এই মামলার পরবর্তী শুনানি ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত করা হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টেও চলতি সপ্তাহে মামলার শুনানি হয়নি।

দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্লার খুনের ঘটনায় গত বছর ২২ ডিসেম্বর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিডিওকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিডিও। এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্ন আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুলিশ। গত বছর ২৬ ডিসেম্বর বিধাননগর আদালত বিডিওর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

৯ জানুয়ারির মধ্যে ওই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছিল বলে খবর। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও পুলিশের নাগালে এল না বিডিও। সরকারি সূত্রে খবর, এদিন পুলিশ রিপোর্ট জমা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বিডিওকে এখনও তারা খুঁজে পায়নি। আপাতত সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা। এদিকে চলতি সপ্তাহে সোমবারেই মামলাটি শুনানির জন্য বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চে তালিকাভুক্ত ছিল। তবে বিচারপতিরা না থাকায় শুনানি সম্ভব হয়নি। পরের দিন রাজ্যের তরফে আবেদন করা হয়, মামলাটি বুধবার বা বৃহস্পতিবার শোনা হোক। ৮ জানুয়ারি মামলাটি তালিকাভুক্ত হলেও তার শুনানি হয়নি। যদিও প্রশান্তর মামলায় শীর্ষ আদালত বেশ কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটেও এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে আগামী সপ্তাহে মামলাটি শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এজলাসে তুমুল হট্টগোল

প্রথম পাতার পর

নামে ইডি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে এবং দলের নির্বাচনি রণকৌশল সংক্রান্ত গোপন নথি হাতিয়ে নিচ্ছে।

এদিন এজলাসে মামলাটি ওঠার কথা থাকায় দুপুর থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে। শুনানি শুরুর ঠিক আগে ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে, আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাইক হাতে নিয়ে বারবার আইনজীবীদের শান্ত হওয়ার এবং এজলাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ‘যাঁরা এই মামলার সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁরা দয়া করে বাইরে যান।’ কিন্তু তাতেও হট্টগোল থামেনি। উলটে উত্তেজনা আরও বাড়ে। বিরক্ত বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘৫ মিনিট সময় দিচ্ছি, এজলাস খালি করুন। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, নয়তো শুনানি হবে না।’ তাঁর বারবার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি এজলাস ছেড়ে উঠে যান। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়।

বিচারপতি এজলাস ছাড়তেই হতাশ হয়ে পড়েন ইডি’র আইনজীবীরা। তাঁদের দাবি, সময় নষ্ট করা হচ্ছে যাতে ‘বাজেয়াপ্ত’ বা ‘ছিনিয়ে নেওয়া’ নথিপত্র লোপাট করা সম্ভব হয়। ইডি’র আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘রাজ্য প্রশাসন ও শাসকদল পরিকল্পিতভাবে আদালতের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা মহামান্য প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।’ এদিন বিস্ফোরক দাবিও করেছেন ধীরাজ। তিনি অভিযোগ করেন, মামলার শুনানি শুরুর ঠিক আগে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর ফোন হ্যাক করা হয়েছে। দিল্লির সদর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, এজলাস ভঙ্গের পরই ইডি ই-মেল মারফত প্রধান বিচারপতির কাছে জরুরি ভিত্তিতে অন্য বেঞ্চে শুনানির আবেদন জানায়। যদিও তাতে সাড়া দেননি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

আইনি মহলের মতে, শুক্রবারের এই ঘটনা বেনজির। সাধারণত দু’পক্ষের আইনজীবীদের তর্কবিতর্কের জেরে এজলাস উত্তপ্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র ভিড় ও বিশৃঙ্খলার কারণে বিচারপতির এজলাস ত্যাগের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে খুব একটা দেখা যায়নি। ইডি’র অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী যে নথিপত্র নিয়ে এসেছেন, তাতে কয়লা পাচারের টাকার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য থাকতে পারে। অন্যদিকে রাজ্যের দাবি, ওতে শুধুমাত্র দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষার রিপোর্ট ছিল। এখন দেখার, ১৪ জানুয়ারি শুনানির দিন এই ‘ফাইল রহস্য’ নিয়ে আদালত কী নির্দেশ দেয়। তবে শুক্রবারের ঘটনা বুঝিয়ে দিল, ছাব্বিশের ভোটের আগে এজেন্সি বনাম শাসকদলের লড়াই এখন আর রাস্তায় সীমাবদ্ধ নেই, তা পুরোদস্তুর আইনি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বদল ছাড়া আর উপায় ছিল না

প্রথম পাতার পর

কয়েক ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়েছিল। দেখলাম, উদ্বিগ্ন মুখে যাঁরা শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের ১০০ শতাংশ হিন্দু।

ওই হিন্দু ভোটার থুড়ি ভোটার হওয়ার আবেদনকারীরা মুখে যা নয় তাই ভাষায় গালি দিচ্ছিলেন নির্বাচন কমিশনকে। মুসলিম ভাগাও, হিন্দু বাঁচাও প্রকল্প এসআইআর-এর একেবারে দফারফা যেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কানে জনগণের এই অসন্তোষের খবর না পৌঁছানোর কথা নয়। সেকারণেই তিনি সর্বশেষ বাংলা সফরে এসে দলকে ফের সেই অনুপ্রবেশের তাসে ফেরার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য বিজেপির যে, মেরুকরণ, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বাংলায় সম্পৃক্তি বিন্দুতে (ইংরেজিতে যাকে বলে স্যাচুরেশন পয়েন্ট) পৌঁছে গিয়েছে। ওই দুই তাস যতটা ভোট টানার টেনে ফেলেছে। বাড়তি টানার জাদুকাঠি আর নেই। শুধু ‘ঘুসপেটিয়া’ চিৎকার তেমন সমর্থন নাও পেতে পারে আঁচ করে ভোটের আগে ইডি, সিবিআইয়ের সক্রিয়তার সেই পুরোনো খেলায় ফিরতে হল। এই খেলাতেও অবশ্য মানুষের আর তেমন রুচি নেই। খেলাটির কার্যকারণ ফাঁস হয়ে গিয়েছে যে। মাঝখান থেকে পোয়াবারো তৃণমূলের।

ইডি তল্লাশি শুরু করতেই অকুস্থলে পৌঁছালেন স্বয়ং রাজ্যের প্রধান। খেলাটা ঘুরিয়ে দিতে বরাবরই ওস্তাদ তিনি। এবার আগেই বলে রেখেছেন, ২০২৬-এ খেলা হবে ‘ফাটাফাটি’। ভিনরাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ, বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পুশব্যাক, গান্ধিজি, বঙ্কিমচন্দ্রের অবমাননার অভিযোগ কিংবা বাঙালি অস্মিতা ইত্যাদিও যতটুকু জনসমর্থন টানার টেনে ফেলেছে। স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। খেলা ঘোরাতে তাই নিয়মনীতি, ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া নেই।

আইপ্যাক প্রধানের বাড়ি বা অফিস থেকে ফাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি তুলে আনার মানে তো ইডি’র কাজে বাধা দেওয়াই। ইডি সরকারি তদন্ত সংস্থা। তার মানে সরকারি কাজে বাধাদান হল। আইনে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মরিয়া তৃণমূল নেত্রী সেসবের তোয়াক্কা করলেন না। নিজের হাতে ‘দলের সম্পত্তি’ ছিনিয়ে আনলেন ইডি’র নাকের ডগা থেকে। সরকারি কাজে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাধা দেওয়ার অনন্য নজির হয়ে রইল।

কী আছে ফাইলে, ল্যাপটপে, হার্ড ডিস্কে- কে জানে! তবে দলের সম্পদ নাহয় রক্ষা করলেন দলনেত্রী। তিনি বলতে পারেন, এটা তাঁর দলের গোপনীয়তার অধিকার। তা দলের সম্পদ তিনি রক্ষা করলে করুন। কিন্তু পুলিশকে ব্যবহার কোন আইনে? পুলিশই তো গাড়িতে ফাইল তুলল। তার মানে, পুলিশকে ব্যবহার শাসকদলের একচেটিয়া ‘অধিকার’। তবে সব শাসকেরই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকেত ছাড়া কি এরাজ্যে সিআইডি একটা কদমও ফেলতে পারে?

ইডি’রও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ইশারা ছাড়া পদক্ষেপ করার উপায় নেই। যে মন্ত্রকের দায়িত্বে অমিত শা। ইডি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে কথাটা কি হাতে তুলসীপাতা-বেলপাতা নিয়ে বললেও এদেশে কেউ আর বিশ্বাস করে? তবে ভোটের বাজারে নতুন করে সেটিংয়ের তত্ত্বের আলোচনা জোরালো বাতাস পেয়েছে। সেই জল্পনার সত্যতা থাক বা না থাক, ইডি’র অভিযান যে মমতার হাতে দিল্লি কা লাড্ডু তুলে দিয়েছে, তা তো ঘোর বাস্তব!

আপনার জীবিকা আছে কি না, খেয়ে-পরে বাঁচার মতো আয় আছে কি নেই কিংবা দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, বেকারত্ব আপাতত ইডি’র তল্লাশি নিয়ে সাতকাহন চর্চার আড়ালে পাঠিয়ে তো দেওয়া গেল। অন্যদিকে, এসআইআর-এ হিন্দু মতুয়াদের অসন্তোষ, আমজনতার হয়রানির অভিযোগ কিছুটা ধামাচাপা পড়ল। বাম, কংগ্রেসের আপাতত দূরে দাঁড়িয়ে এই দ্বিমেরু খেলা দেখা ছাড়া উপায় কী! ‘ফাটাফাটি’ খেলা যে শুধু মমতা ও শা’র মধ্যে। তল্লাশিতে বাধা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আইন ভেঙেছেন বটে। নির্বিবাদে তাঁকে ফাইল নিয়ে যেতে দিয়ে ইডি-ও কি ঘোর অন্যায় করেনি? ইডি’র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর ফাইল নিয়ে যেতে দেওয়াতেও কি শা’র মন্ত্রকের সিগন্যাল ছিল না? ভোটের চিত্রনাট্য বড় ধাঁধা হে, বড় গোলকধাঁধা।

সব ফাঁস করে দেব : মমতা

প্রথম পাতার পর

এদিন সন্ধ্যায় আইপ্যাকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘আইপ্যাক একযুগ আগে তৈরি হয়েছে। শুক্রবার আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছে। আমরা তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি এবং আইনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে।’

হাজরার সভায় সবচেয়ে বড় চমক ছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার ‘পেনড্রাইভ’ হুঁশিয়ারি। নাম না করে শুভেন্দুকে ‘গদ্দার’ সম্বোধন করে বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমাদের চোর বলছে? বিজেপির এক বড় ডাকাত জগন্নাথের মাধ্যমে টাকা যায় গদ্দারের কাছে। গদ্দার সেই টাকা দিল্লি পাঠায়। নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ গিয়ে কে কী কীর্তি করেছিল, তাও প্রকাশ করব। আমি নিজে কিছু বলব না, কুণালকে দিয়ে বলাব।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, কয়লা পাচার দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি যখন তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে চাইছে, ঠিক তখনই পালটা টাকার গতিপথ নিয়ে বিজেপির দিকে আঙুল তুলে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন মমতা।

দলনেত্রী যখন কলকাতায় সুর চড়াচ্ছেন, তখন দিল্লিতে অ্যাকশনে তৃণমূল সাংসদরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে এদিন সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র বাড়ির সামনে বিক্ষোভে বসেন ডেরেক ও’ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডলরা। এই আচমকা বিক্ষোভে হতচকিত হয়ে পড়ে দিল্লি পুলিশ। দ্রুত সাংসদদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মহুয়া, শতাব্দীর মতো সাংসদদের টানাহ্যাঁচড়া, চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়ার ছবি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় নেট দুনিয়ায়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চাইছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাথানত আমরা করব না।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে জাতীয় স্তরে মোদি-বিরোধী জোটকে বার্তা দিতে চাইল তৃণমূল।

বিজেপি অবশ্য মমতার এই ‘রাস্তায় নামা’কে নাটক বলেই কটাক্ষ করেছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ এদিন লালুপ্রসাদ যাদবের প্রসঙ্গ টেনে মমতাকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘লালুপ্রসাদজির বাড়িতেও তল্লাশি হয়েছিল। লালুজি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু লালুজি বা রাবড়ি দেবী সিবিআই অফিসে তল্লাশি চালাতে যাননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন, তাকে শুধু অনৈতিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অসাংবিধানিক কাজ বলা যায় না। উনি সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই লজ্জার মুখে ফেলে দিয়েছেন।’

তবে বিরোধীদের এই সমস্ত অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়ে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রশাসনিক বা আইনি লড়াইয়ের থেকেও তিনি বেশি ভরসা রাখছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপরই। তাই সভা শেষে তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে সেই পুরোনো স্লোগান- ‘রাস্তাই আমাদের রাস্তা দেখাবে।’

ছোট্ট তারা
ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রেয়ান বণিক উত্তরবঙ্গ আন্তঃস্কুল স্কলারশিপ কাম ট্যালেন্ট টেস্ট সোসাইটির পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ল্যান্ড ম্যাপ দেখে দখলমুক্ত করার দাবি

একাধিক রাস্তা উধাও বাজারে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : আগুনে ১২টা দোকান ছাই হয়ে যাওয়ার পর টনক নড়েছে। প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের। ময়নাগুড়ি বাজারে জবরদখল ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ভেঙে দিয়েছেন। তবে, দোকানে বর্ধিত শেড বা অংশ ভেঙে আদৌ কি কাজ হবে, এমন প্রশ্ন তুলেছেন শহরের পুরোনো বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, দখল হতে হতে উধাও হয়ে গিয়েছে বাজারের রাস্তা। কয়েকটা দোকানের শেড ভেঙে জতুগৃহ বাজারের হাল ফিরবে না। ল্যান্ড ম্যাপ দেখে কেন বাজার জবরদখলমুক্ত করছে না প্রশাসন?

গত ২ জানুয়ারি সকালে ময়নাগুড়ি বাজারে ভয়াবহ আগুন লাগে। এরপর ব্যবসায়ী সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকানের বাড়তি শেড ভেঙে দেয়। কোনও দোকানের সামনের কংক্রিটের বাড়তি অংশও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই কাজও আপাতত বন্ধ। বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী থেকে শহরের বয়স্ক বাসিন্দারা বলছেন, বাজারের কয়েকটি রাস্তা উধাও হয়ে গিয়েছে। সেখানে পাকাপোক্ত দোকান তৈরি হয়েছে। সেই সমস্ত পুরোনো রাস্তা উদ্ধারের কোনও বন্দোবস্ত নেই। কয়েকটি রাস্তা দখলমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে বাম আমলে। তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে বাজারের রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করার বিষয়টি পুরোটাই আইওয়াশ। সামনেই বিধানসভা ভোট। শাসকদল এখন সবপক্ষকে ম্যানেজ করে চলতে চাইছে। তাই আদতে বাজারের হাল ফিরবে না।

ছোটবড় মিলিয়ে এক হাজার দোকান রয়েছে এ বাজারে। ট্রাফিক মোড় ঘেঁষে বাজারের মূল প্রবেশপথ একেবারেই সরু। একটু এগোলেই শনি মন্দির। এখানেই পাশে চা পাতার দোকান রয়েছে পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিধান সাহার। বাবা প্রয়াত প্রতাপচন্দ্র সাহা দোকান চালাতেন একসময়। বিধান বলেন, 'আমার দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তা ছিল। এখন অবশ্য নেই। এখানেই বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। বাবার আমলে এখানেই দমকলের ইঞ্জিন এসে দাঁড়াতে পারত। এখন স্থায়ী দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে। ল্যান্ড ম্যাপ দেখে জবরদখল মুক্ত করা প্রয়োজন।' বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী অনুপ পাল বলেন, 'আইওয়াশে কাজ হবে না। কিছুদিন পেরিয়ে গেলেই ফের পরিস্থিতি আগের জায়গায় চলে আসবে। ম্যাপ দেখে পাকাপোক্ত কাজ করা প্রয়োজন।'

ময়নাগুড়ি বাজারে দখল হতে হতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাট।

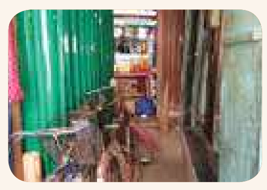

- ছোটবড় মিলিয়ে এক হাজার দোকান রয়েছে ময়নাগুড়ি বাজারে
- দখল হতে হতে উধাও হয়ে গিয়েছে বাজারের রাস্তা
- মুড়িহাটির পাশে একটি চলাচলের রাস্তাও প্রায় বন্ধ

মুড়িহাটির পাশে একটি চলাচলের রাস্তাও প্রায় বন্ধ। দু'দিকের দোকানের শেড এক জায়গায় মিলে গিয়েছে। একসময় চওড়া এই রাস্তায় লোকজন আর যাতায়াত করতে পারেন না। ব্যবসায়ী বুবাই রায়চৌধুরী বলেন, 'পুরোনো ম্যাপ দেখে নতুন করে রাস্তাঘাট চওড়া করে দেওয়াই ভালো।'

নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত মনে করেন, যা কিছু হচ্ছে মনে হয় পুরোটাই মৌখিকভাবে। কোনও লিখিত সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বহু নর্দমার ওপর দোকানপাট রয়েছে। প্রথমেই সমস্ত নর্দমা উন্মুক্ত করা জরুরি। দ্বিতীয় পুরোনো ম্যাপ দেখে একেবারেই পাকাপোক্তভাবে কাজ করা প্রয়োজন।' পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নরেশচন্দ্র দাসও সহমত। তিনি বলেন, পুরো বাজারটাই তো জতুগৃহ।'

নব্বইয়ের দশকে বামফ্রন্টের আমলে বাজারে পুরোনো ম্যাপ দেখে দোকানপাট ভেঙে রাস্তাঘাট কিছুটা দখলমুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আবার পাকাপোক্ত দোকানপাট গজিয়ে ওঠায় ফের বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'এটা প্রশাসনিক বিষয়। আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে এখনও পর্যন্ত ২৫ শতাংশ ব্যবসায়ী বাড়তি শেড ভাঙেননি।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল বলেন, 'বাজারের নর্দমা এবং রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করা হবে। আপাতত ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পুরসভার সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছে।'

নোংরা জল জমে মহকুমা আদালতের সামনে।

জল ডিঙিয়ে পারাপার

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : আদালত চত্বরে জমে আছে নোংরা জল। সেই জল টপকে পারাপার করতে হচ্ছে আইনজীবী থেকে মক্কেল, সবাইকে। ফলে চূড়ান্ত প্রশাসনিক গাফিলতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, দ্রুত পুরসভার দল পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অবহেলা আর গাফিলতির এই ছবি মাল বাসস্ট্যান্ড চত্বরে স্থানান্তরিত মাল মহকুমা আদালতের।

বছরখানেক হল এই এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে মহকুমা আদালত। সেখানেই এক সরকারি ভবনে কাজ শুরু হয়েছে আদালতের। আপাতত অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে চুরি, ডাকাতি, খুন সহ পকসো মামলার শুনানি ও রায় ঘোষণা হয়। দিনভর মক্কেল এবং আইনজীবীদের আসা-যাওয়া লেগে থাকে এখানে। পাশেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার গ্যারাজ। সন্ধ্যার পর সরকারি বাস গ্যারাজে ঢুকলে যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে বাস ধোয়া হয়। তবে নিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় জমে যায় নোংরা জল। এক-দু'জায়গায় নয়। আদালতের সামনে বেশ বড় অংশজুড়ে জমে থাকে কালো নোংরা জল।

আইনজীবীদের অনেকে জানাচ্ছেন, জল কখনও শুকোয় না। নোংরা জলে বংশবিস্তার করছে রোগবাহী কীটপতঙ্গ। পাশে বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিস। সেখানে যেতে হলেও জল পেরিয়ে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো অতিষ্ঠ সকলে।

মহকুমা আদালতের নিজস্ব পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা চলছে। একাধিকবার আদালত চত্বরের পরিবেশ দেখে গিয়েছেন হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতিরা। পরিবহণ সংস্থার গ্যারাজ স্থানান্তর নিয়েও চলছে আলোচনা। এদিকে আদালতের সরকারি আইনজীবী কল্লোল সেন বলেন, 'বাস ধোয়ার পর জল বাইরে বের করার দায়িত্ব পরিবহণ সংস্থার। তা না হওয়ায় জল জমছে।' ডিপো ইনচার্জ অতুলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'গ্যারাজের জলনিকাশির কোনও উপায় নেই। আগেও দপ্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তাছাড়া, পরিষেবা কর বাবদ বছরে ৬৩ হাজার টাকা মাল পুরসভার তহবিলে জমা করে পরিবহণ সংস্থা। তারপরও পরিষেবা পায় না মাল ডিপো।'

বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী সুভাষ প্রসাদ বলেন, 'কর জমা দিলে পরিষেবার দায়িত্ব পুরসভার।' গ্যারাজের এক কর্মী জানান, জমা জলের মধ্যেই গাড়ির নীচে ঢুকে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে হয়। সমাধানের উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।

বিপজ্জনক সড়কে দুর্ঘটনার শঙ্কা

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বাঁকে নর্দমার স্ল্যাব ভেঙে গিয়েছে। একাধিক পথ দুর্ঘটনাও ঘটেছে। যদিও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এখানে ভাঙা স্ল্যাবের উপর রাস্তার মাঝখানে আরও একাধিক কংক্রিটের স্ল্যাব অস্থায়ীভাবে পেতে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই বিপত্তি কয়েকগুণ বেড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অলোক সেন বলেন, 'ভাঙা স্ল্যাবের উপর একাধিক কংক্রিটের স্ল্যাব নিয়ে এসে উঁচু করে অস্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছে।' যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দা জগন্নাথ দাসও। বিষয়টি অবশ্য পুরসভায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার ললিতা রায়।

ওয়ার্ড উৎসবের সূচনা

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে শুক্রবার সকালে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব শুরু হয়। এই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হবে। চারদিন ধরে এই উৎসব হবে বলে জানান ওয়ার্ড কাউন্সিলার অল্পান মুন্সি। অন্যদিকে,

২৪ নম্বর ওয়ার্ড

শনিবার থেকে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে তিনদিনব্যাপী ওয়ার্ড উৎসব শুরু হবে। প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হবে বলে জানান ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম বসু। এই উৎসবে গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া, সংগীতানুষ্ঠান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানাবিধ অনুষ্ঠান হবে।

নিঝুম রাতেও পথে যাঁরা

রাতজাগা শহর

দিনেরবেলা যে শহর মানুষজনের ভিড়ে গমগম করে, রাতে সেই শহরই কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু জেগে থাকে কয়েকটি চরিত্র, যাঁদের রাতেই হয়তো দায়িত্ব অনেক বেশি। কেউ বা নিশীথেই নিজের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। রাতের এমনই কিছু চরিত্র **সৌরভ দেবের** কলমে।

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : রাত তখন প্রায় ১টা। রায়কতপাড়া শনি মন্দিরের বহুতলের নীচে, বন্ধ দোকানের সামনে অন্ধকারে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে কেউ একজন কথা বলছেন। সেখানে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি রয়েছেন কি না আলো কম থাকায় বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু দুটি পথকুকুর ওই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল। ওই ব্যক্তির সামনে এগিয়ে যেতে কুকুরগুলো দৌড়ে পালাল। বোঝা গেল একজনই সেখানে রয়েছেন। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে মানুষটির কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করলাম। বাংলা ভাষাতে কথা বললেও তাঁর কোনও বাক্যরই ঠিকঠাক অর্থ বোঝা গেল না। ওঁকে দু'বার ডাকার পর কথা বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও উত্তর পেলাম না। বুঝতে পারলাম মানুষটি মানসিক ভারসাম্যহীন। হয়তো কোনও মানসিক আঘাত থেকে আজ তাঁর এই পরিণতি। তবে এতটুকু বোঝা গেল প্রতি শীতের রাতেই তাঁর ঠিকানা হয় শহরের কোনও এক ফুটপাথে দোকানের বন্ধ শাটারের সামনের অংশ।

শনি মন্দির মোড় থেকে কয়েক পা দিনবাজারের দিকে এগিয়ে যেতে পাশ দিয়ে হাওয়ার গতিতে হুটার বাজিয়ে ছুটে গেল ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স। গাড়ির গতিতেই স্পষ্ট হল প্রসবযন্ত্রণায় কাতর হওয়া কোনও গর্ভবতীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেলখানা গেটের উলটো পাশের অন্ধকার বারান্দায় কেউ একজন কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে রয়েছেন। পাশে রাখা লাঠি দেখেই অনুমান করা গেল তিনি এলাকার নৈশপ্রহরী হতে পারেন। পায়ের শব্দ পেতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে থাকা টর্চ জ্বালালেন।

সাংবাদিক পরিচয় দিতেই তিনি বললেন, 'আমি এলাকার নাইট গার্ড। একভাবে হেঁটে বেড়ানো যায় না। তাই একটু বসে ছিলাম।' এরপর পায়ের সামনে থেকে লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে গাঙ্গুলি মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

জেলা হাসপাতালের দিকে এগোতেই সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশের নাইট পেট্রলিং ভ্যান। গাড়ির সামনের সিটে কোতোয়ালি থানার একজন সাব-ইনস্পেকটরের সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল এবং সিভিক ভলান্টিয়ার ছিলেন। পূর্বপরিচিত হওয়ায় অফিসার জানতে চাইলেন গভীর রাতে সাংবাদিক কেন রাস্তায়? শহরের রাতের নিরাপত্তা নিয়ে কথা উঠতেই প্রসঙ্গ এল, বছরকয়েক আগে দিনবাজারের গুলি কাণ্ড। জানা গেল ওই ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে গভীর রাতে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই পুলিশ সতর্ক হয়ে যায়।

হাসপাতালের সামনের রাস্তা ধরেই পুলিশের গাড়ি ছুটল টাউন ক্লাবের দিকে। ২০০ মিটার পার হতেই কুয়াশায় ক্রমেই আবছা হয়ে গেল পুলিশের গাড়ি পেছনের লাল আলোটা। তবে প্রতি রাতেই হাসপাতাল এলাকা যে জেগে থাকে তা স্পষ্ট হল এলাকার চা বিক্রেতা শম্ভু সরকারের কথায়। দোকানের সামনে তিনি তখন চায়ের বাসন ধুচ্ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'আগে যখন পুরো হাসপাতালটা এখানে ছিল তখন রোগীর পরিবারের ভিড় থাকত। ফলে রাতভর চায়ের বিক্রি ছিল। এখন সুপারস্পেশালিটিতে অধিকাংশ ওয়ার্ড চলে যাওয়ায় ব্যবসা নেই।'

হাসপাতাল পেরিয়ে টাউন ক্লাবের দিকে যেতেই রাস্তাটা কার্যত খাঁখাঁ করতে লাগল। দিনেরবেলা যে টাউন ক্লাব মোড় গমগম করে, শীতের মধ্যরাতে সেখানে পথকুকুরেরও দেখা মিলল না। একই রাস্তা ধরে ফিরে আসার সময় আবারও রায়কতপাড়া শনি মন্দির মোড়ে কানে এল নাম না জানা ব্যক্তির নিজের মনে কথা বলার শব্দ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

এফএফপি

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০

বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘর প্রাঙ্গণে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বৈষম্যমূলক পেনশন আইন-২০২৫ বাতিল, অষ্টম বেতন কমিশনে পুরোনো পেনশনার্সদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বেতন কমিশন ঘোষণার দাবিতে এই বিক্ষোভ হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তমকুমার সরকার প্রমুখ।

বি.মিশ্রা এন্ড কোম্পানি
বেগুনটারি মোড়, জলপাইগুড়ি

এক্সক্লুসিভ ডিলার:
টাটা শক্তি করোগেটেড টিন
টাটা দুরাশাইন কালার টিন
টাটা স্ট্রাকচুরা এমএস পাইপ
ফোন- 9832044425
8172097952

নিঃশব্দে গল্প বোনে ঐতিহাসিক স্টেশন

স্মৃতির শহর

শহর কখনও একদিনে বদলে যায় না। ধীরে ধীরে তার রাস্তাঘাট, চেনা মুখ, চায়ের আড্ডা আর ভরসার শব্দগুলো পালটে যেতে থাকে। কোথাও উন্নয়নের আলো জ্বলে ওঠে, কোথাও নিভে যায় মানুষের পরিচিত জীবনের ছায়া। উত্তরবঙ্গের শহরগুলোতেও ঠিক তেমনই এক নীরব রূপান্তর চলছে- যেখানে মানচিত্রে শহর আছে, কিন্তু স্মৃতিতে তার পুরোনো নকশা ঝাপসা। 'স্মৃতির শহর' সেই বদলের গল্পই বলবে।

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : মালবাজার স্টেশন দিয়ে বর্তমানে দিনে মাত্র দুটো ট্রেন চলে। দেখে কেউ ভাবতেই পারেন এই স্টেশন নেহাতই ফেলনা, গুরুত্বহীন। কিন্তু এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে মালবাজার স্টেশনের নাড়ির যোগ রয়েছে।

১৮৯৩-'৯৪ সাল নাগাদ মালবাজার তথা ডুয়ার্সের যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হাত ধরে। ব্রিটিশরা মূলত সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই রেলপথের পত্তন করে। এই রেলপথের দৌলতেই ডুয়ার্সের চা খোদ ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনে পৌঁছে গিয়েছিল। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্ব অংশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল মালবাজার শহর থেকে দোমোহনি, চ্যাংরাবান্ধা হয়ে অধুনা বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের মিটারগেজ লাইন। শোনা যায় এই রেলপথ দিয়েই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ে অনেক বিপ্লবী এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

অতীতে ট্রেনে চেপে মানুষ মালবাজারে কেনাকাটা করতে আসতেন। পরবর্তীতে মালবাজার রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করেই এই এলাকায় তৈরি হয় স্টেশন বাজার। দূরদূরান্ত থেকে চাষিরা ট্রেনে করে এই স্টেশনে এসে ফসল বিক্রি করতেন। এখনও এই চত্বরে প্রাত্যহিক বাজার বসে।

মালবাজার স্টেশনের জন্যই এই রাস্তার নামকরণ হয় স্টেশন রোড। অধুনা ঘড়ি মোড়ে ছিল মালবাজার বাসস্ট্যান্ড। এখন যদিও দেখে বোঝার উপায় নেই। সময়ের সঙ্গে সব পালটে গিয়েছে।

১৯৬৮ সালের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সামলে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। বন্যায় এই রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার দোমোহনির সলিলসমাধি হয়। এরপর সারাদিনে মালবাজার থেকে একটি ট্রেন চলত ময়নাগুড়ি পর্যন্ত। পরে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই রেলপথের মিটারগেজ লাইনটি ব্রডগেজে পরিবর্তিত হওয়ার পর ফের এই স্টেশন দিয়ে রেল চলাচলা শুরু হয়।

মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা ঐতিহাসিক ডঃ স্বপনকুমার ভৌমিক আক্ষেপ করে বলেন, 'মালবাজার শহরে প্রাচীনত্বের নিদর্শন দিন-দিন কমছে। এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। না হলে আগামী প্রজন্ম এই শহরের ইতিহাস জানতেই পারবে না। এই শহরের ইতিহাস অবশ্যই আগামী প্রজন্মের জানা উচিত। সেই কারণে আমাদের এই শহরর ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' একই সুরে মালবাজার শহরের প্রবীণ গাড়িচালক গৌতম দত্ত বলেন, 'এখনও ডুয়ার্সের লাইফলাইন আমাদের মাল শহর। তাই এই শহরের অতীতকে ঝাপসা হতে দেওয়া চলবে না। আমাদের জন্য, ভবিষ্যৎপ্রজন্মের জন্য এবং সবচেয়ে বেশি করে এই শহরের জন্য এর ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।'

রংদার

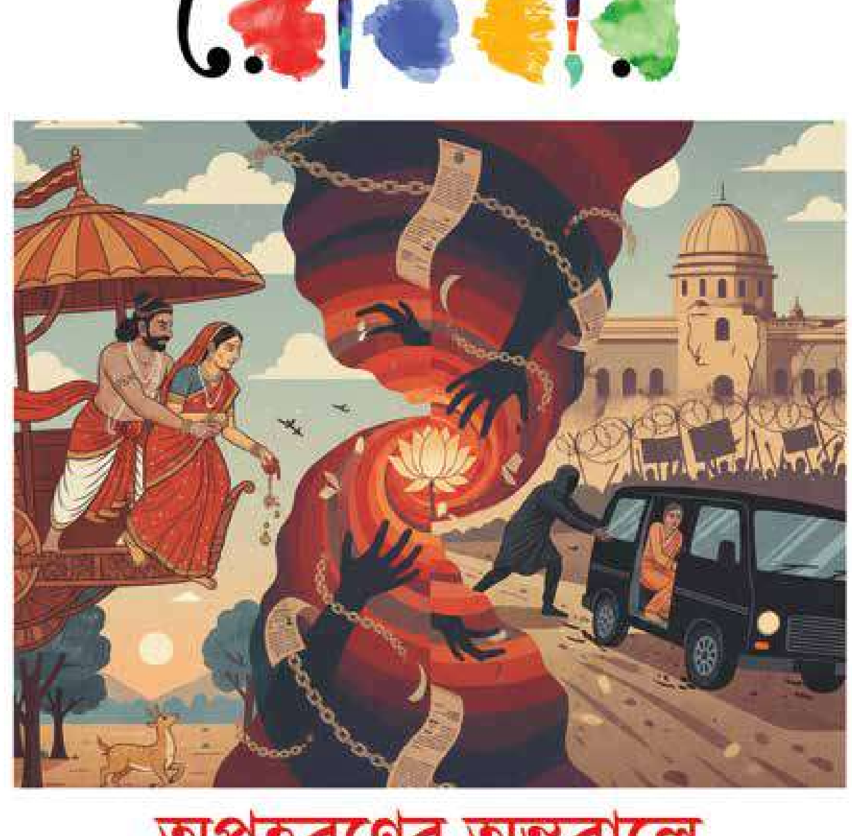

অপহরণের অন্তরালে

রামায়ণের আধুনিক পাঠ বলছে, আর্য সাম্রাজ্য প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ ও অনার্য শক্তির প্রতিবাদ স্বরূপই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। ইলিয়াড বলে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র একটি কিডন্যাপিংকে কেন্দ্র করে। হালে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানকে আমেরিকার তুলে নিয়ে যাওয়া তো একরকম অপহরণই। শুধু টাকার জন্য নয়, এর আড়ালে রয়েছে বহু না জানা গল্পই।

প্রচ্ছদ কাহিনী শৌভিক রায়, সৌমেন সিংহ রায় ও ইন্দ্রনীল দত্ত
ট্রাভেল ব্লগ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য
ছোটগল্প অনুরাধা সেন
অণুগল্প উৎপল সরকার ও রাজু রায়
ছড়া ও কবিতা দেবাশিস কুণ্ডু, প্রবীর ঘোষ রায়, উদয় সাহা, হিমাচল দাশ ও শমীক ঘোষ

পেরিফেরাল নার্ভে ডায়াবিটিসের প্রভাব

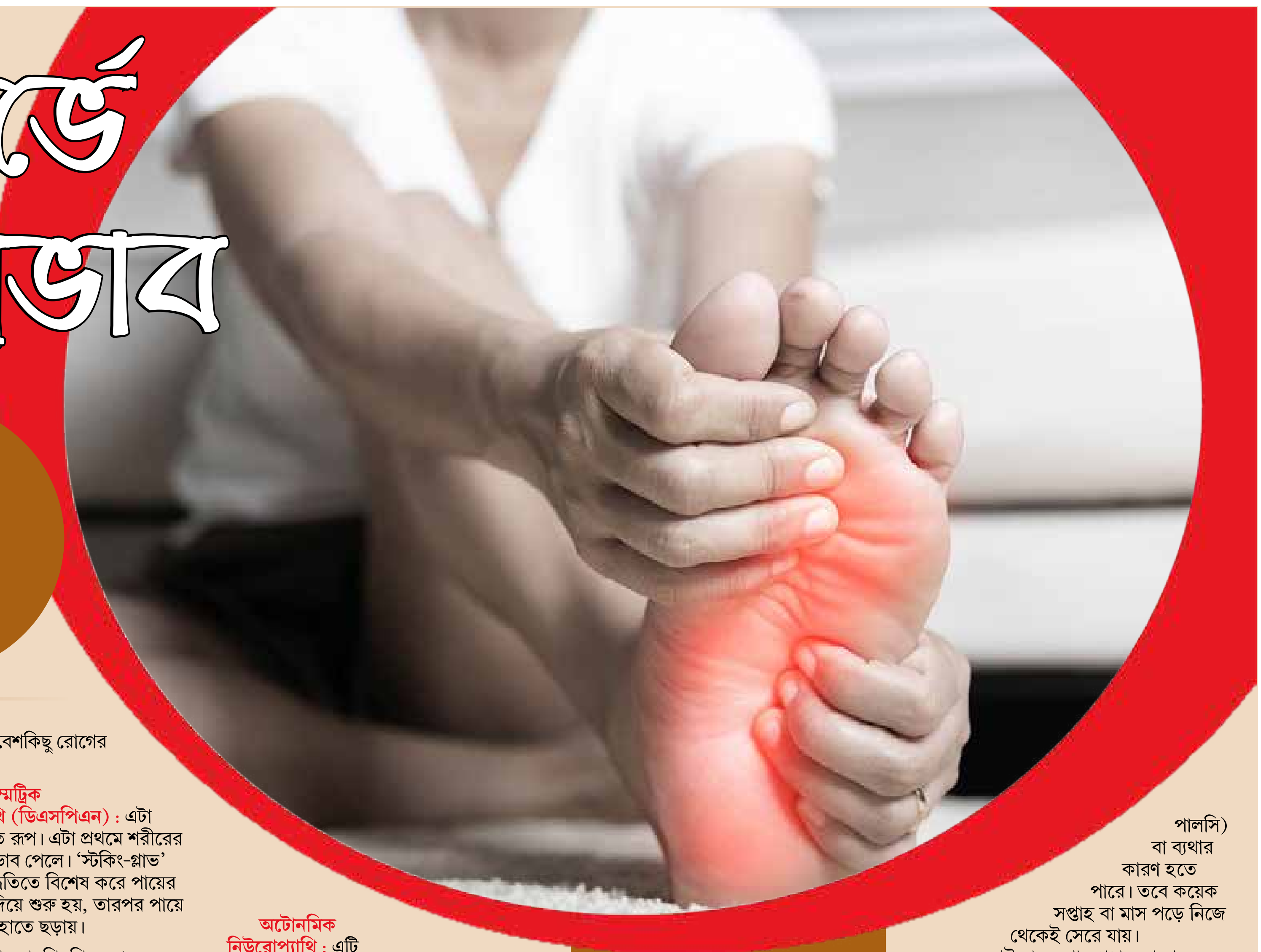

অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা আঘাত লাগলে ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। কখনও বা তাঁদের হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে জিনিসপত্র, কখনও বা এটা-ওটা ভুলে যাচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নামক স্নায়ুর রোগের ইঙ্গিত হতে পারে। বিশেষ করে ডায়াবিটিকদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের নিউরোলজি কনসালট্যান্ট **ডাঃ মায়াঙ্ক প্রিয়রঞ্জন**

মানবশরীরে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম পেরিফেরাল নার্ভ। এটি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে এবং বাকি অঙ্গে সিগন্যাল পাঠায়। সময়ের সঙ্গে হাই ব্লাড সুগার (হাইপারগ্লাইসেমিয়া) স্নায়ুতন্ত্রে ধীরগতির বিষ হিসেবে কাজ করে, যা ডায়াবিটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি (ডিপিএন)-এর জন্য দায়ী। এটা ডায়াবিটিসের অতি পরিচিত জটিলতা। টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবিটিস রয়েছে এমন রোগীর প্রায় ৫০ শতাংশকে প্রভাবিত করে ডিপিএন।

ক্ষতির প্রক্রিয়া : শর্করা কেন নার্ভকে আঘাত করে

হাই ব্লাড সুগার ও নার্ভের ক্ষতির মধ্যেকার যোগসূত্রে বিপাকীয় এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র সম্পর্কিত উভয় কারণই যুক্ত।

বিপাকীয় বিষক্রিয়া (কেমিক্যাল হিট)

গ্লুকোজ শোষণ করতে নার্ভের ইনসুলিন প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ রক্তে শর্করা যখন উচ্চমাত্রায় থাকে তখন নার্ভ এমনিতেই শর্করায় ভরে থাকে। এই অতিরিক্ত গ্লুকোজ বিভিন্ন ক্ষতিকারক পথ তৈরি করে।

পলিওল পাথওয়ে : অতিরিক্ত গ্লুকোজ সরবিটল ও ফ্রুকটোজে রূপান্তরিত হয়। সরবিটল স্নায়ুকোষের মধ্যে জমা হয় ও জল টেনে নেয়। ফলে কোষ ফুলে যায় এবং ক্ষতি হয়।

অক্সিডেটিভ স্ট্রেস : হাই সুগার ফ্রি র‍্যাডিক্যালসের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ফলে অস্থির অণু ডিএনএ এবং কোষের কাঠামোর ক্ষতি করে।

অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এন্ড-প্রোডাক্টস (এজিইএস) : প্রোটিন ও লিপিডকে একসঙ্গে বাঁধে গ্লুকোজ, যা আঠালো অণুর রূপ নেয়। এতে স্নায়ুর প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং প্রদাহ হয়।

মাইক্রোভাসকুলার ইনজুরি (ইস্কেমিক হিট)

পেরিফেরাল নার্ভের নিজস্ব রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন হয়, যা ভাসা নার্ভোরাম নামে ক্ষুদ্র রক্তনালি দিয়ে সরবরাহ হয়। ডায়াবিটিস এই ছোট্ট রক্তনালির ক্ষতি করে। ক্রমে রক্তনালি পুরু হয়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে নার্ভগুলি অক্সিজেন ও পুষ্টি (ইস্কেমিয়া) থেকে বঞ্চিত হয়। সেইসঙ্গে কার্যকরভাবে স্নায়ুতন্তুর শ্বাসরোধ করে দেয় যতক্ষণ না সেগুলো মারা যায়।

ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথির ধরন

ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি কোনও একটা অবস্থা নয়, বরং বেশকিছু রোগের সমষ্টি।

ডিস্টাল সিমেট্রিক পলিনিউরোপ্যাথি (ডিএসপিএন) : এটা সবথেকে পরিচিত রূপ। এটা প্রথমে শরীরের দীর্ঘতম নার্ভে প্রভাব পেলে। 'স্টকিং-গ্লাভ' ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতিতে বিশেষ করে পায়ের আঙুল ও পাতা দিয়ে শুরু হয়, তারপর পায়ে ছড়ায় এবং পরে হাতে ছড়ায়।

লক্ষণ : অসাড়তা, ঝিনঝিন ধরা, জ্বালাপোড়া ব্যথা বা সম্পূর্ণ বোধ হারিয়ে ফেলা।

ক্ষতির দিক : বোধ বা সংবেদন হারিয়ে ফেললে বিভিন্ন আঘাত যেমন কাটাছেঁড়া, ফুসকুড়ি প্রভৃতির দিকে নজর থাকে না। ক্রমে এগুলো সংক্রামিত হয়ে যায় এবং রক্ত সঞ্চালনের অভাবে আলসার এমনকি অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন হতে পারে।

অটোনমিক নিউরোপ্যাথি : এটি সেই নার্ভে প্রভাব ফেলে যা শরীরের অনৈচ্ছিক ফাংশনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কার্ডিওভাসকুলার : অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘোরাতে পারে।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল : গ্যাস্ট্রোপেরেসিস এমন এক অবস্থা যা পেটের নিজেই খালি করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ফলে বমিবমি ভাব, পেট ফোলা এবং ব্লাড সুগার অস্বাভবিক ওঠানামা করে।

ইউরোজেনিটাল : এক্ষেত্রে মূত্রাশয় ধরে রাখা এবং ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের সমস্যা হতে পারে।

প্রক্সিমাল নিউরোপ্যাথি (ডায়াবিটিক অ্যামিওট্রফি) : এটি সাধারণত উরু ও নিতম্বের একদিকে প্রভাব ফেলে। যেসব বয়স্ক মানুষের টাইপ-২ ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে তীব্র ব্যথার পর পেশিতে দুর্বলতা ও অ্যাট্রফি (কোনও অঙ্গ বা টিস্যুর আকার কমে যাওয়া বা ক্ষয় হওয়াকে বোঝায়) হতে পারে।

ফোকাল নিউরোপ্যাথি (মনোনিউরোপ্যাথি) : এক্ষেত্রে প্রায়ই মুখ, পা বা ধড়ের বিশেষ কোনও একটি নার্ভের ক্ষতি হয়। এটি হঠাৎ দুর্বলতা (যেমন, বেলস পালসি) বা ব্যথার কারণ হতে পারে। তবে কয়েক সপ্তাহ বা মাস পড়ে নিজে থেকেই সেরে যায়।

হাই ব্লাড সুগার প্রধান কারণ হলেও অন্যান্য কারণও নার্ভের ক্ষতিকে ত্বরান্বিত করে। এরমধ্যে রয়েছে –

ডায়াবিটিসের সময়কাল : আপনার যত সময় ধরে ডায়াবিটিস থাকবে ঝুঁকি তত বেশি হবে।

গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণে না থাকা : উচ্চতর HbA1c মাত্রা রোগের তীব্রতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি : উচ্চ কোলেস্টেরল, ওবেসিটি এবং উচ্চ রক্তচাপ – ভাসকুলারের ক্ষতির জন্য দায়ী, যা নার্ভের ক্ষতি করে।

ধূমপান : ধূমপানের ফলে ধমনী সংকুচিত হয়ে যায়। এতে নার্ভে রক্ত প্রবাহের অভাব আরও বেড়ে যায়।

ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথির ফলে ডায়াবিটিস রক্তে শর্করার মাত্রা প্রভাবিত করে এবং রোগীর সংবেদনশীলতার ওপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করে, যাতে রোগীর পৃথিবী সম্পর্কে অনুভূতি এবং চলাফেরার পদ্ধতি বদলে যায়।

জীবনের মান বজায় রাখতে নিয়মিত পায়ের পরীক্ষা ও নিউরোলজিক্যাল স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শনাক্তকরণ অপরিহার্য।

প্রতিরোধের উপায়

- স্নায়ুকোষ একবার মারা গেলে আর তৈরি হয় না। তখন চিকিৎসার লক্ষ্য হয় প্রতিরোধ এবং ধীর অগ্রগতি।
- রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখাই নিউরোপ্যাথির অগ্রগতি রোধের একমাত্র প্রমাণিত পদ্ধতি।
- যাঁদের বোধশক্তি কমে গিয়েছে তাঁদের কোথাও কাটাছেঁড়া বা ঘা হয়েছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে সেটার কিছু করা না গেলেও নির্দিষ্ট ওষুধের সাহায্যে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। তবে স্ট্যান্ডার্ড পেইনকিলার প্রায়শই কোনও কাজে দেয় না।
- ধূমপান ছাড়ুন, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যাতে বাকি স্বাস্থ্যকর নার্ভে রক্ত সঞ্চালন যথাযথ হয়।

'হার্ট ফ্রেন্ডলি' তেলে শরীরের বারোটা বাজাচ্ছেন না তো

বাজারের ব্যাগে ঝকঝকে প্যাকেট। তাতে বড় বড় হরফে লেখা 'রিফাইন্ড' বা 'পরিশোধিত'। আমরা ভাবি, এই তেল মানেই বুঝি হার্টের সুরক্ষা আর ঝরঝরে শরীর। শিলিগুড়ি থেকে মালদা, কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি - মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে সর্ষের তেলের বদলে জায়গা করে নিয়েছে সাদা তেল বা রিফাইন্ড ভেজিটেবল অয়েল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আপনার শখের 'লাইট' অয়েল বা রিফাইন্ড তেল শরীরের বিপাক হার বা মেটাবলিজম কমিয়ে দিয়ে আপনাকে তিলে তিলে অসুস্থ করে তুলছে।

জাঁকজমক বনাম আসল সত্যি

কয়েক দশক ধরে আমাদের শেখানো হয়েছে, ঘি বা সর্ষের তেল মানেই মেদ এবং হার্টের অসুখ। বিকল্প হিসেবে সামনে আনা হয়েছে সূর্যমুখী, সয়াবিন বা রাইসব্র্যান অয়েলকে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, এই পরিশোধিত তেল তৈরির প্রক্রিয়াটিই আসলে অস্বাস্থ্যকর। দানাশস্য থেকে তেল বের করতে ব্যবহার করা হয় মারাত্মক রাসায়নিক (যেমন হেক্সেন) এবং প্রচণ্ড তাপমাত্রা। এই উচ্চ তাপে তেলের স্বাভাবিক পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তা ট্রান্স ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়। ফলে যা 'হৃদযন্ত্রের বন্ধু' বলে বিক্রি হচ্ছে, তা আদতে প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেটাবলিজম বা বিপাক হার কমছে কেন

আমাদের শরীর একটি ইঞ্জিনের মতো। আমরা যা খাই, শরীর তা পুড়িয়ে শক্তি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াকেই বলে মেটাবলিজম। রিফাইন্ড তেলে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। অতিরিক্ত ওমেগা-৬ শরীরের কোষের ভেতরে থাকা মাইটোকন্ড্রিয়া বা শক্তির আধারের ক্ষতি করে। যখন আপনার কোষগুলো ঠিকমতো শক্তি উৎপাদন করতে পারে না, তখন আপনার মেটাবলিজম বা বিপাক হার কমে যায়। ফলাফল? আপনি অল্প খেয়েও মোটা হয়ে যাচ্ছেন, সারাদিন ক্লান্তি ভাব থাকছে এবং থাইরয়েডের মতো হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আধুনিক তেলগুলো আমাদের শরীরে এক ধরনের 'ধীরগতির বিষ' হিসেবে কাজ করছে যা টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘানিভাঙা তেলের সেই সোনালি দিন

উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে আজও ঘানিভাঙা সর্ষের তেলের কদর আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এখন হাতজোড় করে সেই পুরোনো অভ্যাসেই ফিরে যেতে বলছে। সর্ষের তেল বা নারকেল তেল হল কোল্ড প্রেসড বা কাচ্চি ঘানি। এতে কোনও রাসায়নিক থাকে না এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ঘি বা সর্ষের তেল খেয়েও দীর্ঘজীবী হতেন এবং চনমনে থাকতেন, কারণ সেই তেল শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় বাধা দিত না।

নিরাপদ সর্ষের তেল বা ঘি

চিকিৎসকদের মতে, ভারতীয় রান্নার যে ধরন, অর্থাৎ কড়াইতে তেল ফুটিয়ে মশলা কষানো তার জন্য রিফাইন্ড অয়েলের চেয়ে সর্ষের তেল বা ঘি অনেক বেশি নিরাপদ। কারণ রিফাইন্ড তেল বেশি তাপে দ্রুত বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করে, যা শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়িয়ে দেয়।

অতএব রান্নাঘরে বদল আনতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

সাদা তেলকে বিদায় জানান : রান্নাঘর থেকে সয়াবিন, রাইসব্র্যান বা সূর্যমুখী তেলের মতো উচ্চ পরিশোধিত তেল ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলুন। বদলে ঘানি ভাঙা সর্ষের তেল ব্যবহার শুরু করুন।

ঘি-ভীতি কাটান : ভালো মানের ঘি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। বরং এটি হজম শক্তি বাড়াতে এবং মেটাবলিজম উন্নত করতে সাহায্য করে। তবে পরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে।

তেল গরম করার নিয়ম : একই তেল বারবার গরম করে ভাজাভুজি খাওয়া বন্ধ করুন। এটি বিষের সমান।

লেবেল পড়ার অভ্যাস : বিস্কুট, চিপস বা বাইরের ভাজা খাবারে প্রধানত সস্তা রিফাইন্ড তেল বা পাম অয়েল ব্যবহার করা হয়। এই আলগা খাবারের পরিমাণ কমান।

সুস্থ থাকা মানে শুধু কম খাওয়া নয়, বরং সঠিক জিনিসটা খাওয়া। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য আর 'কোলেস্টেরল ফ্রি' ট্যাগ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। উত্তরবঙ্গের জল-হাওয়ায় সর্ষের তেল আর ঘরের তৈরি সাধারণ খাবারই আমাদের শরীরের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মনে রাখবেন, মেটাবলিজম ঠিক থাকলে শরীর নিজে থেকেই রোগ প্রতিরোধ করবে। তাই তেলের প্যাকেট বদলানোর আগে একটু ভাবুন আপনার রান্নাঘর কি সুস্থতার পথে হাঁটছে, নাকি অসুস্থতার?

মনে রাখবেন, পুরোনো সেই ঘানিভাঙা তেলের ঝাঁঝেই লুকিয়ে আসল স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি।

স্পনসরও হারাচ্ছেন মুস্তাফিজুররা

ভারতের দালাল, তামিমকে বিসিবি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি : ভারতের দালাল!

দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার তামিম ইকবালকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)! ভারত-বাংলাদেশ চলতি বিতর্কের বাস্তব ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক। তামিমের যে বক্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বিসিবি। 'ভারতের দালাল' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেন বিসিবি-র ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম।

তামিম আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থেই সদর্থক পদক্ষেপের ওপর জোর দেন। তামিমের যুক্তি, বাংলাদেশ ক্রিকেট-পাগল দেশ। কোনও পদক্ষেপ করার আগে সমর্থকদের কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজন, বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিসিবি স্বাধীন সংস্থা। সরকারের প্রভাব থাকলেও বিসিবি-র উচিত স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

তামিমের বাস্তববাদী পরামর্শকে কার্যত দেশবিরোধী আখ্যা দিয়েছেন বর্তমান বিসিবি-র অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক। নিজের দেশের কিংবদন্তিকে ভারতের দালাল আখ্যা দিয়ে এম নাজমুল ইসলাম সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গোটা দেশের মানুষ নিজেদের দুই চোখ দিয়ে দেখল এক পরীক্ষিত ভারতের দালালের আত্মপ্রকাশ।'

বিসিবি-র অন্যতম ডিরেক্টর নাজমুল এখানেই থেমে থাকেননি। অপর এক পোস্টে আরও দাবি করেন, মুস্তাফিজুর রহমান ইস্যু গোটা দেশের কাছে স্পর্শকাতর। নিরাপত্তার কারণে বিশ্বকাপে ভারতে খেলা কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও চিন্তিত সরকার। অথচ, দেশের মানুষের আবেগকে অবজ্ঞা করে ভারতের হয়ে ব্যাট ধরতে দেখা গেল বাংলাদেশের হয়ে ১৫ হাজারের বেশি রান করা এক কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে! তামিম সম্পর্কে যে মন্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটমহল দ্বিধাবিভক্ত। তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ তাঁর সমর্থনে মুখ খুলে গোটা বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ক্রিকেটার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, 'প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকে নিয়ে বিসিবি ডিরেক্টরের বক্তব্যে আমরা হতবাক। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দেশের হয়ে ১৬ বছর খেলার পর তামিমের এটা প্রাপ্য নয়। এই ধরনের মন্তব্য বাংলাদেশের ক্রিকেটকেই অপমান করা।'

ভারত-বিরোধিতা করে বাংলাদেশ ক্রিকেটের টিকে থাকা কঠিন। তামিম কার্যত সেই বাস্তবের আয়নাই দেখিয়েছিলেন। আর তামিম যে ভুল বলেননি, হাতেনাতে প্রমাণ মুস্তাফিজুর রহমান সহ বাংলাদেশের একঝাঁক ক্রিকেটারের স্পনসরশিপ হারানোর আশঙ্কা। ভারতের ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা স্যান্সপারেলস গ্রিনল্যান্ডস (এসজি) বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাদের চুক্তি রদের কথা ভাবছে। একই পথে বিদেশি আরও একঝাঁক স্পনসর সংস্থা।

বাংলাদেশ বোর্ডের এক আধিকারিক সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, কঠিন সময়ের মধ্যে যাচ্ছে সেদেশের ক্রিকেট। খেলোয়াড়রা সবদিক থেকে চাপের মধ্যে রয়েছেন। শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ হাতছাড়া করলে আরও বড় সংকট দেখা যাবে। বাংলাদেশ দলের কোচিং স্টাফদের মধ্যে এক বিদেশি সদস্যের মতে, সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপ। সেই মেগা আসরে যদি না খেলে দল, তাহলে তাঁদের দায়িত্বে থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

তামিমের সুরে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন বিসিবি-র প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ আশরাফুল হক। অভিযোগ, 'ক্রিকেট বোর্ডকে কার্যত হাইজ্যাক করেছে রাজনৈতিক নেতারা। ক্রিকেট সম্পর্কে যাঁদের কোনও ধারণা নেই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ— সর্বত্র একই ছবি। জগমোহন ডালমিয়া, আইএস বিন্দ্রা, মাধবরাও সিন্ধিয়ারা থাকলে এই রকম হত না। ভারত-পাকিস্তান আর ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কে আলাদা। ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছিল।'

এদিকে ভারতে না খেলার আবেদন জানিয়ে আইসিসি-কে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখেছে বিসিবি। নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছু হটে নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে। যে চিঠিতে বলা হয়েছে, ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, সাংবাদিক, সমর্থক— ভারতে যাওয়া প্রত্যেক বাংলাদেশির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। জবাবে আইসিসি-র তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বল আপাতত বিসিবি-র কোর্টে। ভারত বয়কট নাকি ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান বদলে খেলার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি, সেটাই দেখার।

ভারত-পাকিস্তান আর ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কে আলাদা। ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছিল।

-সৈয়দ আশরাফুল হক
(বিসিবি-র প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি)

দেশের হয়ে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৩৯১টি ম্যাচ খেলার পরও কটাক্ষ শুনতে হল তামিম ইকবালকে।

ব্যর্থতার 'বনবাসে' বাংলা ক্রিকেট

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : দিন বদলে যায়। ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর ঘুরে যায়। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেটের হাল ফেরে না। বরং বেহাল দশা সময়ের সঙ্গে আরও প্রবলভাবে সামনে আসে।

সাফল্য শব্দটা জীবনে এগিয়ে চলার পথে সবসময় প্রয়োজন। কিন্তু বাংলা ক্রিকেটে সাফল্য শব্দটাই নেই। রয়েছে শুধু ব্যর্থতা। প্রতি মরশুম শুরুর সময় অনেক স্বপ্নের জাল বোনা হয়। সময়ের সঙ্গে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। জাতীয় মঞ্চে কেন বাংলার এমন করুণ দশা, তা নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে রীতিমতো হাসাহাসি হয়। যে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির পদে বসে রয়েছেন স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সেই দলের এমন বেহাল দশা নিয়ে কটাক্ষ, সমালোচনা স্বাভাবিক।

পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, ১৯৮৯ সালে বাংলা শেষবার রনজি ট্রফি জিতেছিল। মাঝে দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্য এসেছিল। তাও সেটা চোদ্দো বছর আগে, ২০১২ সালে। রামায়ণে রামচন্দ্রের বনবাস হয়েছিল চোদ্দো বছরের। সর্বভারতীয় স্তরে বাংলার সেই চোদ্দো বছর পার হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থতার 'বনবাস' পর্ব এখনও চলছে। হয়তো আগামীদিনেও এমনটাই চলবে। কিন্তু কেন এমন দশা বঙ্গ ক্রিকেটের? এককথায় স্পষ্ট জবাব নেই। বরং বাংলা ক্রিকেটে লবিবাজি থেকে শুরু করে ক্লাব ক্রিকেটের রমরমা, ময়দানের ছোট মাঠ—এমন অনেক বিষয় সামনে আসবে। একটা ছোট্ট উদাহরণ হল, বিজয় হাজারেতে ব্যর্থ হওয়া বাংলা দলে বড়িশা ক্লাবের মোট আটজন ক্রিকেটার ছিলেন। ঘটনা হল, বছরের পর বছর এমনটা চলছে। সবাই সব জানেন। কিন্তু তারপরও সমস্যার সুরাহা হয় না। বরং বাংলার ক্রিকেট কর্তারা ভাবেনই না নতুন কিছু।

গতকাল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ হেরে বিজয় হাজারে থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে বাংলার। রাজকোট থেকে গাড়িতে আহমেদাবাদ, সেখান থেকে বিমানে কলকাতায় ফিরেও এসেছে পুরো দল। মুস্তাক আলির পর বিজয় হাজারেতেও কেন গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল বাংলা? ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে সিএবি-রও রয়েছে অনীহা। সভাপতি সৌরভ আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি সেখান থেকে ফেরার পর কি বাংলা দলের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত হবে? জবাব জানে না কেউই। বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অন্তত ছয়টি অনুশীলন সেশন চেয়েছিলেন। পাননি। বাস্তবে পেয়েছিলেন মাত্র দুইটি অনুশীলন সেশন। সেখানেও কলঙ্ক। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা দল অনুশীলন করতে হাজির হয়ে দেখে, মাঠ ও আউটফিল্ড ভিজে। ভেস্তে যায় অনুশীলন। ফলে একদিন অনুশীলন করেই রাজকোট যেতে হয়েছিল টিম বাংলাকে। এমন ঘটনার দায় কার? সিএবি-র অন্দরে রয়েছে দায় এড়ানো ও পিঠ বাঁচানোর চেনা খেলা।

কেন টিম বাংলার এমন দশা? উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে ছানবিন চালিয়ে যে সব তথ্য সামনে আসছে, সেগুলো নতুন নয়। আগেও ছিল। আজও রয়েছে। মাঝে বছর ঘুরে গিয়েছে শুধু। ময়দানের ছোট মাঠ, মন্থর পিচ, বল হাঁটুর উপর না ওঠা, সুইপ ছাড়া বাকি শট খেলার ব্যাপারে ব্যাটারদের অনীহা ও অকর্মণ্যতা- এমন নানা বিষয় রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন সরকারিভাবে দলের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। যদিও টানা ব্যর্থতার পর সিএবি-র অন্দরে বাংলার কোচ বদলের হাওয়া উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ভিনরাজ্য থেকে ডিগ্রিধারী কোচ নিয়ে আসার দাবি উঠেছে সিএবি-র অন্দরে। প্রশ্ন হল, ব্যর্থতার দায় কি একা কোচের? নাকি ক্রিকেটারদের? সিএবি-র শীর্ষকর্তারা কি দায় এড়িয়ে যেতে পারেন?

বঙ্গ ক্রিকেটের 'মৌচাকে' ঢিল পড়লে সংবাদমাধ্যমকে ভিলেন বানিয়ে দেওয়া হয়। বাস্তবে ক্রিকেটের উন্নতিতে কিছুই করেন না সিএবি-র কর্তারা। ফল, ব্যর্থতার 'বনবাসেই' থেকে যায় টিম বাংলা।

- বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ছয়টি অনুশীলন সেশন চেয়ে পেয়েছিলেন জোড়া সেশন।
- যার একদিন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা দল অনুশীলন করতে হাজির হয়ে দেখে, মাঠ ও আউটফিল্ড ভিজে।
- কলকাতা ময়দানের ছোট মাঠ, মন্থর পিচ, বল হাঁটুর উপর না ওঠা।
- সুইপ ছাড়া বাকি শট খেলার ব্যাপারে ব্যাটারদের অনীহা ও অকর্মণ্যতা।

ইসিবি-র কোর্টে বল ঠেলেলেন ম্যাককুলাম

বাজ ছাঁটাইয়ের দাবি পিটারসেনেরও

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি : জিওফ্রে বয়কটের পর এবার কেভিন পিটারসেন।

অ্যাসেজে 'বাজবল' মুখ থুবড়ে পড়ার পর হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে ছাঁটাইয়ের দাবিতে সোচ্চার হলেন। ইসিবি-কে পরামর্শ দিলেন, ম্যাককুলামকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হোক অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে। ফ্লাওয়ারের কোচিংয়ে ২০২৫ সালে প্রথমবার আইপিএল জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ইংল্যান্ডের দায়িত্বেই অতীতে সাফল্য পেয়েছেন প্রাক্তন জিম্বাবোয়ে তারকা।

ব্যর্থতা সরিয়ে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে ফ্লাওয়ারের শরণাপন্ন হওয়ার দাবি তুলে দিলেন পিটারসেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা লিখেছেন, 'ইংল্যান্ড কি আবার অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে দায়িত্বে ফিরিয়ে আনতে পারে না? ও মূলত টেস্ট ক্রিকেটার ছিল। কোচ হিসেবে সেই ভাবনাটা একসময় ছিল ওর মধ্যে। কিন্তু অনেকের মুখে শুনেছি বর্তমান টি২০ জমানায় নিজেকে বদলে ফেলেছে ও। সম্প্রতি আইপিএল-ও জিতেছে কোচ হিসেবে।'

গতকালই কিংবদন্তি বয়কট ইংল্যান্ড ক্রিকেটকে বাঁচাতে অবিলম্বে ম্যাককুলাম সহ বাজবলকে বিদায় জানানোর জন্য সোচ্চার হয়েছেন। বয়কটের অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে ওরা সমর্থকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। বলেছে, এই অ্যাসেজ সফর মূল লক্ষ্য। আর লক্ষ্য পূরণে নাকি ঘুঁটি সাজাচ্ছেন ম্যাককুলাম, বেন স্টোকস, রব কি-রা। অথচ, গোটা সিরিজে আগাগোড়া ভুল করে গেল। অবিলম্বে ম্যাককুলাম সহ যে ক্রিকেট দর্শনকে বিদায় জানানোর প্রয়োজন।

ম্যাককুলাম যদিও পদত্যাগের মুডে নেই। বল ঠেলেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টেই। অ্যাসেজ বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই সার্বিক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, যে বৈঠকের ওপর নির্ভর করবে বেন স্টোকসদের বর্তমান হেডস্যারের ভবিষ্যৎ। যদিও ম্যাককুলাম 'ভাঙব তবু মচকাব না' মেজাজে। সাফ কথা, কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা ঠিক করবে ইসিবি। তাঁর কিছু বলার নেই। দল, খেলোয়াড়দের স্বার্থে ইসিবি'র যে কোনও পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মেনে নিচ্ছেন, উন্নতির বেশ কিছু জায়গা যে রয়েছে। তবে বোর্ড কর্তাদের তাঁর নতুন করে আর কিছু বলার নেই।

২০২২-এ দায়িত্ব নেওয়ার পর খেলার ধরন পুরোপুরি বদলে দেন। বাজবলের আগ্রাসী ক্রিকেটের ঝলকে চমকে গিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়া। যদিও ধারাবাহিকতার অভাব, বড় সিরিজে সাফল্য না পাওয়ার ব্যর্থতা পিছু ছাড়েনি। পুরোনো স্মৃতি উসকে দিয়ে ম্যাককুলাম বলেছেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার একটাই লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেটের প্রতিভা, শক্তিকে নতুন মাত্রা যোগ করে শক্তিশালী টেস্ট দল গড়ে তোলা।'

দায়িত্ব নেওয়ার একটাই লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেটের প্রতিভা, শক্তিকে নতুন মাত্রা যোগ করে শক্তিশালী টেস্ট দল গড়ে তোলা।

-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম

বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস, সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাদের সঙ্গে ভিভিএস লক্ষ্মণ। মুম্বইয়ে শুক্রবার।

লক্ষ্মণের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বোর্ড

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : বৈঠক হল। ফের তাঁকে প্রস্তাবও দেওয়া হল। কিন্তু তিনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হল না।

ঘরের মাঠে বছর খানেক আগে নিউজিল্যান্ড, কয়েক মাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের পর থেকেই কোচ গৌতম গম্ভীরের উপর চাপ বেড়েছিল। লাল বলের ক্রিকেট থেকে গম্ভীরকে সরানোর দাবিও উঠেছিল। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও হয়েছিল। সেই সময় রাজি হননি ভিভিএস। আজ কি তিনি সিদ্ধান্ত বদল করলেন?

সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদর দপ্তর মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে ক্রিকেটের উন্নতি ও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স নিয়ে জরুরি বৈঠক ছিল আজ। সেই বৈঠকে বোর্ড সভাপতি মিঠুন মানহাস, সচিব দেবজিৎ সইকিয়ারা যেমন ছিলেন, তেমনই হাজির ছিলেন ভিভিএস-ও। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, আজ সন্ধ্যার বৈঠকে ফের লক্ষ্মণকে টেস্ট দলের কোচিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও লক্ষ্মণ রাজি হয়েছেন কি না, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে বারবার লক্ষ্মণের মোবাইলে ফোন করা হয়েছিল। বেজে গিয়েছে ফোন। মেসেজেরও জবাব দেননি তিনি।

লক্ষ্মণকে নিয়ে জল্পনার মধ্যেই মুম্বইয়ের বৈঠক শেষে বোর্ড সচিব সইকিয়া টিম ইন্ডিয়ার নয়া কোচের বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। বিসিসিআই সচিব বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট ও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স নিয়ে আজ বৈঠক করলাম আমরা। খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, কোন কোন পদে আরও কোচ নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে, সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। বৈঠকে লক্ষ্মণও ছিল। ওর মতামতও নিয়েছি আমরা।' বোর্ড সচিব যাই বলুন না কেন, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে অন্য খবর সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কোচদের শূন্যস্থান পূরণের পাশাপাশি ভিভিএস-কে টেস্ট দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

রাহুল দ্রাবিড় যখন কোচের পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ই প্রথম লক্ষ্মণকে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। রাজি হননি লক্ষ্মণ। পরিবার থেকে দূরে থেকে নিয়মিতভাবে জাতীয় দলের সঙ্গে ট্র্যাভেল করতে সেই সময় রাজি ছিলেন না তিনি। মাঝের সময়ে ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে বলে খবর। দিন কয়েক আগেই যখন গম্ভীরের বদলে ভিভিএস কোচ হতে পারেন, এমন জল্পনা শুরু হয়েছিল। বোর্ড সচিব দেবজিৎ প্রতিক্রিয়া দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিষয়টি। আজ তিনি সেই পথে হাঁটেননি। বরং লক্ষ্মণকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

এখন দেখার, ভিভিএস সিদ্ধান্ত বদল করে শুভমান গিলদের কোচ হতে রাজি হন কি না।

ফের কোচ হওয়ার প্রস্তাব

চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা কঠিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা, দুটোর মধ্যে অনেক তফাত।

বক্তব্য যাঁর, তিনি এর আগে ক্লাব দলের হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে পারেননি। এবার বাংলার দায়িত্ব নিয়ে কি পারবেন চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখতে? সঞ্জয় সেন অল্প কথার মানুষ। কিন্তু কথা যখন বলেন তখন অসম্ভব গভীরতার সঙ্গে বিশ্বাস নিয়ে বলেন। তাই তাঁকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণই নেই। শুধু তাই নয়, নিজের কোচিং জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে আরও বেশি করে সাবধানতা অবলম্বন করতে শিখিয়েছে। তাই সন্তোষ ট্রফি শুরুর এগারোদিন আগে তাঁর মন্তব্য, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু যে কোনও স্তরেই সেই চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা আরও কঠিন। কারণ একটা চ্যাম্পিয়ন দলকে হারাতে মরিয়া হয়ে থাকে বাকি সব দল। আর সেটাই সামনের পথ কঠিন করে তোলে।' আপাতত দল গুছিয়ে নেওয়ায় ব্যস্ত তিনি। ৫ তারিখের বদলে টুর্নামেন্ট পিছিয়ে ২১ তারিখ হয়ে যাওয়ায় সুবিধাই হয়েছে বলে জানালেন, 'দেখুন হাতে খানিকটা সময় পেয়ে সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু আগেই ৪০ জনকে নথিভুক্ত করা গিয়েছে। ফলে এখন ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য সময় হাতে পাচ্ছি। তাই এখনও ২২ জনের দল বাছাই করিনি। তবে এবার হয়তো আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে ২২ জনকে বেছে ফেলব।' গত মরশুমের মতো কি এবারও নতুন কিছু ফুটবলার তাঁর নজর কেড়েছে, জানতে চাইলে ফোনের ওপ্রান্তে হালকা হাসির আওয়াজ আসে, 'দলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন কারা নজর কেড়েছে। তবে নিশ্চয় কিছু নতুন ছেলে তো চোখে পড়েছেই।'

প্রথম ম্যাচ ২১ জানুয়ারি। তাই দল নিয়ে ১৭-১৮ তারিখ নাগাদ যেতে চান সঞ্জয়। এবার অসমের ধাকুয়াখানা ও শিলাপাথারে খেলা। তাঁর পরিষ্কার স্বীকারোক্তি, 'যেখানে খেলা হচ্ছে সেই দুটো জায়গার নাম এর আগে শুনিনি। তাই ওখানে মাঠ বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা কেমন তা জানি না। যদি ধরেই নিই, খুব খারাপ মাঠ, তাহলে সেটা শুধু আমাদের নয়, সবার জন্যই সমস্যা। তাই ওইসব নিয়ে ভাবছি না।' অনেকেই মনে করছেন এবার তুলনায় বাংলা সহজ গ্রুপ পেয়েছে। সঞ্জয় অবশ্য মানছেন না সেই কথা। তাঁর মন্তব্য, 'হয়তো এবার মণিপুর নেই। কিন্তু নাগাল্যান্ড, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর মতো দলগুলিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কারণ ওরা কিন্তু যোগ্যতা অর্জন করে এসেছে। তাছাড়া অন্যদিকে সার্ভিসেস, পঞ্জাব, কেরলের মতো দলগুলি তো থাকছেই। তাছাড়া আগেই তো বলেছি, চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সবাই বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে লড়াইয়ে নামে।' আইএফএ সূত্রের খবর, দল ডিব্রুগড়ের হোটেল থেকে ওখান থেকেই যাতায়াত করবে।

সন্তোষ প্রসঙ্গে সঞ্জয়

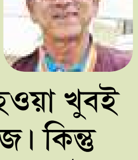

চ্যাম্পিয়ন হওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু যে কোনও স্তরেই সেই চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা আরও কঠিন। কারণ একটা চ্যাম্পিয়ন দলকে হারাতে মরিয়া হয়ে থাকে বাকি সব দল।

-সঞ্জয় সেন

ক্রিসপিনের চিন্তা জোড়া চোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : কলকাতা নয়, এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের জন্য জাতীয় দলের শিবির হবে দিল্লিতে।

শনিবারই রাজধানীতে ফুটবলারদের একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের হেডকোচ ক্রিসপিন ছেত্রী। তবে শিবির শুরুর আগেই তাঁর চিন্তা বাড়াচ্ছে চোট-আঘাত সমস্যা। শুক্রবারই ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে চোট পান জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার সুইটি দেবী। মাঠ ছাড়তে হয় স্ট্রেচারে। ম্যাচ শেষে বেরোনোর সময় খোঁড়াতেও দেখা গেল তাঁকে। জানা গিয়েছে সুইটির চোটের জায়গায় স্ক্যান করানো হবে। যদিও লাল-হলুদ মহিলা ফুটবল দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দাবি, সুইটির চোট গুরুতর নয়। দ্রুত মাঠে ফিরবেন তিনি। তবে এখানেই তো শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে চোট রয়েছে সৌম্যা গুগুলোথেরও। সেই কারণেই গোকুলাম ম্যাচে তাঁকে মাঠে নামাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

ক্রিসপিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও বললেন, 'শনিবার সব ফুটবলারেরই শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা। তবে কী হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা বেশ মুশকিল। সুইটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। সম্ভবত সৌম্যাকেও পাওয়া যাবে না।' তাঁর আরও মন্তব্য, 'জাতীয় দলকে অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই মানসিকতা আমাকে যথেষ্ট হতাশ করেছে।' এদিকে কালিম্পংয়ের মেয়ে, ইস্টবেঙ্গলের সুস্মিতা লেপচা এশিয়ান কাপের শিবিরে ডাক পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শিবিরে যোগ দিতে সুলঞ্জনা রাউল, সংগীতা বাসফোরদের সঙ্গে শনিবার দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন তিনিও।

আজ শুরু এশিয়ানের শিবির

গোকুলামকে হারিয়ে শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৯ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে অপরাজেয় দৌড় বজায় রাখল ইস্টবেঙ্গল।

বাকি ছয় দলের থেকে এক ম্যাচ কম খেলেও লিগ শীর্ষে থেকেই প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শেষ করল লাল-হলুদের মেয়েরা। শুক্রবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে গোকুলাম কেরালা এফসিকে ৩-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলাবাহিনী।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই কেরালার ক্লাবটিকে চাপে রাখল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ রক্ষণে পালটা চাপ তৈরি করতে ব্যর্থ গোকুলাম। ৩৫ মিনিটে ফাজিলা ইকওয়াপুটের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। অষ্টম ওরাওঁয়ের পাস ছোট্ট টোকায় জালে পাঠান ফাজিলা। ৫৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ালেন রেস্টি নানজিরি। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল গোল লক্ষ্য করে ঠেলে দেন তিনি। গোকুলাম গোলরক্ষক বল তালুবন্দি করলেও ততক্ষণে তা গোললাইন অতিক্রম করে গিয়েছে। ৭৬ মিনিটে তৃতীয় গোল সুলঞ্জনা রাউলের।

এদিকে দুইদিন আগেই ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে গোকুলামে ফিরেছেন জ্যোতি চৌহান। এদিন ম্যাচ শেষে তিনি জানালেন, 'মাঠে আরও বেশি সময় পেতেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার সিদ্ধান্ত।'

গোলের জন্য সুলঞ্জনা রাউলকে অভিনন্দন সরিতার। শুক্রবার।

মালয়েশিয়ায় সেমিতে সিন্ধু

কুয়ালা লামপুর, ৯ জানুয়ারি : ২০২১ সালে ইন্দোনেশিয়া ওপেনের পর ফের কোনও সুপার ১০০০ সিরিজের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পিভি সিন্ধু। মালয়েশিয়া ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচি প্রথম গেমের পর চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন। সিন্ধু প্রথম গেমটি সহজেই জিতে নেন ২১-১১ পয়েন্টে। ফাইনালে তাঁর সামনে দ্বিতীয় বাছাই চিনের ওয়াং ঝিয়ি-র চ্যালেঞ্জ। পুরুষদের ডাবলসে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালেই ছুটি হয়ে গেল সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির। ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান-মুহাম্মদ শহিবুল ফিকরি ২১-১০, ২৩-২১ পয়েন্টে তাঁদের হারিয়ে দেন।

সুপার কাপ ফাইনালে এল ক্লাসিকো

জেড্ডা, ৯ জানুয়ারি : ফাইনালে মহারণ। একদিন আগেই অ্যাথলেটিক বিলবাওকে চূর্ণ করে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে উঠেছে বার্সেলোনা। আর এবার ডার্বি জিতে ফাইনালে জায়গা করে নিল রিয়াল মাদ্রিদও। খেতাবি যুদ্ধে এবার এল ক্লাসিকো। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল। জয়ের কারিগর ফেডেরিকো ভালভের্দে। ম্যাচের বয়স তখন দুই মিনিটও অতিক্রম করেনি। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ভালভের্দের জোরালো ফ্রি কিক জালে জড়িয়ে যায়। স্প্যানিশ সুপার কাপের ইতিহাসে এটাই দ্রুততম গোল।

প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আর গোল হয়নি। ৫৫ মিনিটে দ্বিতীয়বার অ্যাটলেটিকোর জালে বল পাঠান রডরিগো। এখানেও অবদান সেই ভালভের্দের। ৫৮ মিনিটে অ্যাটলেটিকোর হয়ে আলেকজান্ডার সোরলথ গোল করলেও হার বাঁচাতে পারেনি তারা। চোটের জন্য মাঠের বাইরে কিলিয়ান এমবাপে। এদিন তাঁর অনুপস্থিতি বুঝতেই দেননি গঞ্জালো গার্সিয়া, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহ্যামরা।

এদিন আবার ম্যাচের শেষদিকে ভিনির পরিবর্তে আর্দা গুলেরকে নামান রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো। মাঠ ছেড়ে বেরোনোর সময় অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে ভিনিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'ফ্লোরেন্তিনো (রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি) তোমাকে ছাঁটাই করবে।' এরপরই সিমিওনের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন ব্রাজিলীয় তারকা। হলুদ কার্ডও দেখেন। পরিস্থিতি সামাল দেন অলন্সো। ম্যাচের পরে অবশ্য সিমিওনের সমালোচনায় সরব হন তিনি।

রিয়ালকে এগিয়ে দেওয়া রডরিগোকে নিয়ে উচ্ছ্বাস গঞ্জালো গার্সিয়ার।

শুভেচ্ছা

শুভ জন্মদিন

জাভেরিয়া ইরহা আলাইনা : তোমার ৪র্থ জন্মদিনে রইলো অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। শুভেচ্ছা সহ - আম্মা, আব্বু, দাদু, দিদিমা, নানা, নানী সহ পরিবারের সকল সদস্য। শিবযজ্ঞ রোড, খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার।

সদ্য প্রয়াত ঠাকুরদাকে খেতাব উৎসর্গ সারিনের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : স্বজন হারানোর ব্যথাকে উপেক্ষা করেই টাটা স্টিল দাবায় র‍্যাপিড ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন ভারতের নিহাল সারিন।

বৃহস্পতিবার দিনের শেষে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন নিহাল। কিন্তু ওইদিন রাতেই খবর পান, তাঁর ঠাকুরদা এএ উমর প্রয়াত হয়েছেন। অন্য কেউ হলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়নদের মানসিকতাটাই আলাদা হয়। তাই শুক্রবার সব চাপকে উপেক্ষা করে চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন নিহাল।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সদ্য প্রয়াত ঠাকুরদাকে নিজের খেতাব উৎসর্গ করেছেন নিহাল। বলেছেন, 'শুক্রবার

টাটা স্টিল দাবা

রাতে আমার ঠাকুরদা প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর হাত ধরেই আমার দাবা খেলার শুরু। তিনি আমার প্রতিটা খেলা দেখতেন। ওর প্রয়াণের খবর পাওয়ার পর অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। শুধু জানতাম, নিজের সেরাটা দিতে হবে। টাটা স্টিল দাবার খেতাব আমি ঠাকুরদাকে উৎসর্গ করলাম।'

এই প্রতিযোগিতায় নামার কথাই ছিল না নিহালের। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ নাম প্রত্যাহার করায় নিহালকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি তিনি। এদিন সপ্তম রাউন্ডে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে ড্র করেন নিহাল। পরের রাউন্ডে আবার ওয়েসলি সোকে হারান তিনি।

শেষ রাউন্ডে নিহাল মুখোমুখি হন আনন্দের। সেই সময় অঙ্ক বলছিল, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে নিহালকে অন্তত পক্ষে ড্র করতে হবে। অন্যদিকে, আনন্দের সামনে জেতা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কিংবদন্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলে ড্র করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা মাথায় তোলেন নিহাল। পরে নিহাল বলেছেন, 'শেষ রাউন্ডে আমি নিজেকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করেছি। আমার পরিকল্পনা ছিল, যতটা সম্ভব সাবধানে খেলা।'

নিহালের সাফল্যের দিনে বর্তমান প্রজন্মের দাবাড়ুদের হয়ে ব্যাট ধরেছেন আনন্দ। শুক্রবার র‍্যাপিড ফরম্যাটে রানার্স হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'বর্তমান প্রজন্মের দাবাড়ুরা অনেকটাই আলাদা। আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না। ওদের বিরুদ্ধে খেলাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমার মনে হয়েছিল, কলকাতায় এই প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসেবে বসে থাকার থেকে খেলতে নামাটা বেশি ভালো। তাই তরুণ প্রজন্মের বিরুদ্ধে খেলার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম।' তিনি আরও যোগ করেন, 'অন্য দেশের দাবাড়ুদের সঙ্গে আমাদের দাবাড়ুদের র‍্যাংকিংয়ের পার্থক্য থাকার একটাই কারণ, অন্য দেশের দাবাড়ুরা অনেক আগেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেখানে আমাদের তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে উঠে আসছে।'

এদিকে, মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কারেনিরা দাগনো। শনিবার থেকে টাটা স্টিল দাবায় ব্লিৎজ ফরম্যাটের খেলা শুরু হবে।

টাটা স্টিল দাবায় বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে ড্র করার পর নিহাল সারিন। শুক্রবার।

অনুশীলনে একা বিরাট

পরে এলেন রোহিত

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ব্যাটকে কথা বলাতে তৈরি হচ্ছেন বিরাট কোহলি। শুক্রবার।

ভদোদরা, ৯ জানুয়ারি : বাজনাটা বাজতে শুরু করেছে। আসমুদ্র হিমাচল ফের জাগতে শুরু করেছে।

সৌজন্যে রোকো। ভারতীয় ক্রিকেটের অক্সিজেন। ভারতীয় ক্রিকেটের নিউক্লিয়াস। ভারতীয় ক্রিকেটের হিরো।

গতকালের পর আজও রোকো জুটি দীর্ঘসময় ভদোদরার বিসিএ ক্রিকেট মাঠে অনুশীলন সারলেন। ফারাক শুধু একটাই, কোহলি টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগে মাঠে হাজির হয়ে একাকী অনুশীলন শুরু করে দিলেন। পরে রোহিত হাজির হয়ে ঢুকে পড়লেন বিরাটের ঠিক পাশের নেটে।

রবিবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। যার প্রথম ম্যাচ ভদোদরায়। আর সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে ভদোদরা শহরটা যেন নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে। কোটাম্বি বলে যে জায়গায় স্টেডিয়াম, শহরের সব পথই এখন সেদিকে। সবারই প্রত্যাশা, রোকো দর্শনের টিকিট। স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের টিকিট শেষ ইতিমধ্যেই। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগ সামাল দেওয়া কি এত সহজ? বিশেষ করে রোকো যখন রবিবার মাঠে নামবেন, আর সেই মুহূর্তটা স্মরণীয় করে রাখার সুযোগ কে আর ছাড়তে চায়।

২০২৫ সালে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে বছর ঘুরে গিয়েছে। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলতে শুরু করেছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অ্যাকশন রিপ্লে দেখার সিরিজ হতে চলেছে। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটমহল অবশ্য এমন ভাবনায় নারাজ। বরং ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এখন একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ মানেই রোকো। বিরাট-রোহিতের ব্যাটিং দেখার পাশে মাঠে তাঁদের ফিল্ডিং দেখা। দলকে অনুপ্রাণিত করার কৌশল দেখাও। রোকো রোশনাইয়ের মঞ্চে কোচ গৌতম গম্ভীর স্বাভাবিকভাবেই 'ভিলেনের' ভূমিকায়। গুরু গম্ভীরের মুণ্ডুপাত চলছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের দুই সেরা তারকা নিজেদের মতো করে তৈরি হচ্ছেন কিউয়িদের একদিনের ক্রিকেট শেখানোর জন্য।

সেই শো কেমন হতে চলেছে, রবিবারই দেখে ফেলবে দুনিয়া।

ভারতীয় তিরন্দাজির নতুন প্রতিভা কুমকুম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : বয়স মাত্র ১৭ বছর। আর এই বয়সেই দেশের সেরা তিরন্দাজদের পিছনে ফেলে নজর কেড়ে নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের কুমকুম মোহর।

শুক্রবার কলকাতায় এশিয়ান গেমস ও ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজ ওয়ান ও স্টেজ টু প্রতিযোগিতার জন্য প্রথম দফার ট্রায়াল শেষ হয়েছে। এই ট্রায়ালেই দুরন্ত পারফরমেন্স উপহার দিয়েছে কুমকুম। মহিলাদের রিকার্ভ ইভেন্টে দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকতের মতো অলিম্পিয়ানদের টপকে শীর্ষে মহারাষ্ট্রের এই মেয়েটি।

মহারাষ্ট্রকে এখন 'তিরন্দাজি হাব' বলা যেতে পারে। এখান থেকে অদিতি গোপীচাঁদ, প্রবীণ যাদবের মতো তিরন্দাজরা উঠে এসেছেন। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন কুমকুম। মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর এই মেয়েটি মাত্র ১১ বছর বয়স থেকে তিরন্দাজি শুরু করেছে। বাবা মিষ্টির বাক্স তৈরির কাজ করেন। মা গৃহবধূ। তাঁরাই বড় অনুপ্রেরণা কুমকুমের। গত ডিসেম্বরে প্রথমবার সিনিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে সেখানেও সপ্তমস্থানে শেষ করে মহারাষ্ট্রের এই মেয়েটি।

রাঁচিতে জাতীয় স্কুল গেমসে অংশ নেওয়ার কথা ছিল কুমকুমের। কিন্তু কোচ প্রফুল ডাঙ্গের পরামর্শে স্কুল গেমসে অংশ না নিয়ে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে অংশ নেয় বছর সতেরোর এই মেয়েটি। আর প্রথমবারেই বাজিমাত। ট্রায়ালে শীর্ষস্থান পাওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদকে কুমকুম বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া। অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দিতে চাই। সবসময় পদক জেতার মানসিকতা নিয়েই খেলতে নামি।'

দীপিকা কুমারীকে নিজের আদর্শ মনে করে কুমকুম। এদিন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের প্রিয় খেলোয়াড়ের থেকে শুভেচ্ছা বার্তাও পেয়েছে সে। আপাতত এশিয়ান গেমস খেলার লক্ষ্যে নিজেকে তৈরি করছে কুমকুম। এদিন ট্রায়ালে অঙ্কিতা ভকত দ্বিতীয়, সিমারজিৎ সিং তৃতীয় ও দীপিকা কুমারী চতুর্থস্থানে শেষ করেছেন।

এদিকে পুরুষদের রিকার্ভের ট্রায়ালে শীর্ষস্থান পেয়েছেন বোম্মাদেভেরা ধীরাজ। বাংলার জুয়েল সরকার এসএসসিবি-এর সুখচান সিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সপ্তমস্থানে শেষ করেছিলেন। কিন্তু টাইব্রেকারের সময় জুয়েল উপস্থিত না থাকায় সুখচানকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

৪ উইকেট নেওয়া নাদিনে ডি ক্লার্ককে অভিনন্দন রাধা যাদবের। শুক্রবার।

নাদিনের দাপটে স্মৃতিদের জয়

নভি মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফরমেন্সে স্মৃতি মান্ধানার দলের জয়ের রাস্তা গড়ে দেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার নাদিনে ডি ক্লার্ক।

শুক্রবার টসে হেরে মুম্বই ১৫৪/৬ স্কোরে থামে। ৩৫/২ পরিস্থিতি থেকে পালটা লড়াই শুরু করেন ওপেনার গুনালান কমলিনী (৩২) ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (২০)। পরের দিকে সাজিবন সাজানা (৪৫) ও নিকোলা ক্যারিও (৪০) রান পেয়েছেন। নাদিনে ২৬ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। রানতাড়ায় নেমে বেঙ্গালুরু ৬৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। স্মৃতি ১৮ রান করে শাবনিম ইসমাইলের বলে ফিরে যান। রিচা আউট হন ৬ রানে। কিন্তু প্রায় একক কৃতিত্বেই নাদিনে (৪৪ বলে অপরাজিত ৬৩) বেঙ্গালুরুকে ৭ উইকেটে ১৫৭ রানে পৌঁছে দেন। ইনিংসের শেষ ৪ বলে ২০ রান নিয়ে তিনি উত্তেজক জয় এনে দেন দলকে।

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম গুজরাট জায়েন্টস
সময় : দুপুর ৩টা
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বাজেট নিয়ে কাজ শুরু ক্লাবগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : আরও তিনদিন সময় চেয়ে নিল ওড়িশা এফসি। সোমবার পর্যন্ত সময় চেয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে ই-মেল করে তারা। উলটোদিকে সুখবর, আগামী সপ্তাহেই দলের দায়িত্ব নিতে কলকাতায় চলে আসছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ১৪ দলই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলবে। এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এবারের আইএসএল। কিন্তু ওড়িশা এফসি এখনও খেলার ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি আর্থিক সমস্যার জন্য। ফেডারেশনের তরফে তাদের এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু এদিন তারা ফের সময় চেয়ে নিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ক্লাব কর্ণধার বিদেশে। তাই ওড়িশা এফসি সোমবারের আগে জানাতে পারবে না। এখন দেখার শেষপর্যন্ত তারা আদৌ খেলে কি না। তবে তারা না জানানো পর্যন্ত লিগ সূচি তৈরি বা এএফসি-কে জানানোর মতো কিছুই করে উঠতে পারবে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

বৃহস্পতিবার শুরু ইন্টার কাশীর অনুশীলন

এবারই উঠে আসা ইন্টার কাশী অনুশীলনে নামার তোড়জোড় শুরু করে দিল। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই কলকাতায় চলে আসছেন হাবাস। এবারও তিনিই দলের দায়িত্বে। ১৫ জানুয়ারি প্রথম দিনের অনুশীলনেই তাঁর থাকার কথা বলে জানা গিয়েছে। তবে এবার আর কল্যাণী নয়, রাজারহাটের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সেই অনুশীলন করবে ইন্টার কাশী। সুপার কাপে যে দল খেলেছে তার সঙ্গে একজন বিদেশি যোগ করেই এবারের মতো দল গড়া হবে বলে ক্লাব সূত্রের খবর। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গলের মতো দলগুলি অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে বাকি ক্লাবগুলির এখনও সেই অর্থে কোনও পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। এর বড় কারণ হল ফুটবলারদের বেতন হ্রাস। যা নিয়েই এখন টানাপোড়েন চলছে ক্লাব এবং ফুটবলারদের মধ্যে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ক্লাব এই বিষয়ে কাজ শুরু করেছে বলে খবর। এছাড়া লিগের খরচ কীভাবে কতটা কমানো যায় সেই সব কাজই চলছে বলে ক্লাব সূত্রে খবর। কিছু ক্লাব খরচ কমাতে ইতিমধ্যেই আগামী বছর থেকে ছোট শহরে সরে যাওয়ার ভাবনাচিন্তাও করতে শুরু করেছে।

বিএসএলে শীর্ষে ব্যারেটোর দল

হাওড়া, ৯ জানুয়ারি : আগের ম্যাচে জেএইচআর রয়্যাল সিটির পয়েন্ট নষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছিল। যা কাজে লাগিয়ে শুক্রবার বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) শীর্ষে পৌঁছে গেল হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট হাওড়া-হুগলির। তাদের থেকে ১ পয়েন্ট পিছিয়ে দুই নম্বরে নেমে গেল রয়্যাল সিটি।

শুক্রবার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে তারা ৩-০ গোলে জিতেছে কোপা টাইগার্স বীরভূমের বিরুদ্ধে। ৭৪ মিনিটে ফৈয়াজ প্রথম গোল করেন। ৪ মিনিট পর পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান আদর্শ তামাং। শেষলগ্নে তিন নম্বর গোলটি জিয়াবুলের।

ভাগ্যের জোরে বাঁচেন জেমিমা

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ক্রিকেটার জেমিমা রডরিগেজ সম্প্রতি শৈশবে ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়ার এক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন।

জেমিমা বলেছেন, 'আমার বয়স তখন ৮। গির্জার এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সব বাচ্চারা বাইরে চপ্পল নিয়ে খেলছিলাম। একে অপরের দিকে চপ্পল ছুড়ে দিচ্ছিলাম। আমার এক বোন আমার দিকে একটা জুতো ছুড়ে দিয়েছিল। সেটা ধরতে ঝাঁপাতেই হত। ঠিকই করে নিয়েছিলাম যেভাবেই হোক ক্যাচ নেব। তাই ঝাঁপাই। তাতেই বিপত্তি।'

একতলার ওপর থেকে পড়ে যান। ভাগ্যক্রমে নীচে বসে থাকা এক ব্যক্তির মাথার উপর পড়ায় গুরুতর আহত হননি খুদে জেমিমা। কিন্তু তাঁর ভাইবোনরা প্রথমে ভেবেছিল প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

কিউয়ি ব্রিগেডে ভেলোরের ছেলে

রোকোর উইকেটে চোখ অশোকের

ভদোদরা, ৯ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ড দলে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তালিকা আরও দীর্ঘ।

দীপক প্যাটেল থেকে বর্তমানের ইশ সোধি, রাচিন রবীন্দ্র। তালিকায় নতুন মুখ অশোক আদিত্য। তামিলনাড়ুর ছেলে। জন্ম ভেলোরে। চার বছর বয়সে বাবা-মায়ের হাত ধরে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি। রাচিনদের রাস্তায় হেঁটে ব্ল্যাক ক্যাপস ব্রিগেডে পা রাখা।

রবিবার প্রথম একাদশে থাকলে সুযোগ নিজের জন্মভূমি ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার। ইতিমধ্যেই গোটা তিনেক ম্যাচ (২টি ওডিআই এবং ১টি টি২০) খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে। তবে এবারের পরীক্ষা আরও কঠিন। ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়াকে হারানো। লক্ষ্যপূরণে অশোকের পাখির চোখ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির উইকেট।

> আমার সৌভাগ্য গত বছর চেন্নাইয়ে প্রস্তুতি শিবিরে এসেছিলাম। কালো, লাল মাটির পিচে কীভাবে বল করতে হয়, হাতেকলমে প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। ওখানে অনেকে ছিলেন, যাঁরা আমাকে গাইড করেছে। আসন্ন সিরিজে যে অভিজ্ঞতা আমাকে যা সাহায্য করবে।
>
> -অশোক আদিত্য

গতবছর চেন্নাই ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে নেওয়া সপ্তাহ দুয়েকের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। লাল, কালো, বিভিন্ন রংয়ের পিচে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছেন। রোকোর দাপটে ব্রেক লাগিয়ে দলকে সাহায্য করতে যে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান বছর তেইশের অশোক আদিত্য। পারিবারিক সূত্রে ভারতের আবহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

সুযোগ পেলে চলেও আসেন ভেলোরে। বোলিং হাতে ট্যাটুতেও ভারতীয় স্পর্শ। রজনীকান্তের ছবির বিখ্যাত ডায়ালগ 'এন ভাজি থানি ভাজি' লেখা ট্যাটুতে। যার অর্থ, 'আমার রাস্তা অনন্য'। ট্যাটুর গল্প শুনিয়ে অশোক বলেছেন, 'গতবার ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাড়তি বসে দুইজনে মিলে রজনীকান্তের ছবি দেখছিলাম। কীভাবে মানুষের জন্য কাজ করতে হয়, সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহূর্তটা সারাজীবন সযত্নে লালন করতে চাই। তাই এই রকম ট্যাটু।'

রবিবার শুরু ভারত সাফারিকে স্পেশাল করে রাখতে চান। মাঝের ওভারে অশোকের দশ ওভার লেগস্পিন কিউয়িদের জন্য এক্স ফ্যাক্টর। বিরাটকে কীভাবে থামান ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেগস্পিনার, চোখ থাকবে। অশোকও মুখিয়ে আছেন। এদিন এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমার কাছে বড় সুযোগ। ভারত দুর্দান্ত দল। বিরাট কোহলি,

মাঝের ওভারে বিরাট কোহলিদের থামানোর দায়িত্ব থাকবে অশোক আদিত্যর উপর।

রোহিত শর্মারা রয়েছে। ওদের মতো গ্রেটদের বিরুদ্ধে বল করার জন্য মুখিয়ে আছি।'

কঠিন পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাসী অশোক। বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য গত বছর চেন্নাইয়ে প্রস্তুতি শিবিরে এসেছিলাম। কালো, লাল মাটির পিচে কীভাবে বল করতে হয়, হাতেকলমে প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। ওখানে অনেকে ছিলেন, যাঁরা আমাকে গাইড করেছে। আসন্ন সিরিজে যে অভিজ্ঞতা আমাকে যা সাহায্য করবে।'

শেন ওয়ার্নের ভক্ত। তবে ক্রিকেট সফরে একের পর এক ধাপ পেরোনোর পথে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সিনিয়ার সতীর্থ সোধির থেকে। অশোক বলেছেন, 'আমার ফেভারিট লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন। তবে নিউজিল্যান্ডে বেড়ে ওঠার সুবাদে ইশ সোধিকে সবসময় অনুসরণ করতাম। সৌভাগ্য পরবর্তী সময়ে ওর সঙ্গে আলাপ রয়েছে। আমার কাছে ও দাদার মতো।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন ঝাড়গ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়গ্রাম - এর একজন বাসিন্দা বাপী মাহাতো - কে 08.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93C 07142 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির অন্য বিজয়ীদের দেখে আমি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখেছি। এখন মনে হচ্ছে আমি জীবনের একটা নতুন শুরুতে দাঁড়িয়ে আছি। এই জয় আমাকে মনোযোগ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস আর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই স্বপ্নকে সত্যি করে তোলার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হাইব্রিড লেভেল-১ কোচিং কোর্সে সফল জলপাইগুড়ির ধীরাজ

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের হাইব্রিড লেভেল-'১' কোচিং কোর্সে সফলভাবে উত্তীর্ণ হলেন জলপাইগুড়ির ধীরাজকুমার পান্ডে। বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গত ৫-৭ জানুয়ারি আয়োজিত এই কোচিং ট্রেনিং কোর্সে জাতীয় দলের বিভিন্ন সহকারী কোচের পাশাপাশি নতুন কোচদের প্রশিক্ষণ দেন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের হেড প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ। ধীরাজ অনূর্ধ্ব-১৪ জেলাস্তরে ক্রিকেট খেলেছেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ২০২৪ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে সিএবি লেভেল-'ও' কোচ হিসেবেও পাশ করেন। এরপর গত বছর বিসিসিআই হাইব্রিড লেভেল-'এ' কোচিংয়ের জন্য নিয়ামক সংস্থার অনলাইন কোচিং নেন ধীরাজ। সেখান থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া হয় হাইব্রিড লেভেল-'১' কোচিংয়ের জন্য। পাশ করে উচ্ছ্বসিত ধীরাজ বলেছেন, 'আমার স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়া। ক্রিকেট খেলাকালীনই কোচিং বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়। খেলা ছাড়ার পরই কোচিং শুরু করি। জেলার তরুণ ক্রিকেটারদের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বড় লেভেলের ক্রিকেটে কোচিং করানোর চেষ্টা করব।' ধীরাজের এই সাফল্যের পর খুশি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডলের মন্তব্য, 'আগামী দিনে জেলার ক্রিকেটের উন্নতিতে ওর দক্ষতা কাজে লাগুক সেটাই চাই।'

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ধীরাজকুমার পান্ডে।

উত্তরের খেলা

জয়ী ডিসিএ ধূপগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ডিসিএ ধূপগুড়ি ৪ উইকেটে হারিয়েছে এসপি রায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে। প্রথমে এসপি রায় ২৮ ওভারে ১৫৪ রানে অল আউট হয়। ঋষভ রায়ের অবদান ৪৪ রান। ঋক সোম ৪৬ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ডিসিএ ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিকাশ মালো দাসের অবদান ৫৬ রান। শিলাব্রত রায় ৩১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে কীর্তিমান রায়। ছবি : অনীক চৌধুরী

কীর্তিমানের ১৫১, জয়ী আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : নেতাজি মডার্ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির জুনিয়ার প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার আরএসএ ১৫৯ রানে উড়িয়ে দিয়েছে এসএসপিসিএ-কে। আরএসএ প্রথমে ২০ ওভারে ১ উইকেটে ২৪৯ রান তোলে। কীর্তিমান রায় ১৫১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছে। জবাবে এসএসপিসিএ গুটিয়ে যায় মাত্র ৯০ রানে। তুষার রায়ের অবদান ৩৭ রান। আরএসএ-র সায়ন রায় ১০ রানে নেয় ৪ উইকেট। পরে জেসিএ ৪ উইকেটে জিতেছে ডিসিএ-র বিরুদ্ধে। ডিসিএ প্রথমে অল আউট হয় ৭৫ রানে। দ্রোণ রায় ১৭ রান করে। ম্যাচের সেরা আদিত্য পাল ১২ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট। জেসিএ ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। তন্ময় বণিকের অবদান ২৫ রান।